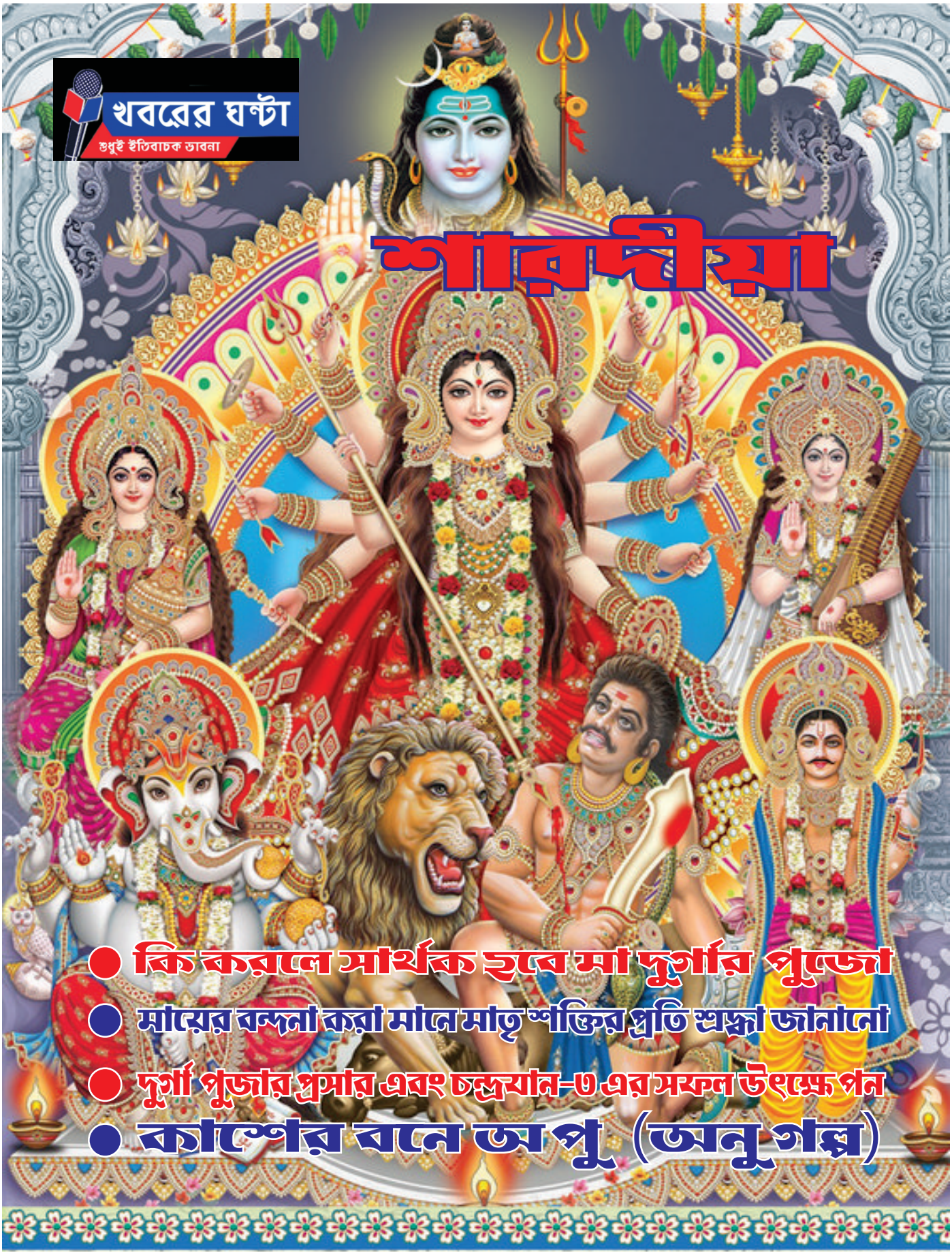
খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
শারদীয়া
● কি করলে সার্থক হবে মা দুর্গার পুজো
● মায়ের বন্দনা করা মানে মাতৃ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো
● দুর্গা পুজার প্রসার এবং চন্দ্রযান-৩ এর সফল উৎক্ষেপন
● কাশের বনে অপু (অনু গল্প)

With Best Compliments From :~ R.S

Jayashree Barman

Cell No. 9749097283
8617698774
9733041076

JAYASHREE DECORATORS

CATERERS & AQUA

All kinds of decorating materials and general order supplier including Packaged Drinking Water

CHAMPASARI ROAD
NEAR SRI GURU BIDYA MANDIR SCHOOL
SILIGURI (W.B.)

With Best Wishes From :~

ANANDAMAYEE KALIBARI SAMITY

আনন্দময়ী কালীবাড়ি সমিতি

Founded by Charan Kabi Mukunda Das

Established in the year 1926

ঊথাত ণকান্দঙওকণ

Anandamayee Kalibary Atithi Niwas

Kalibari Road, Mahabirsthan, Siliguri-734004

(Furnished Conference Hall for Marriage & other ceremonies & Double Bed Room Attached and Non attached Dormitory Bed)

Anandamayee Kalibary Library

(Having huge stock of different type of Books with reading room for all without any fees)

Anandamayee Kalibary Free Coaching Centre

(Free special coaching to the Class-IX & X Bengali Medium Students)

Regular free medical checkup and Yoga for mother and child

Kalibary Road
Mahabirsthan
Siliguri-734004

Phone :
(0353) 2663285
2661898

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

শারদীয়ার এই শুভক্ষনে প্রার্থনা করবো দীর্ঘজীবি হোক খবরের ঘন্টা। দিকে দিকে পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য-সৃজন বৃদ্ধি পাক। গল্প-কবিতা সহ অন্য লেখালেখির হাত পাকানোর মগজ খুলে দিক খবরের ঘন্টা। সকলে পুজোর দিনগুলোয় ভালো থাকুন। চারদিকে শান্তি বজায় থাকুক, দিকে দিকে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন জোরদার হোক।

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

বিধান নগর, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং।

সভাপতি ঃ	সহ সভাপতি ঃ	সম্পাদক ঃ	সহসম্পাদক ঃ	কোষাধ্যক্ষ ঃ
শিবেশ ভৌমিক	অজিত ঘোষ	সলিল সিং	দিলীপ সরকার	অভিজিৎ মন্ডল

কার্য্যকরী কমিটির সদস্য ঃ

প্রভাত মল্লিক, মনোরঞ্জন পাল, অরুন সাহা (মনা), গোবিন্দ সরকার, উৎপল ঘোষ, স্বপন পাল

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

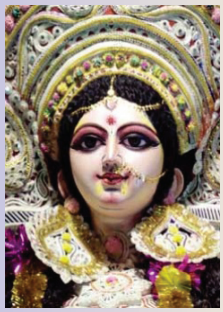

শিবেশ ভৌমিক

সভাপতি, বিধান নগর ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি মহকুমা, দার্জিলিং।

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS

★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
M.S. ROD M.S. FLATS &
TORKARY BAR

MANUFACTURING :

★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
GREEN TEA FACTORY

★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS

★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
C.I. CASTING

AGRICULTURE :

★ BASANTA AGRICO-
PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

★ PAUL AUTOMOBILES
★ M&C IRON STORES
★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

আপনার মূল্যবান চোখের জন্য সেরা চিকিৎসা পরিষেবা

THE HIMALAYAN EYE INSTITUTE

Restoring Sight, Reviving Lives

NABH Certified
Entry Level SHCO

রোগীর নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানের স্বীকৃতি প্রাপ্ত (শিলিগুড়ি শাখা)

অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা সাশ্রয়ী মূল্যে সুপার স্পেশালিটি চক্ষু পরিষেবা

DR. ARONI CHAKRABORTY MS	DR. SNEHA BATRA MS	DR. SANGEETA D. GOSWAMI MS, VRF	DR. SHYAMAL SAHA MS	DR. SUPRATIK BANERJEE MS	DR. SWARUP KR. ROY MS, DNB	DR. SANDIPAN BANERJEE MS, FRCS

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত পরিকাঠামো এবং একই ছাদের নিচে সমস্ত পরিষেবা

Constellation	3D OCT	Visu Cam 500 (FFA)	Auto Refractor	Yag laser	Specular Microscope	HFA	Centurion Phaco

ঝংকার মোড়, বর্ধমান রোড, শিলিগুড়ি
0353-250 2500, 250 2501
0353-250 2502, 250 2505

সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করার জন্য
হোয়াটসঅ্যাপে রোগীর বিবরণ পাঠান
8900799992, 6297948854

TERAI NURSING INSTITUTE

INC & WBNC Approved

GNM NURSING

Affiliated Hospitals

- Siliguri District Hospital
- Islampore Super-Speciality Hospital
- Naxalbari Rural Hospital

Parent Hospital

Holy Palace Christian Hospital

BOOK YOUR SEAT

Admission Open 2023

7908-195001

www.terainursing.com

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE & SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE

Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course

Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

TERAI INTERNATONAL SCHOOL

Registration No : SO185236

HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII

- DAY BOARDING FACILITY
- FULL BOARDING FACILITY
- TRANSPORTATION FACILITY
- EXTRA CURRICULUM ACTIVITY

উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355

Monthly Magazine

Vol. VII Issue-3

1st October-31st October 2023 DURGA PUJA

সপ্তম বর্ষ-সংখ্যা-৩ শারদীয়া ২৬ শে আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আগষ্ট ২০২৩ শারদীয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী.), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), বাবলু তালুকদার (ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ারসোসাইটি), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), সজল কুমার গুহ (সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh

Sub Editor : Arpita Dey Sarkar

Cover : Sanjoy Kumar Shah

Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA

Aurobinda Pally, Siliguri

e-mail : bapighosh300@gmail.com

Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব

সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা.....মুসাফীর.....০৪

কি করলে সার্থক হবে মা দুর্গার পুজো....স্বামী রাঘবানন্দ.....০৬

আগমনীর আরাধনা-একটি মানবিক আবেদন.....

.....জৈনিক শুভানুধ্যায়ী.....০৮

মায়ের বন্দনা করা মানে মাতৃ শক্তির প্রতি

শ্রদ্ধা জানানো.....স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস.....১০

সার্থক হোক দুর্গা পূজা.....কবিতা বনিক.....৩০

উৎসবে সবাই হাসিতে থাকুন.....তরুন মাইতি.....৩০

পুজোর মধ্যে দুঃস্থ মানুষদের মুখে হাসি

ফোটানোর কর্মসূচী.....নবকুমার বসাক.....৩১

সোনালি দিনের বাংলা পুজোর গান.....পাঞ্চালী চক্রবর্তী.....৩৭

আমি নিশ্চিত এবার পুজো ভালো কাটবে.....শিবেশ ভৌমিক.....৩৮

মা এসেছে মোদের দ্বারে.....রুপকথা চট্টোপাধ্যায়.....৩৯

দুর্গা পুজার প্রসার এবং চন্দ্রযান-৩ এর সফল উৎক্ষেপন

নিয়ে কিছু কথা.....নির্মলেন্দু দাস.....৪০

পুজোর ওপর সঙ্গীত.....বিপ্লব সরকার.....৪৪

স্থায়ী ফুল বাজার চাই.....রনপদ সেন.....৪৬

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন.....পরিতোষ চক্রবর্তী.....৪৭

আনন্দময়ী কালী বাড়িতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ

নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ.....ভাস্কর বিশ্বাস.....৪৮

সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে আমাদের উৎসব...দিলীপ বর্মন...৫০

সবার পুজো ভালো কাটুক.....মৃনাল পাল.....৫২

পুজো সকলের ভালো কাটুক.....সুজিত ঘোষ.....৫২

পুজো সকলের ভালো কাটুক.....পুস্পজিৎ সরকার.....৫৩

উৎসবে চিন্তা করুন পরিবেশ নিয়ে....দীপজ্যোতি চক্রবর্তী.....৫৪

খবরের ঘন্টা এখন শুধু প্রিন্ট মিডিয়াতেই নেই, খবরের ঘন্টা রয়েছে বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়াতেও।

You Tube Link :
https://youtube.com/@KHABARERGHANTA
Facebook Page Link :
https://www.facebook.com/slgkg/
Google Web Portal :
www.khabarerghanta.in

এবারেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে
কুমারি পুজো.....কমল মজুমদার.....৫৫
শিলিগুড়ি হায়দার পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের
থিম কল্প লোকের ভাবনা.....নির্মল কুমার পাল.....৫৬
শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ির
পুজো.....শ্রাবনী চক্রবর্তী.....৫৭
পুজো এবং পুজোর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য
অর্থনৈতিক কার্যকলাপ.....আশীষ ঘোষ.....৫৮
বার্গেসে সতীমাতা জগদম্বা দুর্গাপূজো.....উমেশ শর্মা.....৫৯
আগমনীর আগমন.....অর্পিতা দে সরকার.....৫৯

ঃঃ কবিতা ঃঃ

বাঙালির পুজো.....ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল.....১২
মহাকালের আঙিনায়.....অশোক রায়.....১২
শেষের ছবি.....অশোক রায়.....১২
আগমনির সুর.....তন্ময় ঘোষ.....১৩
বক্র হাসি.....অর্চনা মিত্র.....১৪
আগমনী.....গোপা দাস.....১৪
মা'কি তুই মৃত কিম্বা জড় ?.....নির্মলেন্দু দাস.....১৪
শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের পূজা রুপ.....মুকুল দাস.....১৫
চেতনা.....পৃথা সেন.....১৭
দুর্গা মা.....অর্চনা মিত্র.....১৯
মা এলো বলে.....গণেশ বিশ্বাস.....২০
অপেক্ষার পালা গান.....অশোক পাল.....২০
চরন তোমার ছুঁয়ে শপথ.....সজল কুমার গুহ.....৪২
দূর্গা মা.....পূজা রায়.....৪২
শরৎ কন্যে.....মিঠু ঘোষ.....৪৩
আসল রঙটা.....দুলাল দত্ত.....৪৩
এক গ্রাম্য মেয়ের মনোস্কামনা.....ধনঞ্জয় পাল.....৪৩
আগমনী শরৎ মা.....শিপ্রা পাল.....৫০

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

পুজোয় কোন শাড়িটা চাই ? স্বণালী বুটিকতো আছেই.....২১
ক্যারাটের সঙ্গে যোগা অনুশীলন, মেয়েরা একেকজন
ভিন্ন ধর্মী দুর্গা হয়ে উঠতে পারেন.....২২
দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী মুনি হয়ে ওঠার কাহিনী জানেন
পুজোর ছুটিতে অনেকে কাশ্মীর যাচ্ছেন, কেউ আসছেন দার্জিলিং
পাহাড়ের কোন অফ বিট স্থানে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন.....২৮
নাম অপূর্ব, কাজেও অপূর্ব পরিবেশ বিশ্বকর্মা পুজোয়.....৩২
গুণগত মান কমছে মৃৎ শিল্পের, নতুন মৃৎ শিল্পী তৈরী করতে
প্রশিক্ষণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা.....৩৩
শিশু কিশোরদের জন্য বিনা মূল্যে বস্ত্র বিতরণের কাউন্টার.....৩৮
৭৫ বছর পূর্তিতে শিলিগুড়ির আর্য্য সমিতি.....৩৯
পুজোর মুখে মহানন্দা দূষন ঠেকাতে কিছু
গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ.....৪৫

ঃঃ ফিকশন ঃঃ

ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখে দুর্গা পুজো.....২৯

ঃঃ অনু গল্প ঃঃ

কাশের বনে অপু.....বাপি ঘোষ.....২৫

ঃঃ সঙ্গীত ঃঃ

পুজোর ওপর সঙ্গীত.....কথা ও সুর ঃ বিপ্লব সরকার.....৫৮

ঃঃ ভ্রমণ ঃঃ

চলো যাই বেনারস.....অদিতি পি চক্রবর্তী.....৬০

অমৃত—কথা

দুর্গা স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে! কালীরুপিণি, নৃমুন্ডমালিনী দিগম্বরি, কৃপাণপাণি দেবি অসুর-বিনাশিনি! ক্রুর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্ম্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ প্রকাশ হও।।

মাতঃ দুর্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষুদ্রাশয়তায় ম্রিয়মান ভারত। আমাদের মহৎ কর, মহৎ প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আর অল্পাশী, নিশ্চেষ্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই।।

বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন দুর্গা পূজা, আমাদের সর্ব্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ,উর ভারতবর্ষে, প্রকাশ হও।।

শ্রীঅরবিন্দ

সম্পাদকীয়

পরিবেশের পুজো হোক

উন্নয়নতো আমাদের বেশ হচ্ছে। ভোট আছে। কাজতো দেখাতে হবে। নয়তো ভোটে ফেল করতে হবে। তাই কাজ আর কাজ, উন্নয়ন কাজ করে মানুষের সঙ্গে থাকা। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই রকম একটা প্রতিযোগিতা চলছে। এটা খুব ভালো লক্ষন। উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতি হচ্ছে মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান সহ অন্য বিজ্ঞানের। কিন্তু এর পাশাপাশি অবনতিও হচ্ছে। যেমন পরিবেশ বিজ্ঞানের কথা যদি বলি। দিনকে দিন পরিবেশের অবনতি হচ্ছে। ভোগ বিলাস বেশি বাড়াতে গিয়ে আমরা পরিবেশের ক্ষতি করছি। সব বুঝেও আমরা মূর্খের মতো কাজ করছি। গাছ সাফাই চলছে। নদী ধ্বংস চলছে। বাস্তু তন্ত্র ভেঙে পড়ছে। জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। ফল কিন্তু আমাদের ওপরেই আসছে। কত পশু পাখি আজ আর দেখা যায় না। এতে কি সেই সব পশু পাখিরই ক্ষতি হলো? মানুষের ক্ষতি হলো না? ভেবে দেখবেন।

আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি করছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন ওষুধ সব আসছে। খুব ভালো। কিন্তু সাধারণ গরিব মানুষের সামর্থ্যের বাইরে সেইসব চিকিৎসার সুবিধা গ্রহন করা। সাধারণ গরিব মানুষ টাকা খরচ করে আধুনিক চিকিৎসার কোনো সুবিধাই গ্রহন করতে পারছেন না। তবে কিসের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি? যে চিকিৎসা বিজ্ঞান গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থে সহজ সরলভাবে কাজ করতে পারে না, তাকে কিসের উনয়ন বলবো?

ব্যাপক অবনতি ঘটেছে নৈতিক বিজ্ঞানের। আমার অন্তর শুদ্ধি কতটা হয়েছে? আমরাতো সকলে একেকজন এ আই যন্ত্রের মতো হয়ে উঠছি। ফেস বুক থেকে ইউ টিউব সব সোস্যাল মিডিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা যন্ত্র দিয়ে চলছে। ফলে গভীর চিন্তাভাবনার পোস্ট, মৌলিক চিন্তাভাবনার পোস্ট ভাইরাল হয় না। যেটা বেশি বেশি শেয়ার হবে সেটাই ভাইরাল হবে। এখন যদি কোনো যুবতী উলঙ্গ হয়ে রিল তৈরি করেন বেশি পয়সা রোজগারের আশায়, তবে সেটা বেশি বেশি শেয়ার হবে।আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দেখবে, দারুনতো, এই উলঙ্গ রিল বেশি করে শেয়ার হচ্ছে। তাহলে এটা ভাইরাল করে দাও। ফলে শিশুরাও মোবাইল ঘাঁটবার সময় উলঙ্গ ছবি, চুম্বনের ছবি, যৌন ছবি দেখে ফেলছে। আর তা দেখে শিশুরা বাবামাকে প্রশ্ন করছে, ড্যাডি-মাম্মি-- এটা কি?!! বেশ ভালো আমাদের উন্নতি। সামনে কি আবার মানুষ সবাই আদিম মানুষের মতো তবে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে?

হালকা বিষয়, শরীর তত্ব এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি হলো, সব ধর্ম বা সব জাতির মিলিত অবস্থান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের মূল সুর। সেই সুর কেটে দিতে বস্ত কিছু ভাইরাল পোস্ট। কোথাও কোনো গোষ্ঠী সংঘর্ষ হলে তা বিস্তারিত ভিডিও দিয়ে সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হচ্ছে। অনেকে তা শেয়ার করছেন। তা দেখেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভাবছে, দারুনতো, দাঙ্গাহাঙ্গামার এই পোস্ট খুব শেয়ার হচ্ছে--- তার মানে এটা খুব মূল্যবান। আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ছে সেই পোস্ট। ফলে সুর কেটে যাচ্ছে ভারতের ঐতিহ্যমন্ডিত পরম্পরার। আমাদের আদিম হিংসা,আদিম যৌনতার দিকে নিয়ে যাওয়ার কাজ চলছে। অন্তরের বিষয়, মনের মধ্যে একাগ্রতার বিষয় কমে যাচ্ছে। চিন্তন বা চিন্তা শক্তির প্রসার ঘটাতে যে গভীর মৌলিক ভাবনা প্রয়োজন তা কোথায়। শারদীয়া উৎসবে এবারে এসব প্রশ্নই রাখতে হলো।

মা আসছে। সকলে মিলেমিশে থাকুন। মা আসেন আমাদের ভাবনার স্ফূরন ঘটাতে। মা আসেন আমাদের সুস্থ রাখতে। সেই সুস্থতা রাখতে আমাদের কি করা প্রয়োজন, তার কিছু উল্লেখ এই সম্পাদকীয়তো বলা হলো। সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানায় খবরের ঘন্টা। পুজো সকলের ভালো কাটুক।

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা

(দ্বিতীয় অধ্যায় --৮)

'বেটা সাধনা তো ম্যায় সিদ্ধি প্রাপ্তিকে লিয়ে নহী করতা হুঁ ফির কিঁউ লগে হুয়ে হ্যাঁয় '। মেরি সাধনা সির্ফ উনকে সাথ জুড়ে রহনেকে লিয়ে। যবতক সাধনা হ্যায় তবতক ইয়হ শরীর চলেগি। যিসদিন সাধনা রুক যায়েগী , সাঁস ভি রুক যায়গী। শরীর পঞ্চভূত সে বনী হ্যায় ফির উসী পঞ্চভূতমে লীন হো যায়েগী। গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে বললেন--যবতক ইয়হ জলকি ধারা বহেগী তবতক গঙ্গা রহেগী। যিসদিন ইয়হ জল নহী রহেগী, উসদিন ইয়হ গঙ্গা ভি নহি রহেগি। বেটা কর্মকে লিয়ে শরীর হ্যায়, শরীরকে লিয়ে কর্ম নহি। কর্ম এক অমর মাধ্যম হ্যায়।

ইয়হ কর্ম হি সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকো এক নিয়ম সে নিয়ন্ত্রিত কর রহা হ্যায়। কর্ম রুক জানে সে ইয়হ সৃষ্টি, ইয়হ ব্রহ্মান্ড লুপ্ত হো যায়গা।"কথাগুলো কিছুদিন পূর্বে হৃষিকেশের এই গঙ্গার ধারে এক সাধু মহারাজ বলেছিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনো গোধূলী বেলা ছিল। --মুসাফীর)

দেখতে দেখতে মঙ্গলামাসীর মাঠ ছোট হয়ে গেলো।

(গত সংখ্যার পর)

অনেক চরিত্রই লিভিং। উনি সুরেন মজুমদারের বাড়িতে থাকতেন। সমগ্র ভাগলপুর শহরের এক নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন সুরেন মজুমদার। বহু নাম করা মানুষদের ওনার বাড়িতে যাতায়াত ছিলো। অনেক বড় সাধক মহাপুরুষদের পদধূলিও ওনার বাড়িতে পড়েছে। 'রাজুদা' চরিত্রটি ওই বাড়িরই এক সদস্য ছিলেন। অমর কথা শিল্পী বড় খেদ সহ বলে গেছেন, 'জীবনে অনেক মানুষ দেখলাম , কিন্তু রাজুদার মতো এতো উদার বড় মাপের ব্যক্তি একজনকেও দেখলাম না। আমাদের সংসার বেশ চলছিল, কিন্তু মিঃ বিধাতা পুরুষের সেটা সহ্য হলো না। দিদা চিকিৎসাধীন ছিলেন, খুব একটা ভালোও ছিলেন না, তাই চলে গেলেন। যেখানে গেলেন সেখানে মনে হয় মনের মতো কাউকে পাননি, তাই বলা নেই কওয়া নেই মাত্র তিন দিনের জ্বরে ভুগলেন-- ব্রেন হেমারেজ হলো দুম করে মৌসাজীকে (অনুর

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সাহা পরিবারের পক্ষ থেকে --

তোমরা সবাই পুজো ভালো কাটাও। আনন্দ করো। শান্তিতে থাকো। মা দুর্গা সকলকে ভালো রেখো। উৎসবের দিনগুলোতে দরিদ্র অসহায় মানুষগুলোও যাতে হাসিতে থাকে সেদিকে সবাই নজর রেখো।

With Best Compliments From
Prop.Toton Saha

- তোমাদের সকলের টোটোন সাহা, শুভ্রা সাহা এবং রাজশ্রী সাহা (সোনাযা)

M/S. GANESH BHANDAR

Madhya Chayan Para
Ward No. 37
Ramani Saha More
P.S Bhaktinagar
Distt. Jalpaiguri
Mobile --7478528028

স্বামীকে আমরা মৌসাজী বলতাম) ডেকে নিলেন। অনু বাপের বাড়ি ফিরে আসলো।আমাদের সংসারের চেহারাটা একটু পাল্টে গেল। আগে দুটো বাড়িতে দুটো সংসার ছিল। এখন দুটো বাড়ি খুব কাছাকাছি থাকার ফলে বাড়ি দুটিই থাকলো কিন্তু সংসার একটি হলো। বিশেষ করে সোনা দাদুর দেখাশুনাটা সম্পূর্ন মা গ্রহন করলেন। সবিতাকে (আমার মা) দাদু বেশ সমীহ করতেন--মায়ের ব্যক্তিত্বে অনেকগুন ছিল। মানুষকে খুব সহজে কাছে টেনে নিতে পারতেন। যেমন সহৃদয়--উদার আবার প্রয়োজনেই এতটাই কঠোর হতেন যে কাছে ঘেঁষা সম্ভব হতো না। যেমন রুপসী ছিলেন তেমন মধুর কণ্ঠে গান করতেন। ওনার গান ওনার ঠাকুর ঘরে । বাইরে কোনোদিন শুনা যায়নি।

প্রতিদিন বিকেলে দাদুর বৈঠকখানাতে উনার বন্ধুরা আসতেন। বেশ ভালো আড্ডা হতো। একদিন দাদুর এক বন্ধু বলছিলেন, দেখ ভাই আমি স্বর্গে গিয়েও বাঙ্গালী হয়ে থাকতে চাই আর অবশ্যই আড্ডা মারতে চাই। আড্ডা না থাকলে বাঙ্গালী বাঁচবে কি করে। সবাই হেসে সমর্থন করলো। সেরকমই একদিন শুনতে পেলাম, দাদু বলছেন, বুঝলে ভাগলপুর শহরে বাঙ্গালী কালচার একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। বাঙ্গালীটোলাই হলো ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের আদি বসতি পরে মোশাকচক গড়ে ওঠে। আমার মেয়ের বাঙ্গালীটোলার বাড়িটি বিক্রি করবো, ইচ্ছে ছিল কোন বাঙালি কিনুক-- দামও কম করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু দেখ কোন বাঙ্গালী গ্রাহক নেই। তখন আসকে উপস্থিত একজন বলে উঠলেন, কেন মোশাকচকের ভৌমিকদের বাড়িতো শেষ পর্যন্ত একজন বিহারী ভূমিহারাই কিনলো। ভৌমিকরা সপরিবারে নৈহাটিতে শিফট করলো। আমি কিন্তু মনে মনে খুব খুশি হলাম।কারন ইতিমধ্যে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে গেছে যার জন্য আমারও প্রায়ই মনে হতো এই শহর ছেড়ে চলে যেতে। বুকের মধ্যে সব সময়ই একটা যন্ত্রণার ক্ষরন চলতো।

হ্যাঁরে অভি তুই একসময় বলেছিলিস, মঙ্গলামাসীর মাঠ তোর জীবনের খুব গুরুত্বপর্ণ অংশ-শুধু তাই নয় তুই বলেছিলিস তোর জীবনের অন্যতম সংবেদনশীল অংশ যার ব্যথার ক্ষরন তোর মধ্যে আজও বর্তমান, বন্ধু এর থেকে বেরিয়ে আয়। (ক্রমশ)

কি করলে সার্থক হবে মা দুর্গার পুজো

স্বামী রাঘবানন্দ
(সহ সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শুভ জন্মাষ্টমী তিথিতে ভগবান এই জগৎ এ আবির্ভূত হন। আসুরিক বৃত্তি রোধ করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ন হয়েছিলেন। আর কংস বা অসুর বধ করতে ভগবান কিন্তু একা অবতীর্ন হননি। ভগবান যখন অবতীর্ন হন তখন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়েই এসেছিলেন। অর্থাৎ একার দ্বারা সব কাজ সম্ভব নয়। জগৎকে ব্যালেন্স করবার জন্য কংস বধের আয়োজন ভগবান নিজেই করে নিয়েছিলেন। যোগমায়া নিজেই অবতীর্ন হন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যোগমায়া অবতীর্ন হন। গোকুলেই যোগমায়া চলে এসেছিলেন। তারপর দুজনের মধ্যে চেঞ্জিং হয়। যোগমায়াকে গোকুল থেকে বসুদেব নিয়ে এলেন এবং নন্দ মহারাজের বাড়িতে রেখে এলেন শ্রীকৃষ্ণকে। মহামায়া শক্তি কিন্তু যোগমায়ার। জন্মাষ্টমী তিথি থেকে যোগমায়া এই জগৎ এ রয়ে গেলেন। কংস যখন বুঝে গেলেন তাকে বধ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন তখন যোগমায়া কংসকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। যোগমায়া কংসকে বার্তা দিচ্ছেন, তুমি তোমার আসুরিক প্রবৃত্তিগুলো নাশ করো। নিজের ভুল তুমি বুঝতে শেখো। তুমি ঈশ্বরের প্রতি সমর্পন করো। এটাই প্রত্যেক মানুষের হওয়া উচিত। ঈশ্বর কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমাদের সতর্ক করে দেন। মহামায়ার গর্ভেই কিন্তু আমাদের এই জগৎ সৃষ্টি। তিনি বারবার আমাদের অবতীর্ন করেছেন। সাধারণ মানুষ এবং জীবজন্তু কিন্তু সাধারণ মায়া আশ্রিত করে আসেন। কিন্তু অবতার মহাপুরুষেরা কিন্তু যোগমায়াকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। মায়া এবং যোগমায়া দুজনই ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম হওয়ার পর থেকেই আমাদের সব অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায় । জন্মাষ্টমীর পর আমরা গণেশ চতুর্থী দেখি। মা বিভিন্ন রুপে বারবার জগতে আসছেন আসুরিক শক্তি বিনাশের জন্য। তারপর বিশ্ব কর্মা পুজো হয়। তারপর মহালয়া। মা যে শক্তি, মা যে চন্ডিকারুপিনী , মা মহামায়া-- যোগমায়া। তিনি জগৎ এ অবতীর্ন হয়েছেন একের পর এক। দুর্গাপুজোয় মহিষাসুর বধ করবার জন্য তিনি রক্তবীজকে বধ করেছেন কালী রুপে।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ—

শারদ উৎসবের দিনগুলি চারিদিকে শুভ আনন্দে ভরে উঠুক।
সকলে ভালো থাকুন

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয়দাস
মন্দির অধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির।
সেল ঃ ৯৭৩৩৫৮৩৫৯৩

মা দুর্গারুপিনী। দুর্গতি নাশিনী মা। মা সংসারে অসুর শক্তি বধ করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্য। মানুষের অহং বৃত্তিগুলোর নাশ চান মা। আমরা দেবীকে পুজো করি। তাঁর প্রতি আমরা নিজেদের সমর্পন করি। কিন্তা আমাদের বৃত্তিগুলোকেতো সমর্পন করি না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অহং নামক বৃত্তিগুলোতো আমরা সমর্পন করি না মায়ের কাছে। এই বৃত্তিগুলো আমাদের আসুরিক বৃত্তির দিকে নিয়ে যায়। তাই সেই বৃত্তিগুলোকে আমাদের নাশ করতে হবে। মা দুর্গা মহিষাসুর বধের মাধ্যমে এটাই বার্তা দেন যে আমাদের মধ্যেকার আসুরিক বৃত্তিগুলোকে দূর করতে হবে। মানুষের তাই পরিবর্তন চাই। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, তোমাদের চৈতন্য হোক। চৈতন্য হোক মানে তোমাদের জ্ঞান হোক। তোমাদের মধ্যেকার চৈতন্য সত্তাকে জাগাতে হবে। তিনি বলতেন, মানুষ বিচার হারিয়ে ফেলেছে। বিচার দ্বারা চলতে হবে। আমরা বিচারবিহীনভাবে চলি। কোনটা করনীয়, কোনটা করনীয় নয়, সেটাই আমরা ভুলে যাই। আর এটা বুঝতে পারাই সঠিক বিচার, সঠিক সত্তা। শ্রীরামকৃষ্ণ কুমারি পুজোর কথা বলতেন। কারণ কুমারির মধ্যে দেবী স্বয়ং আরাধিতা। কাজেই আমাদের ভাবনা নিয়ে আসতে হবে সকলকে যে কুমারী থেকে সব নারী শক্তির মধ্যে মা দুর্গার প্রতিফলন রয়েছে। তাই আমাদের চৈতন্য সত্তার জাগরন ঘটাতে হবে। যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরুপেন সংস্থিতা। তাই নারী শক্তিকে আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতে হবে। এই নারী কখনও আমার মা, কখনো আমার স্ত্রী, কখনো আমার কন্যা। মহামায়া। তিনি বিভিন্ন রুপে রয়েছেন। তাই আমাদের মধ্যে মনে মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের নেতিবাচক মন হয়ে যাচ্ছে। নেতিবাচক থেকে আমাদের ইতিবাচক ভাবনায় আসতে হবে। ইতিবাচক ভাবনা বৃদ্ধি পেলে আমাদের মনের শক্তি অন্যরকম হবে। আমাদের বিচার বুদ্ধি ভালো হবে। খবরের ঘন্টা সংবাদমাধ্যমটি কিন্তু ইতিবাচক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। তারা সব ইতিবাচক খবর প্রকাশ করছে। বিষয়টি আমাদের ভাবতে হবে। যত আমরা ইতিবাচক ভাবনা ভাবতে থাকবো ততই আমাদের নেতিবাচক ভাবগুলো হ্রাস পাবে। তাতে সমাজেরই মঙ্গল।

আমি কিছু নই। তিনিই সব। অর্থাৎ ঈশ্বরকে সমর্পন করে কাজ করতে হবে আমাদের। অসুর কিন্তু বাইরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাবনের মতো দশ মাথাওয়ালা অসুর সংসারে পাবেন না। অসুর মানে আমাদের নেতিবাচক ভাব দূর করে দৈবী ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের সংসারে ভেজাল বাড়ছে। খাদ্যে ভেজাল। আবার চিন্তাভাবনাতেও ভেজাল দেখা দিচ্ছে। মানুষগুলো জাগতিক শক্তির পিছনে বেশি ছুটছে। জাগতিক দিক রেখেই আমরা যদি মানুষ বা জীবকে দেবতা রুপ ধরে কাজ করবো তখন আমাদের মনের সুন্দর বিকাশ হবে।

যারা দুঃস্থ, যারা পড়তে চায় অথচ পড়তে পারে না। যারা খেতে পায় না। কিছু মানুষের অন্ন বা বাসস্থান নেই। তাদের পাশে যদি আমরা দাঁড়াই তবেই পুজো সার্থক হবে। পরার্থে আমাদের ভাবতে হবে। আমরা নিজেদের অর্থ সম্পদের কিভাবে বৃদ্ধি হবে সে চিন্তাই করে চলেছি। আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত আছি। পরার্থে যখন আমরা চিন্তা করবো, পরার্থে যখন ব্যয় করবো তখন আমাদের পুজো সার্থক হবে। জীবন্ত নারী বা জীবন্ত দুর্গাগুলো কষ্টে থাকলে স্বয়ং দেবী দুর্গা অখুশি হবেন। গরিব মানুষরা হাসিতে থাকলে মা দুর্গা খুশি হবেন। আর অসহায় দরিদ্র মানুষকে যত বেশি করে আমরা সেবা করবো ততই আমাদের পুজো সার্থক হবে। আমাদের ভিতরে মনুষ্যত্বের বিকাশ যত ঘটবে, যতই আমাদের মধ্যে দৈবী ভাব বিকশিত হবে ততই দুর্গা পুজো সার্থক হবে। সবাই ইতিবাচক ভাবনার সঙ্গে থাকুন।

SILIGURI END SMILE SOCIAL WELFARE SOCIETY

Reg. No. S0007690 of 2019-2020

'মানুষের সাথে মানুষের পাশে'

আমরা আছি, আমরা থাকবো

ভারতীয় সেনা বাহিনীর জওয়ান দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ি এণ্ড স্মাইল পরিবার। এই পরিবারে তিনটি স্কুল চলছে যেখানে ১২০ জন দরিদ্র অসহায় পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট শিশুকে শিক্ষার আলোতে আলোকিত করতে এগিয়ে এসেছে এই পরিবার। এছাড়া এণ্ড স্মাইল পরিবার সমাজের অসহায় মানুষের সেবাতে তৎপর।

আপনারাও চাইলে এই ছোট ছোট শিশুদের পাশে দাঁড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন। আপনাদের দেওয়া সাহায্য পুরোপুরি ইনকাম ট্যাক্স ছাড় পাবে।

যোগাযোগ করুন এই নম্বরে - ৭৯০৮৮৪৬৫৮১/7908846581

Siliguri End Smile Social Welfare Society

SBI A/C : 39797661125

IFSC CODE, SBIN0014549

Google pay, phonepe no 7908846581

আগমনীর আরাধনা- একটি মানবিক আবেদন

জনৈক শুভানুধ্যায়ী (খবরের ঘন্টা)

বিল্বমূলে জাগছেন কৈলাশবাসিনী। আলোর আলো। শুভ-অশুভ তারই রুপ, তবু তাঁর দশ প্রহরন ধবংস করুক অশুভ চেতনাকে, তাঁর জ্ঞানজ্যোতি ছিন্ন ভিন্ন করে দিক সব ভ্রান্তি, মোহ, অন্যায়, অপ্রেম। নিখিল মাধুর্যের আশ্রয় বিশ্ব জননীকে আহ্বান করে যেন নির্মূল করে দিতে পারি কঠোরতা নিষ্ঠুরতা। নিরাময় হোক সকলের দেহের মনের যত ক্ষত। সবাইকে আহ্বান করি আগমনীর আরাধনায় বৃহতের পূজার পূজারী হতে শ্রীযুক্ত জিতেনসূত্রধরের দুই সন্তান দীপঙ্কর সূত্রধর এবং তাপসী সূত্রধর। কিছুদিন আগে এই পরিবারটিকে আমরা পাই চয়নপাড়া সূত্রধর কলোনিতে। দুই ভাই বোন দুরারোগ্য স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত হয়ে চলৎ শক্তি রহিত এবং তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাও বর্তমানে খুবই অসুস্থ। ছোট্ট টিনের দুকামরার বিদ্যুৎবিহীন ঘরে পরিবারটি কর্মহীন অবস্থায় অনাহার ক্লিষ্ট জীবন কাটাচ্ছিলেন। বর্তমানে কিছুদিন হল একজন সহৃদয় মানুষের সাহায্যে ওদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়েছে এবং আমাদেরই আরেক দাদা তিনি হ্যান্ড পাম্প লাগিয়ে ওদের প্রাত্যহিক জলের সমস্যার সমাধান অনেকটা করেছেন, এনারা ছাড়াও আরো অনেক সুন্দর মনের মানুষ এই অসহায় পরিবারটির জন্য এগিয়ে এসেছেন। জিতেনবাবুর কন্যা তাপসী এই বিপরীত পরিস্থিতিতেও এম এ পাস করেছেন এবং কম্পিউটারের বেসিক শিক্ষা নিয়েছেন। দুই ভাই বোনের লড়াকু মানসিকতা আমাদের ভালো লাগে। সহৃদয় কিছু ভক্তবৃন্দের সাহায্যে দুই ভাইবোনের চিকিৎসা ডাক্তার মলয় চক্রবর্তীর অধীনে করা হয়েছে। ডাক্তার মলয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই স্নায়ুর রোগের বর্তমানে একমাত্র উপায় কিছু ওষুধ ফিজিওথেরাপি এবং পুষ্টিকর খাদ্য।ফিজিওথেরাপি বা যোগ ব্যায়ামের জন্য আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি শিবানন্দ বেদান্ত যোগা আশ্রমের (মাটিগাড়া হিমুলের নিকট)যোগ শিক্ষিকার সঙ্গে। তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে দুই ভাই বোনের যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে চিকিৎসা শুরু করেছেন। যোগ শিক্ষিকা জানিয়েছেন, এনারা ভালো হয়ে যাবেন। দুই ভাই বোনের ফিজিওথেরাপির মাধ্যমেও চিকিৎসা কয়েকজন সহৃদয় মানুষের সহায়তায় করা হয়েছে। বর্তমানে

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা--

চারদিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। বৈদ্যুতিক বা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ আমরা করে থাকি সুষ্ঠুভাবে, যত্ন সহকারে

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Cell : +919733428885
+919832457627

ELECTRO GROUP

Electrical Contractor & Order Supplier

BINOY CHOWDHURY SARANI
JYOTI NAGAR, 2ND MILE, SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001
Email : electrogroupindia@gmail.com

ElectroGlauben Engineering Pvt. Ltd.

Chhota Fapri, Dabgram 2 G.P, Jangal Mahal, Post. Bhaktinagar
Distt. Jalpaiguri ,Pin--734001, Near Sri Radhakrisna Mandir
Mobile : 9733428885/9832457627

অসহায় দুই ভাইবোনকে তাদের বয়স্ক অসুস্থ পিতামাতা (জিতেনবাবু এবং তার স্ত্রী) দেখাশোনা করে থাকেন। কিন্তু জিতেনবাবু এবং তার স্ত্রীরই চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ মাসে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। তাপসী যেহেতু সেলাই এবং এমব্রয়ডারি সংক্রান্ত কাজ বিছানায় বসে করতে পারে তাই সে চায় কিছু সেলাই করে রোজগার করতে এবং জিতেনবাবুও তার ভীষন অসুস্থতা সত্বেও প্রানপন চেষ্টা করে থাকেন কিছু হালকা কাঠের কাজ করতে। তাদের এই জীবন যুদ্ধকে আমাদের শ্রদ্ধা সহ প্রনাম। কিন্তু পরিবারটির আর্থিক প্রয়োজন অনেকটাই। সেহেতু এই পরিবারটির জন্য আমরা সবার কাছে আবেদন রাখছি এই ভীষন বিপদের দিনে ওদের পাশে থাকবার জন্য। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে এই পরিবারটিকে সহায়তা দিয়ে জীবনের মূল স্রোতে ফেরানো যাতে তারা নিজেরা সুস্থ হয়ে স্বাবলম্বী জীবন কাটাতে পারেন।

এবছর রাখি পূর্ণিমার দিনে অনেক মানুষ তাদের বাড়িতে এসেছিলেন এবং তাদেরকে খুব আনন্দ দিয়ে গেছেন বারবার তাদের কথা বলতে বলতে দীপঙ্করদের উজ্জ্বল মুখগুলো আনন্দে ভরে যাচ্ছিল। আরো জানা গেল যে তাদের বাড়ির সামনেই প্রতিবছর দুর্গা পূজা হয়, ওদের খুব ইচ্ছে দুর্গা মাকে অঞ্জলি দেওয়ার কিন্তু ওরা যে চলৎশক্তি রহিত কিভাবেই বা পূজা মন্ডপে গিয়ে পুজো অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবে। দীপঙ্কর বলে--' জানো দাদা, একটি সংস্থা থেকে আমাদের দুধ আর ডিম প্রতি মাসে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিছুদিন তারা দুধ, ডিম, পৌঁছে দিয়ে বর্তমানে এই কার্য বন্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের এখন কাজ করবার বয়স কিন্তু এই বয়সেই অথর্ব হয়ে পড়লাম। আমরা কাজ করে খেতে চাই দাদা।

মায়ের কাছে আমাদের এটাই প্রার্থনা-- আমরা কষ্ট সহ্য করবার শক্তি যেন পাই এবং যেন কাজ করে খেতে পারি। দীপঙ্করের কথাগুলো আপাতত শেষ হলো, ওদের ঘরটা নিস্তব্ধ হলো-- এই নিস্তব্ধ ঘর কত অব্যক্ত ব্যথার কথাই না প্রকাশ করে চলেছে-- ওর কথা শুনতে শুনতে চিন্তা হচ্ছিল, আমরা কি সবাই মিলে পারি না ওদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে? পারি না যাতে ওরা সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচে--মুখ তুলে চেয়ে দেখি সূত্রধর পরিবারের সবার চোখে জল ।

এখানে জিতেনবাবুর মোবাইল ফোন নম্বর ৯৪৩৪৮২৬৩০৭ এবং ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ডিটেইলস দেওয়া হলো -Jiten Sutradhar,Central Bank of India, A/C no ৩৮৩২৩২৮৮১৯,IFSC CODE : CBIN০২৮৪২২৩ । সকল সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে অনুরোধ করা হলো এই পরিবারটির পাশে এসে দাঁড়িয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবার এই পুণ্য যজ্ঞে ব্রতী হওয়ার জন্য।

একবছর পর জগজ্জননী মা পুজো নিতে আসছেন। তুমি এসো-- কেমন করে বলব? তিনি তো আছেন আমাদেরই মধ্যে চেতনা হয়ে, ক্ষুধা-নিদ্রা হয়ে, ভ্রান্তি হয়ে। বরং বলি-- তুমি জাগো। আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিকে তোমার অপ্রতিহত তেজে তুচ্ছ করে জেগে ওঠো মা! 'যাহা-কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া/ ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া' তুমি জাগো।

মায়ের বন্দনা করা মানে মাতৃ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো

স্বামী অখিলাত্মাপ্রিয় দাস
(সভাপতি, শিলিগুড়ি ইসকন মন্দির , শিলিগুড়ি)

গোটা বাংলাতে মায়ের আরাধনা আড়ম্বর সহকারে হয়। শুধু কলকাতা নয়, শিলিগুড়ি সহ গোটা বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে নিষ্ঠার সহকারে দুর্গাপুজো হয়। মায়েরা নিষ্ঠা সহকারে মা দুর্গার সামনে অঞ্জলি দেন। আবার কিছু মানুষ পুজোর নামে চাঁদা তোলেন। কোথাও কোথাও জুলুমবাজি হয় চাঁদার নামে। শাস্ত্রে বলা আছে, ভগবানের সন্ধিনী শক্তি হলেন মায়েরা। তাঁর প্রকাশ হচ্ছেন মায়েরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ধরে ছিলেন মা যশোদা বা দেবকী। তাঁরা ভগবানের সন্ধিনী শক্তি , তারা ভগবানকে ধারন করতে পারেন। আবার এই দুর্গা মা তিনি মহামায়া, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বোন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবকীর গর্ভে। সপ্তম গর্ভে। অষ্টম গর্ভের সন্তান মেয়ে কিভাবে হলো, সেখানেও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার ম্যাজিক। তখন সেখানে দেবী দুর্গা মহামায়া শক্তি। বলা হয়েছে, দেবী দুর্গা সংসারে পূজিতা হবেন। তিনি পূজিতা হচ্ছেনও। তার যে নিয়ম নিষ্ঠা বা বন্দনা করবার মর্যাদা বর্তমান কলি যুগের প্রভাবে অবলুপ্ত প্রায়। মায়ের বন্দনা করা মানে মাতৃ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো। বর্তমান সমাজে বিভিন্ন রকম অনাচার, অত্যাচার হচ্ছে নারী শক্তির প্রতি।একদিকে মায়ের বন্দনা করছি আবার আরেকদিকে মাতৃ শক্তিকে অবহেলা করছি, তাহলে এর অর্থ কি? তাই মাতৃ শক্তির প্রতি যাতে আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে সেটা দেখতে হবে। মা চান সব শুভ শক্তির প্রকাশ হোক, অশুভ শক্তির বিনাশ হোক। সেই পুরানের যুগেতো একটা অসুর ছিলো। কিন্তু এখন কলির ভয়ানক প্রভাবের ফলে অনেক অসুর বেড়েছে। কমবেশি আসুরিক ভাবনা আমাদের সবার মধ্যে কমবেশি রয়েছে। সেই আসুরিক ভাবনা যাতে আমাদের মধ্যে থেকে দূরীভূত হয় তারজন্য আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করবো। আসুরিক ভাবনা দূর হলে আমাদের শুভ বুদ্ধির চেতনা জাগ্রত হতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটা অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। শাস্ত্রে বলা আছে,কলি যুগে আমাদের আয়ু কম হবে। মন্দ ভাগ্য হবে। কলি যুগের মানুষ রোগব্যাধিতে জর্জরিত থাকবে এবং তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় ঝগড়া করবে। এই অবক্ষয় যতটা

সম্ভব রোধ করার জন্য আমাদের কাজ করা উচিত। চেষ্টা করে যেতে হবে চেতনা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু যখন এসব আরও নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় তখন ভগবান স্বয়ং বা দেবী পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। পাপ অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে জগৎ এর ভারসাম্য রক্ষার জন্য ভগবান এক সময় অবতার হিসাবে পৃথিবীতে আসেন। ভগবান আসেন আসুরিক মনোভাব দূর করার জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এসেছিলেন কলি যুগের আসুরিক ভাব দূর করার জন্য। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। হরিনাম তিনি দান করেছেন, তার রস বা প্রেম আস্বাদন করেছেন। তিনি বলেছেন, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কেউ উচ্চারন করতে থাকলে তাঁর আসুরিক ভাব দূরীভূত হবে। শাস্ত্রে বলা আছে, সত্য যুগে ছিলো ধ্যান। দ্বাপর যুগে ছিল পরিচর্যা। ত্রেতা যুগে ছিলো যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। বর্তমানে শারদীয়া দুর্গা পুজো হচ্ছে। কিন্তু তার আগে এই দুর্গাপুজো কিন্তু করেছিলেন রাজা সুরথ। তিনি দুর্গাপুজো করেছিলেন বসন্ত কালে, তাকে বলা হয় বাসন্তী পুজো। সেই সময় ষোড়শ উপচারে পুজো হোত নিষ্ঠা সহকারে। কিন্তু বলা হয়েছে, কলি যুগে ধ্যান যজ্ঞ করে পূজা অর্চনা বা সব নিয়ম মেনে পুজো করা মুশকিল। কলি যুগে হরিনামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কলি যুগে হরিনামও শুদ্ধ ভাবে হচ্ছে না। ভেজাল ভাব নিয়ে হরিনাম করছেন অনেকে। শুদ্ধ ভাবে অনেকে হরিনাম করছে না। হরিনাম করে সে বিড়ি বা পান খাচ্ছে। হরিনাম হচ্ছে তার সঙ্গে মৎস্য মুখী হচ্ছে। হরিনামতো শুদ্ধ, গোলোক থেকে তা এসেছে। একবার অন্ধ্রপ্রদেশে খুব খরা দেখা দিয়েছেন। তখন মানুষজন প্রভুপাদের কাছে আসেন। প্রভুপাদ তখন সকলকে হরিনাম করার পরামর্শ দেন। হরিনামের পর দেখা গেলো, সেখানে বৃষ্টি চলে এলো।

কলি যুগের শেষে আসবে কল্কি অবতার। কলি যুগের শেষ প্রান্তে কল্কি ঘোড়ায় চড়ে এসে সব দুর্নীতি বিনাশ করবেন। তখন আবার নতুন সত্য যুগের সূচনা হবে। তাই কলি যুগের আরও অবনতি হবে। এখন যা আপনারা দেখছেন তার থেকেও মানুষের মন আরও নিম্নগামী হবে। এর জন্য সৎ ব্রাহ্মনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন সৎ ব্রাহ্মনও নেই। পেটের দায়ে ব্রাহ্মনরা পূজাপাঠের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাজ করে চলেছেন। আমাদের ইসকন প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করবার জন্য ইসকন প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। বিশ্ব ব্যাপী সৎ সঙ্গ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসকন হরি নাম প্রচার করে চলেছে। তাই সবশেষে বলবো, চারদিকে সৎ সঙ্গ বা হরিনামের পরিবেশ তৈরি হোক। আর মাতৃ শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হোক। মা দুর্গার পুজো করলাম, আর মাতৃ শক্তির অবহেলা হলো, তবে কিন্তু পুজোর সার্থকতা থাকবে না।

শিলিগুড়ি ইসকনে দেবী দুর্গা পূজিতা হন বিমলাদেবী রুপে। জগন্নাথ মন্দিরে বিমলাদেবীর বিগ্রহ রয়েছে।সেখানে নিষ্ঠা সহকারে নবরাত্রি পালিত হয়।

বাঙালির পুজো

ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
(বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক , শিলিগুড়ি)

আসিয়াছে কার্তিক মাস,
চারিদিকে শরতের স্নিগ্ধ বাতাস।
কুমারটুলিতে লেগেছে সাড়া,
মায়ের প্রতিমা গড়িবে তারা।
চারিদিকে কাশ ফুল খেলি,
শাড়ির দোকানি আশায় পসরা
মেলি।
গিয়াছে করোনার শঙ্কা,
জাগিয়াছে মনে শারদীয়ার
আকাঙ্খা।
সাজিবে নতুন সজ্জায় মা-ভাই-বোন
যাইবে একই সাথে প্রতিমা দর্শন।
সকালে করিবে সবাই মায়ের
পূজা
বিকালে চলিবে ভুঁড়ি ভোজের মজা।
সপ্তমি, অষ্টমি, নবমিতে মনোরঞ্জন,
দশমীর সন্ধ্যায় বিষাদে বিসর্জন।
দশমীর দুপুরে মা কাকিরা মাতিবে
সিঁদুর খেলায়,
বিসর্জনের পরে বাবা কাকারা
মজিবে কোলাকুলির আড্ডায়।
পুজোর শেষে ছোটরা করিবে
প্রণাম,
আশা করিবে তারা ক্ষীরকদম ও
চমচম।
অবশেষে ঢাকের বাদ্যি হল শেষ ,
কিন্তু রহিল তার রেশ,
মনের কোনে রহিল মোদের
মা দুর্গার দেশ।

মহাকালের আঙিনায়

অশোক রায়
(পন্ডিচেরী)

আজি এ আঁধার রাতের নক্ষত্রের চন্দ্রিমায়
নিস্ফল
হবে খোঁজা রাতের আঁধারকে, এই
ধরাতে কালোর
মাঝে আলোর ধারা বহিছে সারা ভুবন জুড়ে।
কালীতে নেইকো আজ কালী-মাটিতে শিবাসনে
আসন পেতে উর্ধাসনে আসীন হয়ে রয়েছেন স্বর্ণময়ী
“মহাকালী”।।

শেষের ছবি

অশোক রায়
(পন্ডিচেরী)

শৈশবের ছবি ছিল জল রঙে আঁকা। কৈশোরের ছবিটি হলো প্যাস্টেল রঙে রাঙা। যৌবনের ছবি ছিল দামী তেল রঙের বৈচিত্রে ভরা। তবুও “কালের” স্পর্শে সে ছবির রং হয়েছে ম্লান। তাঁরই স্মৃতির রঙ বহন করে জীবন চলেছে এগিয়ে শেষের ছবির রঙকে রাখতে করে অম্লান। শেষের ছবির ম্লান রঙে মিশে আছে প্রথম ছবির ছায়া, দুই এ মিলেমিশে এক হয়ে সূচনা করে পরজন্মের কায়া।।

আগমনীর সুর

তন্ময় ঘোষ
(শিবরাম পল্লী, শিলিগুড়ি)

পুজো মানে , আনন্দেতে নেচে ওঠে মন,
পুজো মানে, ফুলের সুবাস দেবীর আবাহন।।
পুজো মানে, ঘাসের আগায় শিশির ভেজা জল,
পুজো মানে, নাচের তালে উঠলো ঢাকের বোল।।
পুজো মানে, সুনীল আকাশ সাদা মেঘের ভেলা,
পুজো মানে, বাগান ভরা শিউলি ফুলের মেলা।।
পুজো মানে, সকাল বেলা আগমনীর সুর,
পুজো মানে, শরৎকাল, আর সোনালি রোদ্দুর।।
পুজো মানে, চারিদিকেতে দেখবো কাশের দোল,
পুজো মানে, মন্ডপেতে খুশির হিল্লোল।।
পুজো মানে, রঙিন পোশাক লাল, হলুদ আর কালো,
পুজো মানে, বসুন্ধরার চাদর আলোয় আলো।।
পুজো মানে, লুচি পায়েস, আখের গুড়ের নারু,
পুজো মানে, ঠাকুর দেখা সপ্তমিতেই শুরু।।
পুজো মানে, অষ্টমিতে পদ্মফুলে অঞ্জলি,
পুজো মানে, সাজ-সাজ রব সাজ ঘরে রঙ-তুলি।।
নবমীতে সন্ধি পুজো, হাজার পিদিম জ্বলে,
মা-মাসিরা মিষ্টি সাজায় নানারকম থালে।।
দশমিতে সিঁদুর খেলে, মা গেলেন শিবের ঘর,
পুজো এলো বলবো মোরা, আবার বছর পর ।।

বক্র হাসি

অর্চনা মিত্র
(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

হাসতে হাসতে লুটোপুটি আমি আর কৃষ্ণকলি
দূর থেকে সবাই দেখছে আমাদের আমি তো
সেই জোরসে হাসি কৃষ্ণকলি মুচকি হাসে
বারবার ইয়া বড় এক ঘুড়িওয়ালা দাদা।
পুজোর খাবার খাবে, বউকে নিয়ে আমাদের
পিছনের টেবিলে এমন আওয়াজ তুলে গ্যাস
ছাড়ছে জোরে জোরে গ্যাসের সঙ্গে চেয়ারটাও
টানছে জোরে জোরে
যেন তালে তাল মিলাচ্ছে গিন্নির পাশে চোখ
রাঙাচ্ছে,
গন্ধটা ঠিক পাচ্ছি না তবে আওয়াজটা বড্ড
বাজে, ভদ্রলোক বসেছেন আমার চোখচুখি
হঠাৎ করে আমার দিকে চেয়ে উঠলো জোরে
হেসে আমি তো অবাক তিনি আবার মার্চে জোরে
জোরে হাততালি।
এমন সময় চলে এলো আমাদের খাবার থালি
আমি অট্টহাসি ছেড়ে চাপা হাসি ঠোঁটের কোণে
আনি ভদ্রলোক ইয়া বড় ভুড়ি নিয়ে উঠে আমার
দিকে চেয়ে বলে আপনি একাই হাসবেন? তা
কি করে হয় তাই আমিও দিলাম হাততালি আর
ভয়ংকর হাসি।
আপনাদের এসেছে খাবারের থালি আমাদের
শেষ আমরা চললাম বাড়ি আমি যেন হাসির
যুদ্ধে হেরে গেলাম ভদ্রলোক নমস্কার করে
বললেন পূজা কাটুক ভালো আপনার হাসিটা
খুব ভালো সব টেবিলের লোক আমাদের দিকে
চেয়ে,
এবার কৃষ্ণকলি উঠল জোরছে হেসে আবার
সবাই আমাদের দিকে চেয়ে আমাকে বলল
কেমন তরো খেলে? আমি বললাম খাবার
খেলেই হবে পুজোর মজাও তো নিতে হবে মুখে
শব্দ করে খাও এটাও এক মজা পুজো স্পেশাল
হবে

আগমনী

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা আসছে মা আসছে, আয়রে সব ছুটে
আগমনীর বাদ্য বাজে ঢাকের তালে তালে।
কাঁশর ঘন্টা শঙ্খ বাজে উলুধ্বনি দে,
মা আসছে, মা আসছে, মাকে বরণ করে নে।
মা যে আমার রুপসী কন্যা,
তার রুপের নেইকো তুলনা।
মায়ের সাথে সাজবো মোরা
সাজাবো মোদের ঘর,
মা আসছে,মা আসছে
আগমনীর সুরে গান ধর।

মা'কি তুই মৃত কিম্বা জড়?

নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি, বিজ্ঞানী ও কবি)

ইচ্ছা নদীর তরীতে উঠিয়ে দিয়ে মা
পালালি কোথা?
এই দুনিয়ায় যা দেখি অজানা সব আমার
কাছে মা।
জন্ম দিয়ে পালিয়ে যাবার বিদ্যা যখন
তোর জানা,
সবুজ মনে বেঁচে থাকার বিদ্যা কেন শিখালি না?
তোর সকল সাজে, সকল কাজে বাঁধা কেন পাই?
কেন তোরে বারে বারে আমি চোখেতে হারাই?
যথা তথা এথায় মা দেখি সত্য গড়াগড়ি খায়,
মিথ্যাচার উঠছে ফেঁপে, অযথা বদনাম রটায়।
মাগো তোর কেমন বিচার, নীরব নিথর পুতুল আমি
সহজ ভাবে ভাঙ্গা সহজ, মূল্যহীন বানালে তুমি।
এরপর কি ইচ্ছে করে মা এখানে বেঁচে থাকতে?
নাকি তুই মৃত বা জড়, দিচ্ছো ধোঁকা জীবে জগতে?

শ্রী শ্রী দুর্গা মায়ের পূজা-রুপ

মুকুল দাস
(বয়স-৯৮, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা আসবে আসবে কবে
সবার মন আনন্দেতে যায় ভরে।
পঞ্চমীতে সায়ংকালে মায়ের হয় বোধন
ষষ্ঠিতে শ্রী শ্রী দুর্গা মাকে করি শুভ আমন্ত্রণ।
সপ্তমীতে মায়ের পূজায় হয় নবপত্রিকা, স্থাপন,
অষ্টমীতে সর্বলোকে ব্রত উপবাসে মাকে করে স্মরণ।
নবমী হলে মাকে দেখি যাব যাব রুপে যাবে স্বামীর ঘরে
চারিদিকে তাই রব, সবাই মায়ের যাবার আয়োজন করে।
কি ভাবে যাবে সে, কোন রথ আসবে ধরায়, তেমন নেই কিছু
কোন দেশের বিজ্ঞানীদের এ নিয়ে ভাবনা নেই, ছুটছে রকেটের পিছু।
করার কিছু নেই, স্বল্প বুদ্ধির মানুষ আমরা দশমীতে মাকে দেই জলে বিসর্জন,
ঘরে ঘরে মা-বৌ-এর সময় নেই এখন, সকলেই সিঁদুর ছোঁয়ায়, ধরে মায়ের চরণ।
এই দিনে মার কাছে চায় আশীর্বাদ,
সংসারে পূর্ণ হয় যেন সবার মনের সাধ।
এরপরে ধনী গরিব সকলেই মিলন মেলার সাথে
জাত-পাত ভুলে গিয়ে মিষ্টি মুখে হাসি ঠাট্টায় মাতে।
হিংসা দ্বেষ অহংকার থাকে না যেন বিশ্বে কাহারো অন্তরে
এই দৃশ্য চলে ক'দিন, আর থাকে না মানুষের মনের ভান্ডারে।
মায়ের শুভ আশীর্বাদে ভালো থেকো চাঁদ সূর্য গ্রহ তারাগণ
ভালো থেকো প্রাণী সকল, পাহাড় পর্বত সাগর আর বন।
ভালো থেকো দেব-দেবী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহশ্বের ইন্দ্র নারায়ন,
ভালো থেকো বৃক্ষ-লতা, ফুল-ফল, আকাশ মাটি ও পবন।
ভালো থেকো ধরণীর পশপাখি, নদ-নদী ঝর্ণা বরফ ও জল,
ভালো রেখো মানুষদের, মন দিও না বিষসম দিও ভালো ফল।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
মোবাইল ঃ ৯৪৩৪৩৭৭৬৯৮
গোপাল প্রামানিক
কার্যকরী কমিটির সদস্য

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

With Best Compliments From :
Ph. 9832028164
IMGK
JAGADISH SARKAR
জগদীশ সরকার (ক্যাবলা)
যুগ্ম সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি
শিলিগুড়ি

With Best Compliments From :

CELL 89183 54785
73191 27594

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY
निःस्वार्थ सेवा

BHAKTINAGAR SHRADDHA WELFARE SOCIETY

16 MASJID ROAD, ASHRAFNAGAR,
WARD NO. 40, SILIGURI-734006

চেতনা

পৃথা সেন
(শিক্ষিকা, রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল , শিলিগুড়ি)

ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেল--রাত তখনও
বেশ খানিকটা বাকী--অশান্ত মন নিয়ে
বেরিয়ে পড়লাম নির্জন শান্ত পথে--পথের
দুপাশে নিম বট জারুলের শাখা প্রশাখা
হাওয়ায় দোল খাচ্ছে---আকাশে তখন কৃষ্ণ
পক্ষের শুরুর চাঁদ--চারপাশে কেমন যেন
এক ভৌতিক বাতাবরন-- ভাল লাগছিল
হাঁটতে--হঠাৎই দূরে আগুনের লাল শিখা
চোখে পড়ল--দ্রুত এগিয়ে গেলাম-- দেখি, কে
যেন আগুন জ্বেলেছে বর্ন পরিচয়ের স্তুপে--
দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার ছোটোবেলার
আত্ম পরিচয়পত্র-- দৌড়ে গিয়ে আধপোড়া
কয়েকটি পৃষ্ঠা বুকে চেপে ধরি-- বুকের
মধ্যে এক সুতীব্র যন্ত্রণা-- আমার পরিচয়পত্র
পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে!!---আমার পরবর্তী
প্রজন্ম শিকড়হীন আলগা শৈবালের মত
জীবন সমুদ্রে পাক খেতে খেতে জীবন্ত লাশ
হয়ে যাবে!!-- তারা পাবে না মাতৃভাষার
সুঘ্রাণ!!-- তারা জানবে না মাতৃভাষার
আস্বাদ!!--ভাড়াটে ভাষাকে আশ্রয় করে বেঁচে
থাকা তো দাসত্বের সামিল------
বিষন্ন মনে এগিয়ে চলি--হঠাৎই
অন্ধকার ভেদ করে দূরে দৃষ্টি যায়---খাটো
ধুতি, ফতুয়া, ঘাড়ে চাদর খর্বাকার এক বৃদ্ধ
হেঁটে চলেছেন-- অস্পষ্ট তবু তাঁর ঋজু ভঙ্গি
ও দৃপ্ত পদক্ষেপ ভীষন স্পষ্ট--দূরত্ব কমতেই
আমার সমস্ত শরীরে শিহরন জাগল--আমার
সামনে যিনি পথ চলছেন তিনি আর কেউ
নন--বিদ্যাসাগর--- আমার বুকে আঁকড়ে
ধরা বর্ণ পরিচয়ের মলাটের সেই আধপোড়া
মানুষটা-- আমাদের সবার পূজনীয় ঈশ্বর চন্দ্র
বিদ্যাসাগর------!খুব ইচ্ছে হল পা ছুঁয়ে প্রণাম
করি-- সাহসে কুলালো না---হঠাৎই বজ্রনিনাদ
কণ্ঠ স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-- তোমার

With Best Compliments From :
সুজিত ঘোষ (বাপি)
সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি,
শিলিগুড়ি।
যুগ্ম সম্পাদক
বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি

হায়দরপাড়া বিবিডি সরনি,
ঘুগনি মোড়, হায়দরপাড়া
শিলিগুড়ি।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
শিলিগুড়ি

বুকে বর্ণ পরিচয়ের আধপোড়া অবশেষ দেখছি! তুমি কি বাঙালি সন্তান???--কম্পিত স্বরে উত্তর দিলাম--'হ্যাঁ'
তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন,' আমাকে চেনো?' আবারো কাঁপা গলায় উত্তর দিলাম 'হ্যাঁ ' তারপর অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে প্রশ্ন করলাম,'' আপনি কেমন আছেন?" খাদে নেমে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর--হয়তো বা কান্না মেশানো ছিল তাতে---বললেন,''বড় কষ্টে আছি বাছা--- আমার মেয়েরা আজ নির্যাতিতা--মা বোনের রক্তে ভেজা মাটি ভীষণ কাঁদে-- যে শিক্ষার আলো আমি মেয়েদের জীবনে জ্বালতে চেয়েছি সেই আলোর অহঙ্কারী শিখায় তারা দৃষ্টি হারিয়েছে--- শিক্ষার সেই আলো লক্ষ প্রদীপের দীপাবলি হয়ে উঠতে পারেনি আজও। আমার শিশুরা আজ বিদেশী ভাষার মোহে দিকভ্রষ্ট। আমার বর্ণপরিচয় আজ অবহেলিত--ভাল থাকব কি করে বলতে পারো??' আমার মনের প্রতিটি কোষে কোষে সেই প্রশ্ন অবিরত পাক খেতে থাকল--' ভাল থাকব কি করে বলতে পারো?" অনেক কথা বলতে চাইলাম। সব কথা যেন গলার কাছে জমাট বাঁধল। অবশেষে জানতে চাইলাম --''আপনিই কি অভিমানে বর্ণ পরিচয়ের স্তূপে আগুন---" আমার কথা শেষ না হতেই সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করলেন। বললাম,''আজ আমার ঈশ্বর দর্শন হল-- আপনার সাথে আমার এই ক্ষণিকের দেখা হওয়ার স্মৃতি আজীবন মনে থাকবে" মাথী নীচু করে প্রণাম করলাম তাঁকে। --আশির্বাদের ভঙ্গিতে মাথায় হাত রাখলেন। কিছুক্ষন নীরব থাকলেন। তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করলেন,'' একটা উপকার করবে বাছা?" বললাম, '' আদেশ করুন" বললেন, ''আমার বাঙালি সন্তানদের একটা জিনিস হারিয়ে গেছে। তোমায় যদি দিই তুমি পৌঁছে দেবে প্রতি ঘরে?" বললাম,''নিশ্চয়ই দেব"তিনি আমার হাতে কাপড়ের এক ঝোলা ধরিয়ে দিয়ে কোথায় যেন নিমেষেই মিলিয়ে গেলেন। অনেকক্ষন চুপ করে ছিলাম। তারপর ঝোলা খুলতেই দেখি

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানারকম সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

পাঞ্চালি চক্রবর্তী

(সঙ্গীত শিল্পী)

লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

যোগাযোগের নম্বর

৬২৯৪৫৯০৬১১

অনেকগুলো অস্থি। আমি সেগুলো জুড়তেই দেখি তা মেরুদন্ডের আকার নিয়েছে!! সত্যিই তো! বাঙালির আজ মেরুদন্ডটাই যে হারিয়ে গেছে! বিদ্যাসাগর সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালির কি প্রয়োজন--- বিদ্যাসাগর আজও বুঝতে পারেন আমাদের কী প্রয়োজন। আমার চেতনা, আমার বিবেক, আমার সমস্ত স্বত্বা যেন শিহরিত! কানের কাছে হাজার শঙ্খধ্বনি !আমার অন্তর তখন শ্রদ্ধায় অঞ্জলিবদ্ধ করপুট হয়ে আছে--সম্বিত ফিরে পেতেই তাঁর উদ্দেশ্যে গড় হয়ে প্রণাম করি-- দুচোখে তখন অবিশ্রান্ত জলধারা--

হঠাৎই ঘুম ভাঙল-- চোখ মেলতেই ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বল জ্বল করে উঠল

তারিখটা--২৬শে সেপ্টেম্বর--আজ

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন-

দুর্গা মা

অর্চনা মিত্র

(বাঘাযতীন কলোনি, শিলিগুড়ি)

মা দুর্গা আগমনী ধ্বনি মা আসছে বছর পরে
প্যান্ডেলে প্যান্ডেলের খোঁজ কখন কোথায় হবে
ভুরিভোজ।
ধুলো ভরা গন্ধ খাবার খেতে হবে না এই কটা
দিন যে আকাশ তলে ধূসরময় জীবন ভাব সিক্ত
পিছু ডাকে না।
যখন যা পাই পাত করিয়া খাই সীমাহীন আনন্দ
পুজোর কয়টা দিন এক টুকরো কাগজ যদি পাই
হাতে তবে বছরের পোশাকটাও।
হয়ে যাবে উলঙ্গ হতে হবে না সারা বছর ফুটপাত
আমাদের নাটকের মঞ্চ সমাজসেবার লোকের
অভাব নেই সেলফি ফটো ফেসবুক।
খবরের কাগজে শিরোনামের লক্ষ লক্ষ টাকা
কামাবে, পরক্ষনে বলবে এসে ফুটপাত তোর
বাবার কেনা, আমাদের চোখের জলের কোন
দাম নেই।

মা এলো বলে

গণেশ বিশ্বাস
(অটো চালক - শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)

প্রভাতে উঠিয়া নদীতে স্নান সারিয়া
লক্ষ্য করিলাম ভানু ব্যস্ত উদিত গগনে
তখনো শিশির ভেজা ঘাস মাঠ ভরে
অসংখ্য ফুলে ফুল কাশ বনে বনে।।
হালকা বেগুনি রশ্মি ফেলিতেছে ভান
কাশ ফুলের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে
দেখে আমার ও বাজলো মনে
ঢাক ডুমাডুম ঢাক মা-এলো বলে।।
তাই প্রকৃতি দিচ্ছে আবার আভাস
তীরে পূর্ব গগনে করিলাম ভানু প্রণাম
শিউলি ফুলের ঘ্রাণে সন্ধ্যেবেলায়
আনন্দে মেতে সকলে পাড়ায় পাড়ায়

অপেক্ষার পালা গান

অশোক পাল
(ফুল বাগান, মুর্শিদাবাদ)

জীবনের সার্থকতা কি কেবলই অপেক্ষায়
প্রহর গোনা
অপেক্ষায় অপেক্ষায় জীবনের অর্থ বদলে
যায় এ বেলা ও বেলা
যার যতটুকু অর্জন তা অপেক্ষার উপহার
তা পছন্দ হোক বা অপছন্দ
সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা
অপেক্ষা একটা রাত পেরোনো
নতুন দিনের
দুঃখ সরিয়ে সুখের মুখ দেখার অপেক্ষা
প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার অপেক্ষা
বলতে ভুলে গেছি
মায়ের পেট থেকে জন্ম নেবার আকুল
অপেক্ষার অন্ধকার সময় পেরোবার
বে-পরোয়া অপেক্ষা
অপেক্ষায় থেকে থেকে এমনও দিন আসে
যে, জীবন অপেক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে
চায় না
বেঁচে থাকায় তীব্র অনীহা
চায় শুধু ছুটির ঘন্টা বেজে উঠুক
সেওতো এক অপেক্ষার নামান্তর
অপেক্ষাতে শুরু অপেক্ষাতেই শেষ
জীবনের এই পালাগান বার মাস
তেরো পার্বনের অপেক্ষা!
আগমনীর জন্যওতো বছরের অপেক্ষা!

পুজোয় কোন শাড়িটা চাই? স্বর্ণালি বুটিকতো আছেই

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ দেখতে দেখতে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গাপুজো চলে এসেছে। পুজো মানেতো কেনাকাটা, নতুন বস্ত্র, নতুন শাড়ি। কি কিনবেন এবার পুজোয়, এবার কে কোন শাড়ি পড়লো, কোন শাড়িটা কেমন--পুজো ফ্যাশন কি বলছে, তাই নিয়ে গৃহবধূদের ঘরে ঘরে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে যে যেখানেই বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে শাড়ি কিনুন না কেন, বুটিক থেকে শাড়ি কেনার মজাটাই কিন্তু আলাদা। বুটিকে শাড়ি কেনার সময় শাড়ির মধ্যে এমন সব হাতের শিল্প কর্ম ফুটে ওঠে যাতে শাড়ি হয়ে ওঠে আরও নান্দনিক।ছোট ছোট শিল্প কর্ম শাড়ির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হলে সেই শাড়ি হয়ে ওঠে আরো এক্সক্লুসিভ। আর এমনই এক ব্যতিক্রমী বুটিক নিয়ে শিলিগুড়িতে বিভিন্ন মহলে কিন্তু নজর কাড়তে শুরু করেছে শিলিগুড়ি লেকটাউনের শ্রীমা সরনির স্বর্ণালি বুটিক। সেই বুটিকের প্রধান কর্ণধার হলেন লাভলি দেব। সাত বছর ধরে লাভলিদেবী এই স্বর্ণালি বুটিক নিয়ে লড়াই চালিয়ে আজ একটি জায়গায় পৌঁচেছেন। স্বর্ণালি বুটিক লেক টাউনের শ্রীমা সরনিতে খোলার আগে তিনি শক্তিগড়ে নিজের বাড়ি থেকেই বুটিকের কাজ করতেন, কাজ শিখেছেন। ধীরে ধীরে তিনি স্থির করেন বুটিকের কাজ করে নিজে স্বনির্ভর হবেন। আর সেই চিন্তাভাবনা থেকে লড়াইয়ের পর লড়াই চালিয়ে আজ লেকটাউন শ্রীমা সরনির স্বর্ণালি বুটিককে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। শিলিগুড়ি থেকে তাঁর শিল্প কর্মের অসাধারণ সব শাড়ির সম্ভার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভিন রাজ্যেও পৌঁছে দিচ্ছেন লাভলিদেবী। বহু মানুষ বিশেষ করে মহিলারা তাঁর কাছে অনলাইনে শাড়ির অর্ডার পাঠাচ্ছেন। তাছাড়া বহু তাঁতি তাঁর ওপর অনেকটা নির্ভর করে দুটো অর্থ রোজগার করেন। আর উৎসব মরশুম শুরুর ঠিক আগে এই সময় ভিড় বাড়তে শুরু করেছে স্বর্ণালী বুটিকে। একের পর এক অর্ডার সেখানে আসা শুরু হয়েছে।সবমিলিয়ে লাভলিদেবী স্বনির্ভরতার এক অন্যরকম বুটিক শিল্পে রীতিমতো নজর কাড়তে শুরু করেছেন। সারা বছরের মতোই পুজোর মুখেও স্বর্ণালী বুটিককে ঘিরে বাড়তি এক উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে।

বিশ্বে প্রথম ঐশ্বর্যশালী পরিবেশ রচনার জন্য সংগ্রহ করুন গ্রন্থ "মহাসাহিত্য"

অন্তহীন বেদনা-১ম খন্ড ● অন্তহীন বেদনা-২য় খন্ড

Endless Pain - 1st Part.

বিশ্বে প্রথম গ্রন্থ " আত্মা ও মন(গাণিতিক বিশ্লেষণ)" সংগ্রহ করুন।
অঙ্কের সাহায্যে আত্মা ও মনের চরিত্র বিশ্লেষণ।
দেশ ও বিদেশের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত রচনার পূর্ণ রুপ এই গ্রন্থ।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক : নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

ক্যারাটের সঙ্গে যোগা অনুশীলন, মেয়েরা একেকজন ভিন্নধর্মী দুর্গা হয়ে উঠতে পারেন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মা আসছে। দেবী দুর্গা দশ ভুজা। অসুর দলনী মা এর দশ হাতে দশটি অস্ত্র। এইসব অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে মা মহিষাসুর

বধ করেছিলেন। আজকের যুগেও অনেক মহিষাসুর বেড়ে গিয়েছে। বহু মহিলা আজকের দিনে মানুষরুপী অসুরদের অত্যাচারের শিকার। রাস্তাঘাটে অনেক মহিলা কিছু অসুররুপী পুরুষের লালসার শিকার হয়। তাই দেবী দুর্গার মতো দশ হাত না থাকলেও কিছু কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে মহিলারা হয়ে উঠতে পারেন দেবী দুর্গার মতো যোদ্ধা। বাস্তবে মানুষরুপী মহিলাদের দুটি হাত থাকলেও কিছু কাজের অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁরা ভিন্ন রুপী দশ ভুজা হয়ে উঠতে পারেন। প্রথমত মহিলাদের স্বামী সন্তান বা শ্বশুর শাশুড়িকে দেখভাল করে রাখতে হয়, তারপর সংসারের রান্নাবান্না বা গৃহ কর্ম করতে হয়। এই সব কাজ নিয়ম মেনে করতে করতে মহিলাদের হাতের শক্তি যেন বেড়ে যায়। খুলে যায় তৃতীয় চক্ষুও। এর সঙ্গে যদি মহিলারা নিয়ম করে ক্যারাটে এবং যোগা অনুশীলন করতে থাকেন তবে তাঁরা হয়ে ওঠেন অন্যরকম দুর্গা। ক্যারাটে বিদ্যা রপ্ত করে নিলে প্রত্যেক মহিলাই অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। ক্যারাটের সঙ্গে যোগ চর্চার জেরে মহিলারা হয়ে উঠতে পারেন প্রকৃত সৌন্দর্যময়ী। তখন বিউটিপার্লারে গিয়ে কৃত্রিম সৌন্দর্য চর্চা গৌন হয়ে পড়ে।এইসব ভাবনা থেকেই ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট তথা গৃহবধূ রুপা শীল এখন একজন বিখ্যাত ক্যারাটে প্রশিক্ষক।

বিভিন্ন স্থানে রুপাদেবী মেয়েদের ক্যারাটে শিখিয়ে চলেছেন।তাঁর কথায়, আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের ক্যারাটে শিখতেই হবে। শিলিগুড়ি শক্তিগড়ে রুপাদেবীর শ্বশুর বাড়ি। ইতিহাসে অনার্স নিয়ে এম এ পাশ করলেও ক্যারাটে শেখানোটাই এখন তাঁর নেশা। সংসার সামলে ক্যারাটে ক্লাস নিতে তিনি ব্যস্ত থাকেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যতিক্রমী টোটো চালক মুনমুন সরকারও রুপাদেবীর তত্বাবধানে ক্যারাটে শিখছেন। আগামী ডিসেম্বরে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে রুপাদেবীর সঙ্গে মুনমুনদেবীও ভিন রাজ্যে যাচ্ছেন। তারজন্য এখন পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে। বিভিন্ন মহিলা টোটো চালককে আত্মরক্ষার জন্য মুনমুনদেবী ক্যারাটে শেখার পরামর্শ দিচ্ছেন।

With Best Compliments from :
Mob : 74309 30462
নিউ ভুবনেশ্বরী জুয়েলার্স
NEW BHUBANESHWARI JEWELLERS
আগমনী অফার ২০২৩
আসন্ন দুর্গাপূজায় মায়ের আরাধনা করুন NBJ এর গহনার সাথে। আপনাদের জন্য আমরা নিয়ে এসেছি আগমনী অফার, 12% Discount সোনার গয়নার মজুরির ওপর। অফার চলবে ২০.১০.২০২৩ পর্যন্ত তাই আজই চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে।
পঞ্চানন সরণী, (শ্রীমা ভবনের নিকট)
হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি-৬
Visit Us : mynbj.com
22K916
ABC1233
HUID
JEWELLERY

দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী মুনি হয়ে ওঠার কাহিনী জানেন কিন্তু আজকের এই পূজাদেবীর কাহিনী জানেন? এভাবেও নিজেকে সংশোধন করা যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইতিহাসের পাতায় চোখ মেললে আমরা কুখ্যাত দস্যু বা ডাক্তার রত্নাকর কিভাবে মহাকবি বাল্মিকী মুনি হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন তার এক দৃষ্টান্তমূলক গল্প জানতে পারি। রামায়নের মতো মহাকাব্যের রচয়িতা হিসাবে আমরা চিনি বাল্মিকী মুনিকে। অর্থাৎ একজন খারাপ মানুষও শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর হয়ে উঠতে পারেন। মূল খবরে যাওয়ার আগে খবরের বিষয় সংক্রান্ত কারণে আমরা মা সারদামনির কিছু বাণী স্মরন করছি। মা সারদা বলে গিয়েছেন, " আমি সতের-ও মা, অসতের-ও মা। আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়--সত্য জননী।" আবারও মা সারদাই বলেছেন, " যদি শান্তি চাও মা কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" মা সারদা আরও বলেছেন, " ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভালো করতে হবে, বলতে পারে কজনে। ' মা সারদামনিদেবী বলেছেন, "দয়া যাঁর শরীরে নেই,সে কি মানুষ? সে তো পশু। আমি কখনও কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে? "। দেবী মা সারদা বলেছেন,"একশোজনকে খাওয়াতে হবে না, কিন্তু চোখের সামনে

প্রথমেই সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

সঙ্গীত চর্চাতো বটেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চায় আমরা উৎসাহ দিই।
সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজ আমরা করে থাকি।
সারা বছর ধরে আমরা পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর মানুষদের সেবা করে থাকি--

REDDY SMRITI FOUNDATION

Baghajatin Colony,Near Mukto Mancha
Pradhan Nagar,Siliguri
Contact no. 9475629196

অর্চনা মিত্র

আহ্বায়ক, রেড্ডি স্মৃতি ফাউন্ডেশন।

একজন ক্ষুধার্তকে দেখলে তাকে একটু খেতে দিও।"

হ্যাঁ, এবারে মূল খবরে যাওয়া যাক। আজ থেকে ৩৫ বছর আগের ঘটনা,১৯৮৮ সাল। শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের এক ১৪ বছরের কিশোরীর পেটে অসম্ভভ খিদে। তাঁর বাবা সদ্য প্রয়াত হয়েছে। মা চলে গিয়েছে বাইরে। একদিকে পেটে খিদের জ্বালা, আরেকদিকে মনে খুব দুঃখ। সে হেঁটে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমার পানিট্যাঙ্কি নেপাল সীমান্ত লাগোয়া মেচি নদীর পাশে এক চা বাগান ও জঙ্গল ভরা আদিবাসী গ্রাম দিয়ে। সেই কিশোরীর চোখে জল, হাঁটতে হাঁটতে সে কিশোরী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো এক মহিলাদের জটলার স্থানে। সেখানে তখন কয়েকজন মহিলা মুড়ি চিড়া গুড় খেয়ে চলেছেন। সেই মহিলারা ওই কিশোরীকে কান্নাকাটি করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি কাঁদছো কেন? তোমার কি হয়েছে?'' কিশোরী জানালো,''আমার খুব খিদে পেয়েছে।'' তখন মহিলারা তাকে কিছু মুড়ি চিড়া গুড় খেতে দিলেন। কিশোরী সেই চিড়ামুড়িগুড়কে অমৃতের মতো খাবার ভেবে খেতে শুরু করলো। কিন্তু তারপরও কিশোরীর দুঃখ যায় না। তখন সেই মহিলাদের মধ্যে একজন সে কিশোরীকে জিজ্ঞেস করলেন,'' তোমার আর কি দুঃখ? 'কিশোরী জানালো,'' আমার একটি কাজ চাই। "সেই মহিলা জানালো, ''চলো, তুমি আমার বাড়িতে কাজ করবে। " কিশোরী তখন সেই মহিলার হাত ধরে তার বাড়ি গেলো। সে মহিলা তাকে বাসন মাজতে দিলো। বাসন মাজতে গিয়ে কিশোরীর চোখে জল চলে এলো। সে কান্না থামে না, তার মনে পড়ে যায় তার প্রয়াত বাবার কথা। সে ভাবতে থাকে, বাবা বেঁচে থাকলে এই দুঃখ হতো না। বাবা বেঁচে থাকলে কত সুখে থাকতাম, কারণ বাবার সংসারে কখনোই বাসন মাজতে হয়নি। কিশোরীর মনে পড়ে, ষষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত মন দিয়ে পড়াশোনার পর হঠাৎ পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। পড়াশোনা করতে ভালোই লাগতো। অথচ বড় হয়ে আইপিএস অফিসার হওয়ার ইচ্ছে ছিলো তার। ভাবতে ভাবতেই চোখে কান্না আর জল। এবারে সেই বাড়ির মালকিন কিশোরীকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন,'তুমি কাঁদছো কেন?' কিশোরী তখন সত্যিটা বলেই দিলো, ' আমিতো কোনোদিন বাসন মাজিনি। এ কাজ আমি করিনি।' সেই মহিলা তখন কিশোরীকে জানালো, তোমায় আর বাসন মাজতে হবে না, চলো কাল থেকে তোমায় অন্য কাজ দিচ্ছি। পরের দিন সে কিশোরীকে সেই মহিলা নিয়ে গেল নেপালের কাঁকড়ভিটায়। সেখানে দুই বস্তা ১০ কেজি ওজনের সুপারি দিয়ে মহিলা বললেন,' এই সুপারির বস্তা দুটি তুমি মেচি নদী পার করে ভারতে নিয়ে যাও। 'সীমান্ত দিয়ে এভাবে সুপারি পাচার করা অন্যায়, বেআইনি কাজ -- সে কিশোরী তখন তা জানতো না। তার তো পেটে অভাব, কাজ করে কিছু খেতে হবে। সে নিজের অজান্তেই মাথায় করে সেই সুপারির বস্তা দুটি মেচি নদী পার করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নদীর স্রোতে সে ভেসে যায়। চলে আসে ভারত সীমান্তে, সুপারির বস্তা দুটি সে হাতছাড়া করেনি। তখন তাকে আটক করেন এস এস বি জওয়ানেরা। জওয়ানেরা তাকে আটক করে জানান, এভাবে সুপারি নিয়ে যাওয়া যায় না। কিশোরী বলে, ' আমি আইন জানি না। পেটের দায়, সামান্য নিয়ে যাচ্ছি।' তখন তাঁকে সেখান থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবেই নেপাল থেকে ভারতে তার সুপারি নিয়ে আসার কাজ শুরু। এরপর সাইকেলের সঙ্গে জেরিকেন বেঁধে নেপাল থেকে ভারতে কেরোসিন তেল পাচারের কাজে সে লিপ্ত হয়। একদিকে সুপারি পাচার, আরেকদিকে কেরোসিন তেল পাচার-- এই মিলে পরিস্থিতি তাকে পাক্কা পাচারকারী হিসাবে চিহ্নিত করে। এভাবে চলতে চলতেই একদিন সেই কিশোরী কুখ্যাত সুপারি পাচারকারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এমনও দিন গিয়েছে সুপারি বাদে, চিনের তৈরি ছোট ছোট তালা গোটা শরীরে ফিট করে তার ওপর শাড়ি পড়ে বাসে চেপে সেই সব তালা নেপাল থেকে শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার বড় বাজারে নিয়ে গিয়েছে সে। ধীরে

ধীরে সে একজন বড় মাপের পাচারকারী হয়ে ওঠে, লক্ষ লক্ষ টাকার সুপারি পাচারকারী হিসাবে তার ব্যবসা চলতে থাকে। নাম হয়ে ওঠে পিকে। বেশ কিছু অভাবি মহিলা এমনকি বৃহন্নলাদেরও সে সেই পাচারের কাজে নামিয়ে দেয়। এভাবে চলতে চলতেই একদিন এস এস বির জওয়ানেরা তাকে পরামর্শ দেয়, ' তুমিতো অনেক অর্থ রোজগার করেছো। এবার পাচারের কাজ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে আসো। তোমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে। তুমি ভারতীয় কোন ব্যবসায় যুক্ত হও এবং ভালো ভালো কাজ করো। ' যদিও পাচারের কাজ করার সময়ই বহু দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে বই কেনার অর্থ তিনি দিয়েছেন। কারো মেয়ের বিয়ে না হলে তিনি সাহায্য করেছেন। কোনও অভুক্ত মানুষকে দেখলে তাকে খেতে দিয়েছেন। পাচারের কাজ করতে করতেই তার মনে পড়তো, একদিন তাকেও অভুক্ত অবস্থায় ঘুরতে হয়েছে, তাই পাচার করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করলেও গরিব অসহায় মানুষের মধ্যে সেবার মনোভাব তার চলতে থাকে। এস এস বির আধিকারিকরা যখন তাকে পুনর্বাসন বা মূল স্রোতে ফিরে আসার পরামর্শ দিলেন,তখন তিনিসেই পরামর্শ গ্রহন করলেন। এরপর তিনি শুরু করলেন ভারতীয় শাড়ির ব্যবসা। সঙ্গে ভালো ভালো কাজ। প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে আজ পাচারের কাজ থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন। সেই সঙ্গে নিজের সঞ্চয়ের অর্থ দিয়ে একের পর এক ভালো কাজ করে যেতে থাকেন নিঃশব্দে। করোনা লকডাউন শুরুর সময় তিনি দেখলেন, বহু মানুষ অভুক্ত। তিনি ভাবলেন, এতো জমিজমা রেখে কি লাভ? মানুষ না খেয়ে মরবে, আর তিনি জমিজমা রেখে দেবেন-- এটা কেমন কথা? যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি ৩০ লক্ষ টাকায় তার কিছু জমি বিক্রি করলে এরমধ্যে থেকে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন লকডাউনে বহু অভুক্ত মানুষের সেবায়। দিনরাত বহু অভুক্ত মানুষকে তিনি খেতে দিলেন। এরপর তার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তৈরি হলো। সেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে তিনি একের পর এক অসাধারণ মানবিক কাজ করে যেতে থাকলেন। রাস্তার ধারে ভবঘুরে যেসব মানসিক ভারসাম্যহীন প্রস্রাব পায়খানা করে পড়ে থাকে, যারা চুল দাড়ি না কেটে পড়ে থাকে---তাদেরকে তিনি দিনের পর দিন চুল দাড়ি কেটে স্নান করিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে থাকলেন। এমনকি শিলিগুড়ি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মীরা তার সহযোগিতা নিয়ে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা ভবঘুরেদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ করাতে থাকেন। তাঁর কথায়,' পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে। কারণ আমার তো আই পি এস হওয়ার ইচ্ছে ছিল, সেই ইচ্ছে তো বাঞ্ছ স্তবায়িত হলো না। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে তো কাজ করা যাচ্ছে। ' এর বাইরে কোনো গরিব অসুস্থ মানুষ টাকার অভাবে ওষুধ কিনতে না পারলে তিনি তাদেরকে ওষুধ কিনে দিচ্ছেন। তাছাড়া অভুক্ত মানুষ

দেখলেই তিনি তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। আবার কোনো মেয়ে পাচারকারীদের খপ্পড়ে পড়লে তিনি তাদের উদ্ধার করে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন পুলিশের সহযোগিতায়। এভাবে অসাধারণ সব শ্রদ্ধাপূর্ণ কাজ চলতে থাকায় বিভিন্ন সংস্থা এমনকি পুলিশও তাকে সংবর্ধনা জানাতে থাকে। আজ ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সমাজসেবার কাজে একটি ব্যতিক্রমী নাম হয়ে উঠেছে। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবে বস্ত্র বিতরন সহ মানুষের সেবায় বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য,' ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার কেন? কারণ পাচার করার সময় আমাকে নিচু চোখে দেখতো অনেকে। কেন আমি পাচারের কাজে নাম লিখিয়েছিলাম তা কেউ জানতো না। সেই কারনে কাজের মাধ্যমে শ্রদ্ধা ভক্তির ভিন্ন পরিবেশ তৈরি করতে এই ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার। ' সেই কিশোরী থেকে পাচারকারী, পাচারকারী থেকে আজকের ব্যতিক্রমী সমাজসেবী হলেন পূজা মোক্তার। পূজা নামে তাকে সকলে চেনেন কিন্তু তার আসল নাম শিলা মোক্তার। তার যখন নদীর ধারে জন্ম হয়েছিল তখন খুব শিলা বৃষ্টি হচ্ছিলো। শিলা বৃষ্টির দিন জন্ম হওয়ায় তার নাম শিলা। কিন্তু তিনি যখন অভাবের তাড়নায় পাচারের কাজে যুক্ত ছিলেন, সীমান্তে এপার ওপার করার সময় বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিতেন, সেই সময়ই একবার একজন তাকে জিজ্ঞেস করে মন্দিরের সামনে,' তোমার কি নাম? ' তিনি বলে ফেলেন,' আমার নাম পূজা। পূজার ফুল নিয়ে রোজ মন্দিরে আসি। পূজার ফুল দিয়ে আমার ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে তারা মা এর সঙ্গে। তারা মা এর সঙ্গে সেই ভালোবাসার কথা মুখে বলা যায় না। সে ভালোবাসা, সেই শ্রদ্ধা অন্তরে অনুভব করে নিতে হয়।

প্রতিদিন ভক্তিভরে চোখের জলে তারা মা পুজো পান আর মা-ই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই থেকে তাঁর নাম পূজা হিসাবে প্রচারিত হয়ে যায় নেপাল সীমান্তে। তাঁর অতীতের সব কাহিনী লিখতে গেলে মহাভারত রচনা হয়ে যাবে। কিন্তু আজ তিনি অতীত ভুলে নিজেকে সংশোধন করে ভালো থেকে আরো ভালো হওয়ার কাজে নেমেছেন। তিনি বলেন, 'আমি একসময় প্রচন্ড কষ্ট করেছি। অন্ন বস্ত্র কিছুই ছিলো না। খেতে পারিনি দিনের পর দিন। অনেক কষ্ট সংগ্রাম করেছি। তাই গরিব মানুষের কষ্ট দেখলে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। টাকার অভাবে কেউ পড়তে পারছে না শুনতে পেলে কষ্ট পাই। দুঃস্থ মেধাবীদের বই কিনে দিতে ভালোবাসি। আর ভালোবাসি অভুক্ত মানুষকে খাবার তুলে দিতে। দুর্গা পুজোতেও বস্ত্র হীনদের বস্ত্র তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছেন পূজাদেবী।

With Best Compliments From :~

Ph. : 0353-2526499
Cell : +91 9679640492
E-mail : ghoshsamrat18@yahoo.com

SHAMBHUNATH GUEST HOUSE

Making Luxury Affordable

Rasiklal Ghosh Sarani, Opp. Hotel Gateway
Sevoke Road, Siliguri, Pin - 734001, W.B.

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ

মা তারা ডিস্ট্রিবিউটার্স

উত্তম কুমার সাহা

সুভাষ মার্কেট, বিধান মার্কেট
শিলিগুড়ি

পুজোর ছুটিতে অনেকে কাশ্মীর যাচ্ছেন, কেউ আসছেন দার্জিলিং পাহাড়ের কোনো অফ বিট স্থানে। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজো মানে কটা দিন ছুটি। আর ছুটি মানেতো একটু বাড়িঘর ছেড়ে কোথাও বেরিয়ে পড়া।একটু কোলাহল থেকে দূরে থাকা,জমিয়ে কটা দিন প্রকৃতি পরিবেশের সঙ্গে মিশে গিয়ে নির্ভেজাল আনন্দ নেওয়া। তাই ভ্রমন রসিক বাঙালি বসে নেই, একদিকে পুজো দেখার আনন্দ। আরেকদিকে শান্ত নিরিবিলিতে সময় কাটানো, শরীর ও মনকে একেবারে তাজা করে তোলা। তাই এবার বাংলা থেকে বহু মানুষ ছুটছেন কাশ্মীরের দিকে। আবার অনেকে দার্জিলিং ও সিকিমের অফ বিটগুলো খুঁজে নিচ্ছেন। দার্জিলিং এর লামাহাট্টা থেকে শুরু করে তিনচুলে, তাকদা,সিটং সহ বিভিন্ন নিরিবিলি পাহাড়ি পরিবেশের জন্য বুকিং শুরু করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পর্যটক। একথায় পুজোর ভ্রমনে বহু মানুষ ভূস্বর্গ কাশ্মীর ভ্রমনের দিকে ঝুঁকেছেন তেমনই দার্জিলিং পাহাড়ের অফ বিট বা হোম স্টেগুলোতে বুকিং এর লাইন লেগেছে পর্যটকদের। কিন্তু পর্যটকরা যাতে হয়রানির শিকার না হন তারজন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছেন ট্যুর অপারেটররা। শিলিগুড়ি বা দার্জিলিং পাহাড়ে পর্যটকরা এলে তাদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করছে কিছু গাড়ি চালক। বহু ক্ষেত্রে পর্যটকরা হয়রানির শিকার হন। অথচ পর্যটকদের ভগবানের মতো শ্রদ্ধা প্রদান করা উচিত বলে মনে করেন ট্যুর অপারেটররা। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত জয়ন্তী ট্রাভেলস এর কর্নধার বাপন মন্ডল এবং সেলস প্রধান শ্যামলী গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, পুজোর বুকিং পুরোদমে চলছে। তাদের কাছ থেকে আতিথেয়তা পেয়ে নিজের নিজের এলাকাতে ফিরে গিয়ে সেই সব পর্যটকরা তাদের কাছে আরও পাঠাচ্ছেন। এভাবেই অনেক বুকিং আসছে। শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের মিঞা গ্যারেজ বিল্ডিংয়ে তাদের প্রধান কার্যালয়। তাছাড়া ওয়েবসাইট রয়েছে ডব্লু ডব্লু ডব্লু ডট জয়ন্তী ট্রাভেলস ডট ইন। তাদের মাধ্যমে কেও ভ্রমনের বুকিং করলে কোনো টেনশন ছাড়াই ভ্রমন করতে পারবেন। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে বেঙ্গল ট্রাভেল মার্ট সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে গুজরাট, কেরালা সহ বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুর অপারেটররা যোগ দিয়েছিলেন। পর্যটন শিল্প আরও কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে, পর্যটকরা কিভাবে নিশ্চিন্তে ভ্রমন করতে পারেন তা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয় বলে বাপনবাবু জানিয়েছেন।

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

দূরাভাষ ঃ ৯৪৩৪২২১১৭৫

কৌস্তভ দত্ত

রোজলি দত্ত

কৌণিক দত্ত

ও

ক্রিস্টভ দত্ত

শক্তিগড়, শিলিগুড়ি।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

রনপদ সেন

সম্পাদক

শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি, বিধান রোড, শিলিগুড়ি।

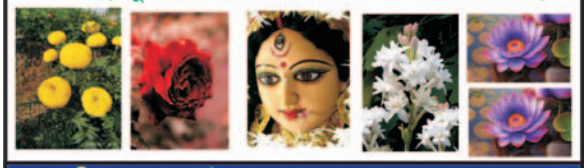

রজনীগন্ধা থেকে গাঁদা, গোলাপ, পদ্ম সহ অন্য ফুলের জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। বিয়ে সহ অন্য উৎসব অনুষ্ঠানে আমরা ফুল সরবরাহই করি না, আমরা ফুল দিয়ে গাড়ি সাজাই, ফুল দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়ে তুলি।

যোগাযোগের নম্বর ঃ ৯৪৩৪২৩৩৬৮৯

ঋতুপর্ণ ঘোষের চোখে দুর্গা পুজো

দুর্গা মঙ্গল

আনুমানিক ১৯৬৩ সালের ৩১শে আগস্ট, বাংলা পেল এক শ্রেষ্ঠ পরিচালক, যার মাথার উপর সত্যজিৎ রায় ও কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ সদা ছিলো। ঋতুপর্ণ ঘোষ (ওরফে ঋতুদা ও আমার ঋতু স্যার)। আমার অনেকবার একটা প্রবাদ মনে পড়ে তাঁর প্রসঙ্গ এলে। ' দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না।' যখন ছিলেন তখন ওনার কাজের খ্যাতি বোঝার জ্ঞান আমার ছিল না আর এখন বুঝলেও মানুষটাই আর নেই। সামনেই দুর্গা পুজো। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। কিন্তু এখন বড্ড স্যারের কথা মনে পড়ছিলো। তাই আমি ভাবলাম ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি যদি পুজোর পরিক্রমা শুরু করে তবে কেমন হয় ? আর তাই আজ আমরা দুটো বিখ্যাত বনেদি বাড়ির দুর্গা পুজো দেখব ঋতুদার দৃষ্টিতে।

(এই প্রসঙ্গে বলাবাহুল্য, আমার এই প্রয়াসে কোনো ভুল থাকলে মার্জনা করবেন ঃ)

প্রথম বাড়ি--জোড়াসাঁকো শিবকৃষ্ণদাঁ বাড়ি (গয়না)

(প্রত্যেকটি দৃশ্য আমাদের কল্পনার উপর নির্ভরশীল)

'' এই তাহলে সেই জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়ি !" ঋতুদা বলেন। বাড়ির ছোটো ছোটো সদস্যরা ছুটে এসে অটোগ্রাফ নিল তাঁর। এরপর বাড়ির জ্যেষ্ঠ সদস্য এসে তাকে তাদের বাড়ির ঐতিহ্যশালী ইতিহাস নিয়ে বোঝাতে থাকে । "Marvellous এরকম বাড়ি কটা আছে এই শহরে। " আচ্ছা, প্রতিমাটা দেখা যাবে? ,ঠাকুর দালানে গিয়ে দেখি তখন দুপুর প্রায় অনেকটা। দুটো শ্বেত পাথরের স্তম্ভের মধ্যেখানে, বিরাজিতা দেবী দুর্গা। '' অপূর্ব, Brilliant , এরকম প্রতিমার অলঙ্কার আগে তো দেখিনি।" '' আই মিন Just দেখো এই Gloss আর গ্ল্যামার তুমি আগে দেখছ কোনো দিন? । আচ্ছা আপনাদের সন্ধিপুজোটা নাকি একটু আলাদা? So what is the new element in it? উত্তর এল যে '' না, আমাদের বাড়ির রীতি অনুযায়ী ছেলেরা সব আয়োজন করে এবং সন্ধি পুজোর আরতি শুরু হয় বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে।" '' oh! that is interesting " বলে ঋতুদা।বাড়িতে মিস্টি ও জলযোগের বন্দোবস্ত থাকলেও ঋতুদা একটা সন্দেশেই তুষ্ট হন। টিপিক্যাল ঋতুদা। '' আচ্ছা, তাহলে আজ আসি, হ্যাঁ? " এই বলে সেই প্রতিমাতে প্রণাম করে বেরিয়ে আসেন ঋতুদা। গাড়িতে উঠে ঋতুদা বললে,'' হ্যাঁ রে! চল এই বাড়ির থেকে কয়েকটা গয়না নিয়ে যাই। শ্যুটিং এ কাজে দেবে।" শুনে তো সবাই হাঁ হা করে হাসতে থাকে। এরপর পরের গন্তব্য।

দ্বিতীয় বাড়ি --শোভাবাজার রাজবাড়ি (বিনোদন)

এরপর ছিল শোভাবাজার রাজবাড়ি। দরজায় সিংহের পায়ের তলায় ফুটবল দেখে ঋতুদা আবার অবাক। বলল, '' I think আমার next ছবির Location এটা। ।" ভেতরে গিয়ে আমরা জানলাম এক অপূর্ব ব্যাপার। আগের বাবুয়ানী কালচারে , মা দুর্গা সাজতে যেতেন জোড়াসাঁকো দাঁ বাড়ি , খেতে যেতেন মিত্র বাড়ি (যা এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত) ও বিনোদনের জন্য যেতেন এই শোভাবাজার রাজবাড়িতে। তখন এই বাড়িতে মায়ের জন্য বেনারস থেকে বাইজী আসত নাচতে। '' ওহ" বলল ঋতুদা '' হাউ ডিসগাস্টিং ? " ''তা বটে। কিন্তু কি করবেন বলুন? বাবুরা তখন ছিলেন এমন।" বলল বাড়ির এক সদস্য। দেওয়ালে একটা ছবি দেখে বলেন ঋতুদা '' ইনি কে? " সেই লোকটি বললেন'' ইনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন । রাজা নবকৃষ্ণ দে। ইনার হাত ধরে শোভাবাজার রাজবাড়িতে দেবী দুর্গা এলেন। '' ও !!" আচ্ছা দাদা , প্রতিমাটা---''ইয়েস ! ইয়েস! দিস ওয়ে"। প্রতিমার সামনে গিয়ে ঋতুদা তার সূর্য চশমা খুলে নিলেন। দুই হাত জোর করে প্রণাম করলেন দেবীকে। '' কি চমক ! সূর্যকেও যেন ধাঁধিয়ে যায়! " বললেন ঋতুদা। এরপর হঠাৎ বললেন,'' আচ্ছা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে সিংহটা ইউনিক বাট ইজ দেয়্যার এনি আদার স্পেশালিটি? " '' অফ কোর্স!" বলেন ভদ্রলোকটি। '' আমরা মাকে অন্নভোগ দিই না।দিই শীতলভোগ ও মিস্টি, অনেক মিস্টি!! এলোঝেলো, মালপোয়া , নবদ্বীপের ক্ষীর দই। আর আমাদের বাড়ির প্রথাগত পরমান্ন। এবং তার সঙ্গে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি। " '' ওহ! ওকে" '' আচ্ছা স্যার---ই --মানে --- মি. ঘোষ---" ''আই প্রেফার টু বি কলড ঋতুদা"। গম্ভীর হয়ে বললেন ঋতুদা। ''ওকে! তো আপনি একটু কিছু খেয়ে---" '' না, না, আজ না পরে একদিন কেমন? " বলে বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে এলো ঋতুদা। ''শ্যামল, তোমার কাছে ওই ফুটবলের গানটা আছে? বাজাও তো একটু। "বলল ঋতুদা। বুঝতে আর বাকি থাকে কি? যে ভাল্লুক মধুর খোঁজ পেয়েছে। এরপর ঋতুদা শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে যান। কিন্তু এই দুটি বনেদি বাড়ির থেকে পাওয়া আদর, আপ্যায়ন ও ভালোবাসা তাঁর স্মৃতিতে চিরকাল স্থায়ী হয়ে ছিল।

সার্থক হোক দুর্গা পূজা

কবিতা বনিক

(মহানন্দা পাড়া, শিলিগুড়ি)

মা দুর্গার পরিবার আদর্শ পরিবার। মা দুর্গা স্বামীকে মাথায় রেখে ছেলেমেয়েদের নিয়ে দশ হাতে দশটি অস্ত্র নিয়ে দশ দিক রক্ষা করেন। সমস্ত গাছপালা পশুপাখিদেরও তিনি সাথে নিয়েই পুজো নেন আমাদের। তাঁর ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেবী সরস্বতী যেন আমাদের বিদ্যা, দেবী লক্ষী আমাদের দেন ধনসম্পত্তি, শ্রী গনেশ দেন শুভ বুদ্ধি, আর কার্তিক হলেন যোদ্ধা যিনি বাইরের শত্রু থেকে সবাইকে রক্ষা করেন। নবপত্রিকা রুপে নয়টি গাছের পুজো করি। গাছ ছাড়া যে মানুষ বাঁচতে পারে না , গাছ হল মানুষের প্রাণ। আবার ঠিক তেমনি সমস্ত দেব-দেবীদের বাহনস্বরুপ পশু পাখিদেরও পুজো করা হয় মা দুর্গার সাথে। সমস্ত জায়গার মাটি নিয়ে তৈরি হয়, দুর্গা প্রতিমা। সমস্ত নদ-নদী, তীর্থের জল দিয়ে হয় মায়ের অভিষেক। মায়ের দশ হাতে দশটা অস্ত্র থাকলেও মা কখনোই কাউকে প্রথমে আঘাত করেন না। অস্ত্র কখনো অন্যায় কাজে ব্যবহার করেন না। তাই মা দুর্গা শৌর্য, বীর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। তেমনি স্নেহময়ী জননী। আবার আমাদের আদরিনী কন্যা। মাকে আমরা আমাদের ঘরের মেয়ের মতো পাঁচ দিন ধরে নানান রকম আদরে, যত্নে রাখি। একবছর পর মেয়ে বাড়িতে এসেছে তাঁকে কি কি খাওয়াবে, কেমন ভাবে যত্ন করবে সেই চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকি।

সেই কারণেই আমরা জানি ' যত্র নারী তত্র গৌরী'। 'যত্র জীব তত্র শিব।' এই লক্ষ্য পথে এগোতে পারলে তবেই পুজোর আয়োজন সার্থক। পুজোর কর্মকর্তারা যদি তাদের চার পাশের মানুষের এই ভাবে সারা বছর এই দায়িত্ব পালন করেন যে সবাইকে ভালো থাকার পরিবেশের ওপর দেখাশোনা করেন তবে পুজো করা সার্থক। আজকাল বাড়ির বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের, কিশোরকিশোরীদের কত না বিপদ লুকিয়ে থাকে। বছরে একবার দুর্গা পুজো করে সমাজকে ভালো রাখার সামর্থ্য অর্জন করতে পারলে তবেই সার্থক দুর্গা পূজা। শ্রী রামচন্দ্র দুর্গা পূজা করেই সম্পূর্ন রাক্ষস নিধন করেন। শুধুমাত্র পুজোর জন্য পুজো নয়। সমাজ সুস্থ থাকলে আমরা সবাই ভালো থাকবো।

উৎসবে সবাই হাসিতে থাকুন

তরুন মাইতি

(বিশিষ্ট সমাজসেবী, কর্ণধার-- ওয়েস্টবেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ এসোসিয়েশন)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। উৎসব মানে আনন্দ। আমরা যেমন উৎসবে সামিল হলো তেমনই অন্য মানুষের কথাও ভাবতে হবে। আমরা নিজেরা যেমন আনন্দ করবো, অন্যকেও আনন্দ করার সুযোগ দিতে হবে। অনেকে যেটা চায়, তা না পেলে তাদের মন খারাপ হয়। তার থেকে মনে অশান্তি আসে। উৎসবেও তাই হয়। তাই নিজে হাসুন, অন্যকেও হাসিতে রাখুন। উৎসব মানে হাসি।

আজকাল অনেকে পয়সার অহঙ্কারে বাঁচে না। আমার এত পয়সা আছে এই ভাব অনেকে দেখাতে চান উৎসবে। গাড়ি নিয়ে দামী পোষাক পড়ে তারা প্রতিযোগিতা করতে চায়। তারা মানুষকে মানুষ বলে মানতে চায় না। এতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা কমছে। মা দুর্গা সপরিবারে আসেন। এক্ষেত্রে তাই বলবো, কাকা পিসি মামা মাসি আর প্রতিবেশি, তাদের স্নেহ ভালোবাসায় আনন্দ বয় বেশি----তারা না থাকলে আমরা একা বাঁচতে পারবে না।

ভিড়ের মধ্যে ঠাকুর দেখতে গিয়ে সাবধানে থাকবেন। উৎসবের সময় অনেকে নেশার কবলে পড়েন। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও নেশার কবলে পড়ে যাচ্ছে। অনেক স্থানে পার্টি করা হচ্ছে। পার্টিতে মদ্যপান করা হচ্ছে। এই নেশা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়েতে থাকলে কিন্তু বিপদ আসবে। উৎসবে অনেকে নেশা করে। তাই এনিয়ে সাবধান থাকতে হবে।

প্লাস্টিক নিয়ে আমি কিছু বলবো। প্লাস্টিক এখনো বন্ধ হচ্ছে না। প্লাস্টিক কিন্তু পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলছে। গাছ চারদিকে কেটে ফেলা হচ্ছে। অতিরিক্ত গাছ কাটার জেরে দূষন বাড়ছে। গরম বাড়ছে। পরিবেশ নিয়ে কিন্তু আজ ভাবার সময় এসেছে।

পুজোর মধ্যে দুঃস্থ মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোর কর্মসূচি

নবকুমার বসাক
(সম্পাদক , শিলিগুড়ি এন্ড স্মাইল ওয়েলফেয়ারসোসাইটি)

সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সারা বছর ধরেই আমাদের মানবিক ও সামাজিক কাজ করে থাকেন। পুজোর মধ্যেও চলবে আমাদের সেই সব মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি।

তবে পুজোর মধ্যে কিছু বাড়তি কর্মসূচি থাকবে। শিলিগুড়ির বিশেষ পুজো মন্ডপে তাদের টিম থাকবে। তারা পুজো দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল বিতরন করবেন। তাছাড়া মেডিক্যাল টিম থাকবে। কোথাও কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা সাধ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে থাকবেন।

সারা বছর ধরেই তারা বস্ত্র বিতরন করবেন। পুজোর মধ্যেও অসহায় দরিদ্র শিশুদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন কর্মসূচির উদ্যোগ নিচ্ছেন। দীপাবলিতে চা বাগানের প্রান্তিক এলাকাতে গিয়ে তারা বাড়ি বাড়ি মোমবাতি ও প্রদীপ বিতরন করবেন। যাতে সেই সব পরিবারে আলো জ্বলে দীপাবলির সময়।

অসহায় দরিদ্র বৃদ্ধবৃদ্ধাদের তারা প্রতি মাসের দশ তারিখের মধ্যে চাল ডাল তুলে দেন। পুজোর মাসেও সেই খাদ্য বিতরন কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে।

পুজোর মধ্যে অনেকে আছেন যারা তাদের পুজোর খরচ বাচিয়ে অসহায় দরিদ্রদের জন্য কিছু করতে চান। কিন্তু লোকবলের অভাবে তারা সেই কর্মসূচি নিতে পারেন না। অথচ তাদের একটা বাজেট থাকে দরিদ্র অসহায়দের জন্য কিছু খরচ করার। সেই সব ব্যক্তিরা তাদের এন্ড স্মাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এন্ড স্মাইলের সদস্যরা সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে।

শ্রী গণেশ চতুর্থী থেকেই তাদের মানবিক কাজগুলো শুরু হয়। গণেশ পুজোর সময় তারা খিচুড়ি প্রসাদ বিতরন করেন। দুর্গা পুজোর সময়ও এমন কাজ চলবে।

আমি প্রতিরক্ষা বিভাগে একজন ফুটবল কোচ হিসাবে কাজ করি। চাকরি করেও আমি সমাজের জন্য কাজ করি, কারণ এটা আমার নেশা । মোড়ে মোড়ে আড্ডা না দিয়ে এই কাজ আমাদের চলছে। আমার বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী এবং অন্য শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় এই সব কাজ করতে পারছি। আমরা চাই কেউ আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট না করে সামাজিক কাজে এগিয়ে আসুক।

বয়স্কদের নিয়ে আমরা ফুটবল খেলারও আয়োজন করছি। ফুটবল খেলার আয়োজন এই কারনে যে অভিভাবকরা যদি ফুটবল খেলায় অংশ নেয় তবে তার দেখাদেখি তার ছোট শিশুটাও খেলার মাঠে আসবে। এর মাধ্যমে আমরা শিশুদের খেলার মাঠে আনতে চাই। শিশুরা খেলার নেশায় মেতে উঠলে তাদের মধ্যে থেকে মোবাইল বা অন্য খারাপ নেশা দূর হয়ে যাবে।

আমরা একটি বৃদ্ধাশ্রম তৈরিরও চেষ্টা করছি। সেই বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হলে তার পরিবেশটাও অন্যরকম হয়ে যাবে।

সবাই ভালোভাবে পুজো দেখুন। কোথাও কোনো অসুবিধা হলে আমরা আছি। ভালোভাবে পুজো কাটান। আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করতে চাইলে বা আমাদের মাধ্যমে কেউ অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে চাইলে আমাদের ঠিকানা , দেবগীতা এপার্টমেন্ট, রাজা রামমোহন রায় রোড, দেবগীতা এপার্টমেন্ট,সংহতি মোড়, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী শিলিগুড়ি। ফোন নম্বর হলো ৭৯০৮৮৪৬৫৮১

নাম অপূর্ব, কাজেও অপূর্ব পরিবেশ বিশ্বকর্মা পুজোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রক্তদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির,চক্ষু পরীক্ষা শিবির, বস্ত্র দান, প্রসাদ বিতরন তার সঙ্গে নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে এবারও বিশ্বকর্মা পুজো করেছেন শিলিগুড়ি জ্যোতিনগরের অপূর্ব ঘোষ। শিলিগুড়ি জ্যোতিনগর বিনয় চৌধুরী সরনিতে বাড়ি অপূর্ববাবুর। সমাজসেবী হিসাবেও তিনি পরিচিত। বিশ্ব কর্মা পুজোতে নানারকম সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেন অপূর্ববাবু। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ইলেক্ট্রো গ্রুপ। নামও যেমন অপূর্ব, কাজেও তাই। আসলে অপূর্ববাবু বলেন, তিনি শৈশব থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। তাই বিশ্ব কর্মা পুজোর এই বিশেষ দিন জীব জ্ঞানে শিব সেবার মনোভাব থেকে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নেন।বহু বছর ধরেই তিনি এই কাজ করছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরঞ্চ

এবার আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এই কাজে অংশ নিয়েছেন। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও বস্তি থেকে আসা দুঃস্থ মহিলারা পুজোর মুখে নতুন শাড়ি পেয়ে বেশ খুশি। অপূর্ববাবু বলেন, উৎসবের দিনে এই সব দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটানোটাই বড় পুজো। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চোখ পরীক্ষা করাতে পেরেও বেশ খুশি গরিব মানুষেরা। সাহুডাঙি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ, পদ্মশ্রী করিমূল হক এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির সঙ্গে ইলেক্ট্রো গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরে সহযোগিতা করে শিলিগুড়ি তরাই

লায়ন্স ব্লাড ব্যাঙ্ক। মেধাবী ছাত্র যীশু রায়, সুদীপ ছেত্রী সহ আরও অনেকে সেখানে রক্ত দান করেন। তাঁরা বলেন, রক্তদান করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর এর মাধ্যমে একটি সামাজিক কাজও করা যায়। তাই সকলকে রক্ত দান শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁরা আবেদন জানান। অপূর্ব ঘোষ জানিয়েছেন, পুজো মানে নিজেরা হই হুল্লোড় করে আনন্দ উল্লাস করলাম তা কিন্তু নয়। পুজো মানে সমাজের অনগ্রসর মানুষদের মুখে হাসি ফুটিয়ে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে সেবামূলক কাজের আনন্দ নেওয়াটাই পুজো। আসন্ন শারদীয়া দুর্গোৎসবেও শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির পুজোর মাধ্যমে তাদের আরও সামাজিক ও মানবিক কাজ চলবে। অপূর্ববাবু বলেন, মানুষের সেবার মাধ্যমেই তিনি ঈশ্বর সেবা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবকে সামনে রেখেই এই প্রয়াস। সারা বছর ধরেই লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির মাধ্যমে রক্ত দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চলতে থাকে তাদের। দুর্গা পুজোর মধ্যেও সেই কাজ চলবে। তার প্রতিষ্ঠানের সব সহ কর্মী তাঁকে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন সেবামূলক কাজ করতে সহযোগিতা করেন বলে অপূর্ববাবু জানান।

গুনগত মান কমছে মৃৎ শিল্পের, নতুন মৃৎ শিল্পী তৈরি করতে প্রশিক্ষন শুরুর চিন্তাভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একটা সময় ছিল যখন পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে এমন অনেক সদস্য থাকতেন যাদের মধ্যে শিল্প চেতনা ছিল, তাদের মধ্যে একটা আর্টিস্টিক চিন্তাভাবনা ছিল। প্রতিমার বায়না দেওয়া বা প্রতিমা কেনার সময় তারা মৃৎ শিল্পীদের নানান প্রশ্নবানে জর্জরিত করতেন-- এটা কেন হয়নি, ওটা কেন হয়নি, এই ভুলটি কেন হয়েছে বা প্রতিমার হাতের আঙুলগুলো এমন কেন, পায়ের পাতা এমন কেন ইত্যাদি নানান রকম ভুল ধরতেন। ফলে মৃৎ শিল্পীরাও চাপে থাকতেন এবং প্রতিমাকে কত সুন্দরভাবে তৈরি করা যায় তার গুনগত মানের দিকে বেশি করে ধ্যান দিতেন। এখনকার সময় পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিমাকে কেন্দ্র করে সেই ধরনের আর্টিস্টিক প্রশ্ন করার অভাব দেখা যাচ্ছে। ফলে মৃৎ শিল্পীরাওযেমনতেমনভাবে প্রতিমা তৈরি করে বাণিজ্য কিভাবে করা যায় সেই দিক নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন। এর ফলে মৃৎ শিল্পের গুনগত মান কমছে। তাছাড়া নতুন মৃৎ শিল্পী সেভাবে তৈরি হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে মৃৎ শিল্পী তৈরি না হলে এই শিল্প তার পুরনো মাধুর্য হারিয়ে ফেলবে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন শিলিগুড়ি কুমোরটুলি মৃৎ শিল্প উন্নয়ন সমিতির সভাপতি তথা বিশিষ্ট মৃৎ শিল্পী অধীর পাল। তিনি শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে অবস্থিত রুপ ভারতী মৃৎ শিল্প কারখানার কর্ণধার। বহু বছর ধরে অসাধারণ সব মূর্তি তৈরি করে আসছেন অধীরবাবু। যদিও এখন তিনি দুর্গা প্রতিমা আর আগের মতো তৈরি করেন না। তিনি এখন ভাস্কর্য শিল্পের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়েছেন। অধীরবাবু বলেন, এই মৃৎ শিল্প একটি কারিগরী শিল্প বা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্প। সারা পৃথিবীতে এই শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে । কিন্তু নতুন নতুন মৃৎ শিল্পী তৈরি করা প্রয়োজন বলে তাঁরা উপলব্ধি করছেন । এরজন্য প্রশিক্ষন শিবিরও তারা শুরু করতে চান বলে অধীরবাবু জানান। অধীরবাবু আরও বলেন, এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ধৈর্য্য কম। তারা অল্প পরিশ্রমে বেশি রোজগার করতে চায়। কিন্তু মৃৎ শিল্পে পরিশ্রম বেশি, সময় বেশি দিতে হয়। অথচ নতুনদের মধ্যে ধৈর্য্য ধরে সময় দেওয়ার প্রবণতা কম। তবু তারা চেষ্টা করছেন নতুন নতুন শিল্পী তৈরি করার।

সামনে পুজো আসছে। প্রতিমা তৈরির সমস্ত উপকরনের দাম বেড়েছে। ফলে প্রতিমার দামও ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বেড়েছে। শিলিগুড়ি কুমারটুলিতে এখন ত্রিশটি প্রতিমা তৈরির কারখানা রয়েছে। এক একটি কারখানায় পাঁচ থেকে আটজন কাজ করেন। মাটিকে ভিত্তি করে এই মৃৎ শিল্প। মাটির জায়গায় এখন কিছু কিছু আধুনিকতা এসেছে। যেমন ফাইবার গ্লাস, সেরামিক, স্টোন ডাস্ট-- সেসব দিয়ে স্ট্যাচু বা মডেল তৈরি করা হয়। তবে যত আধুনিকতাই আসুক না কেন, প্রথমে কিন্তু মাটি দিয়েই মডেলটি তৈরি করে নিতে হয়। পুজোর মুখে শিলিগুড়িতে পাহাড়, বিহার থেকে অনেকে প্রতিমার অর্ডার দিতে আসেন। প্রতিবেশী

রাজ্যগুলো থেকে অনেক পুজো উদ্যোক্তা শিলিগুড়ি থেকে প্রতিমা নিতে আসেন। তবে সাধারণ মানুষ এবং পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৃৎ শিল্প নিয়ে সচেতনতা জরুরি প্রয়োজন বলে অধীরবাবু জানান।

একসময় অধীরবাবু অনেক দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতেন। এখন তা করেন না। অধীরবাবুর বক্তব্য, ''শিলিগুড়িতে শিবম প্যালেসের ভিতরে একটি পুজো হয়, নব দুর্গা। সেই প্রতিমাটি আমরা তৈরি করি। বাসুদেব রায় সিটি ডেকোরেটারের বাড়ির পুজোতে প্রতিমা তৈরি করি। বেলাকোবা বাবুপাড়ার পুজো কমিটির প্রতিমা তৈরি করি। এর বাইরে আর দুর্গা প্রতিমা করি না। তবে কেউ যদি এসে বিশেষভাবে অনুরোধ করে, তবে তখন নতুন প্রতিমা তৈরির চিন্তাভাবনা করি। শিলিগুড়ি থেকে প্রতিমা বিহার, নেপাল, নিম্ন অসমেও যায়। আমরা চাই সর্বত্র মৃৎ শিল্প নিয়ে প্রশিক্ষন শুরু হোক প্রশাসনিক পর্যায়ে। সারা ভারতে আমাদের সংগঠন রয়েছে। সারা ভারত অনুন্নত কুম্ভকার সমিতি। সেই সমিতি থেকেও সরকারের কাছে বারবার আমরা দাবি করেছি মৃৎ শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানোর। অন্য রাজ্য এই বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে হয়নি। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে শিল্পীদের সরকারিভাবে ঋন প্রদান করা হলে শিল্পীরা আর্থিক সঙ্কট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। তবে শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার আশ্বাস দিয়েছেন, কুমোরটুলিতে প্রবেশ বা যাতায়াতের রাস্তা যাতে সহজ হয় তার জন্য তিনি নজর দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।আরও কিছু রাস্তা খোলা যায় কিনা তারজন্য তিনি চিন্তাভাবনা করবেন বলেও জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়রের সঙ্গে কথা বলে আমরা বেশ খুশি। এখানে যে ভবন রয়েছে তাকে কেন্দ্র করে ট্রেনিংসেন্টার যাতে গড়ে তোলা যায় তার ভাবনার কথাও তিনি বলেছিলেন। মৃৎ শিল্পীরা যাতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পায় তারজন্য তিনি দেখবেন বলেও ডেপুটি মেয়র আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিছু উন্নয়নও করে দেওয়া হয়েছে কুমোরটুলিতে। যেমন এস জে ডি এ থেকে কম্যুনিটি টয়লেট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। পুরসভাও কিছু কাজ করে দিয়েছে। কুমোরটুলিতে সবুজায়ন এবং সৌন্দর্যায়নের প্রয়াসও নেওয়া হচ্ছে পুরসভার। সবথেকে বড় কথা শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড এবং বর্ধমান রোডের সঙ্গে শিলিগুড়ি কুমোরটুলির সরাসরি সংযোগের জন্য প্রয়াস নেওয়া হবে বলে আমরা আশ্বাস পেয়েছি। এখন মহানন্দার বিসর্জন ঘাট দিয়ে কুমোরটুলিতে যোগাযোগ করতে হয়। ফলে সমস্যা হয়। আগে জি আর পির ভিতর দিয়ে যে রাস্তা ছিলো সেই রাস্তা আবার চালু করা যায় কিনা তা তিনি ভেবে দেখবেন বলে ডেপুটি মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের। ১৯৯৯ সালে স্থাপিত হয় এই কুমোরটুলি। এখানে দুশোর বেশি মৃৎ শিল্পী রয়েছেন। ত্রিশটির মতো কুমোরটুলি কারখানা রয়েছে। চারশ পরিবারের রুটি রুজি এর সঙ্গে জড়িত। পাঁচশোর বেশি দুর্গা প্রতিমা এখানে তৈরি হয়। ''

With Best Compliments From :-

CELL : 9434388147, 9832445183
E-mail : gmishra11@yahoo.com

SAHA AND MAJUMDER
CHARTERED ACCOUNTANTS

C.A. GHANSHYAM MISHRA
F.C.A., DISA (ICAI), Grad. C.W.A

SHELCON PLAZA
C-12, 1ST FLOOR
SEVOKE ROAD
SILIGURI-01

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত

Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার

সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।

Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি

দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

কাশের বনে অপু

(একটি কাল্পনিক গল্প)

বাপি ঘোষ

"ওই মানু, গরু ছাড়"। রোজ সকাল দশটা বাজতেই চিৎকার করতো রাখাল। শিলিগুড়ির পাশে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল তখন বেশ ঘন। আশপাশে ধূ ধূ মাঠ। যে দিকে চোখ যায় সবুজ ঘাসের মাঠ। পাশেই ইন্ডিয়ান ওয়েলের ডিপো, তেলের সব ট্যাঙ্কার দূর থেকে দেখা যেতো। তার গায়েই এনজে পি স্টেশনের ট্রেন লাইন। কু ঝিক ঝিক করে মাঝেমধ্যে সব ট্রেন যায়। মাল গাড়ি থেকে আরও কিছু ট্রেন। দূর থেকে দেখা যেতো। আর তার পাশেই রাখাল গরু চড়াতো। তখন শিলিগুড়ির প্রায় গৃহস্থ বাড়িতেই গরু ছিলো। সকালে রাখাল আসতো শহরে। সব বাড়ি থেকেই গরু নিয়ে যেতো। গরু চড়িয়ে মানে সারাদিন ধরে গরুদের সেই নির্ভেজাল ঘাস খাইয়ে বিকালে আবার যার যার গরু তার তার বাড়িতে পৌঁছে দিতো। তেমনভাবেই মানুদের বাড়িতেও অনেক গরু ছিলো। মানুই সব গরু দেখাশোনা করতো। যেদিন মানু সকালে বাজারে যেতো সেদিন মানুর ভাগ্নে অপুর কাঁধে দায়িত্ব পড়তো গোয়ালঘর থেকে গরুদের গলায় বাঁধা দড়ি খুলে রাখালের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর আশ্চর্য! মানু বাজারে গেলে রাখালের হাঁক শুনে গরুগুলোও গোঁ গোঁ করে হাঁক পাড়তো। মানে ' আমার গলার দড়িটা খুলে দাও, রাখাল এসে গিয়েছে। আমি মাঠে যাবো। ঘাস খাবো। তোমাদের খড়-বিচুলি-পোয়াল-ভুসি--খোল-ভাতের মার থেকে আমার কাছে সবুজ ঘাস বেশ ভালো। '

মানু যখন বাজারে, অপুই তাড়াতাড়ি লালি, কালি, মনা , সোনাদের গলার দড়ি খুলে রাখালের কাছে পৌঁছে দিতো। ভাবটা অনেকটা এমনই যে ওরা সবুজ মাঠের ক্লাসে যাবে, সারাদিন সবুজ গালিচায় গা এলিয়ে দেবে। জাবর কাটবে। একে অপরকে জিভ দিয়ে চেটে দেবে। আর বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট থেকে হু হু করে ভেসে আসা বাতাসে ওরা যেন শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ পেতো। অপুও ওদের সঙ্গে সঙ্গে রাখালের সঙ্গে চলে যেতো। অপুর সঙ্গে বেশ সখ্যতা ছিলো লালি, কালি, মনা, সোনাদের। মানুর অবর্তমানে প্রায়ই অপুই ওদের খাবার পৌঁছে দিতো গোয়াল ঘরে। অপু ওদের আদর করতো সবসময়। অপুর তখন বয়স দশ কি বারো বছর। খালি গা, হাফ প্যান্ট। জোড়াপানি নদীটা পেরোলেই কি সুন্দর পরিবেশ!

তখন খুব পাব্লিসিটিও দেখানো হোত। আজকের শিলিগুড়ি মহিলা কলেজ মাঠকে তখন বাজারের মাঠ বলা হোত। সেই মাঠেও মাঝেমাধে পাব্লিসিটি দেখানো হোত। তখন সাদা কালোর যুগ। তারমধ্যেই অপু একবার দেখে নিয়েছিল পথের পাঁচালি, সেখানে অপু দেখেছিলো পথের পাঁচালির অপুর সঙ্গে ওর দিদি দুর্গাকে। সেই পাব্লিসিটিতেই অপু গান্ধীজি, বিদ্যাসাগর, স্বামীজির ছবিও দেখে নিয়েছিল। কচি মনে বেশ দাগ কাটতো মনিষীদের জীবনী।

মনে বড় কষ্ট ছিলো অপুর। মা-র স্নেহ থেকে বঞ্চিত হোত। পুজোয় কখনো বাবা-মার কাছ থেকে একটা নতুন জামাতো দূরের কথা, ভালোবাসা স্নেহ থেকে বঞ্চিত হোত। অপুর দিদিমা মানে স্নেহা সরকার অপুকে দেখেশুনে ভালোবাসা দিয়ে রাখতো। অপুর সেই শৈশব থেকেই কষ্ট ছিলো, পথের পাঁচালির দুর্গার মতো একটা দিদি বা বোন নেই। যাক গে,রাখালের সঙ্গে গরু চড়াতে গিয়ে অপু লালি, কালি, সোনা, মনাদের সঙ্গে খেলতো। ওরাও অপুকে ঘাস খাওয়ার ফাঁকে এসে আদর করতো, জিভ দিয়ে অপুকে পিঠটা কখনো চেটে দিতো।অপু ওদের বেশ আদর করতো। গলা হাতিয়ে দিতো, মাথা বুলিয়ে দিতো আঙুল দিয়ে। কখনো ওদের কপালে অপু ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করতো। ওরা অবলা হলেও সব বুঝতো। কথা বলতে না পারলেও ওদের চোখে জল আসতো অপুকে দেখে!

এরকম চলতে চলতেই একবারের ঘটনা। সেবার মা আসছে। চারপাশে কাশবন। তারমধ্যে সবুজ ঘাসের মাঠ। আকাশে পোঁজা তুলোর মতো মেঘ। শরতের সোনা রোদ্দুর। অপুর পুজোর জামাপ্যান্ট হয়নি। সেদিন মহাষষ্ঠী। অপুর বাড়ির আশপাশে অপুর মতো শিশুরা নতুন জামাপ্যান্টের আনন্দে মশগুল। অপুর দিদিমা স্নেহা বলে দিয়েছিলো, এবার পুজোর জামাপ্যান্ট হবে নারে! রোজগার নেই।

মাঝেমধ্যে দিদিমার বাড়িতে এসে অপুকে দেখে যেতো ওর বাবা। অপু বুঝতে পারতো, ওর বাবা গরিব। পুজোর জামাপ্যান্ট কিনে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অপু তাই কিছু চাইতো না বাবার কাছে। পাছে বাবার কষ্ট হয়। তবুও সেবার পুজোর আগে বাবা অপুকে দিদিমার বাড়িতে দেখতে এলে অপু বাবার কাছে আব্দার করে গ্যাবাডিনের প্যান্ট আর পলিয়েস্টার এর জামা চেয়েছিলো। সে সবতো জোটেই নি, বরঞ্চ আব্দারের মাশুল হিসাবে জুটেছিল পিঠে চামড়ার বেল্টের বাড়ি , চাক চাক দাগ।

কাশ বনের পাশে লাল কালিদের নিয়ে কেঁদেছিল অপু!। ওরাও অপুর পাশে ঘেঁষে বসে অপুর দুঃখে যেন সামিল হতে চেয়েছিলো। আর আচমকা ট্রেন লাইনের কাছে হুইসল দিয়ে চলে আসছিলো ট্রেন। লালি সে ট্রেনের সামনে পড়ে যায়। অপুর পকেটে ছিলো লাল একটু রুমাল। অপু দূর থেকে বুঝতে পেরে সেই লাল রুমাল দেখিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু না, ট্রেন থামেনি। লালি চলে যায় ট্রেনের তলায়। পাশেই ছিলো কাশ বন। ট্রেন লাইন থেকে লালির কাটা শরীরের রক্তের পাশে সাদা কাশবন লাল হয়ে যায়। পরে কালি, মনা, সোনাদের নিয়ে চোখের জলে ফিরে আসে অপু। তখনই অপু স্থির করে আর পুজোর জামাকাপড়ের জন্য কারও কাছে আব্দার করবে না। বরঞ্চ কালি মনা সোনাদের গোবর থেকে ঘুঁটে দিয়ে সেই ঘুঁটে বিক্রির টাকায় অপু কালি মনা সোনাদের জন্য শীত কালের বেশ গরম বস্ত্র তৈরি করে দিয়েছিল। কাওকে সে তা বুঝতেও দেয়নি। অপুর ওর দিদিমার সঙ্গে বাড়ির টিনের ছাউনির ওপর উঠে ঘুঁটে দিতো।

আজও প্রায় বার্ধক্যে পৌঁছে সেই ঘটনা অপুর মনকে নাড়া দেয়। আজ সেই ঘুঁটে নেই। আজ সেই কাশ বন নেই। প্রায় ৪৫ বছর আগের ঘটনা। আজ সেই বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট নেই। আজ গৃহস্থ বাড়িতে সেই গরু নেই। আজ সেই জোড়াপানি নদী সেই নদী নেই। নদী পার হলে তেলের ট্যাঙ্কার বা ট্রেন লাইন দূর থেকে আর দেখা যায় না। আজ শুধু ঘন জনবসতি। চারদিকে কংক্রিটের জঙ্গল। শরতেই সেই হালকা শীতের হিমেল অনুভূতি আর নেই। নেই সেই আবহাওয়া। নেই সেই সরল মনগুলোও। নেই মাঠ আর মাঠে দৌড়ে বেড়ানো। সেই গরু, সেই সবুজ ঘাস বা সেই বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল না থাকলেও, মানুষগুলোর মধ্যে গরুদের আত্মা ভর করে সব গাছ হজম করে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি করেছে। মানুষগুলো সব আকারে মানুষ হলেও যেন আজ একেকটি গরু বা গাধা হয়ে উঠছে!! সেই গরুও নেই, সেই গোবরও নেই। আর গোবর দিয়ে সার তৈরি করে জৈব কৃষিও নেই। কৃত্রিমতার সারের গোবর আমাদের মাথায় শক্তপোক্ত ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে রাসায়নিক সারের চাষ থেকে উৎপন্ন শাকসব্জি আমাদের শরীরের মধ্যেকার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। সব রোগ জাঁকিয়ে বসছে আমাদের। মহালয়ার ভোরে আর বাড়ি বাড়ি পাওয়া যায় না সেই শিউলির সুবাস। দুর্বা ঘাসে আজ আর সেই শিশির ভেজা পরিবেশ নেই। ঘাসে ভেজা শিশির থেকে শিশির তুলে এনে ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, আজ আর সেই প্রকৃতিয়ানায় নেই। তবুও মা আসছে। মা আসতেন, মা আসছেন, মা আসবেন। এ কোন মা? শারদীয়ার সেই প্রকৃতি মা?!! শ্রীরামচন্দ্রের সেই রাবন বধ করার জন্য যে পুজোর আয়োজন হয়েছিল, এতো সেই মা নয়। আজ তো কংক্রিটের প্রকৃতি থেকে উষ্ণায়নের মা আসছে!! কোথায় আমাদের সেই মা? কোথায় হারিয়ে গেলে মা তুমি? মা, তুমি আমাদের এই শারদীয়ার শুভ ক্ষনে বিশ্ব কবির ভাষায়, 'দাও ফিরে সেই অরন্য, লহ এ নগর!' ফিরিয়ে দাও, হাত জোড়ে প্রার্থনা করেন বার্ধক্যের কাছে পৌঁছে যাওয়া অপুবাবু। মহাষ্টমীর অঞ্জলিতে। শৈশবেই অপু উপলব্ধি করে সর্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম। অর্থাৎ সর্বত্র ঈশ্বরের অবস্থান। পরিবেশ প্রকৃতি মানুষ কীটপতঙ্গ পশুপাখি নিয়েই আমাদের সংসার। সকলকে প্রয়োজন রয়েছে সংসারে। দেবী দুর্গার সংসারে লক্ষী গনেশ কার্তিক গনেশ কলা বৌ সহ তাদের সব বাহনকেই চাই। তবেই বজায় থাকবে সংসারের ভারসাম্য, বাস্তুতন্ত্র। নয়তো অসুর রাজের প্রাধান্য বেড়ে গিয়ে আমাদের ধ্বংস ও কষ্ট আরও ত্বরান্বিত হবে।

সোনালি দিনের বাংলা পুজোর গান

পাঞ্চালি চক্রবর্তী
(সঙ্গীত শিল্পী, বাবু পাড়া , শিলিগুড়ি)

গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে আর বর্ষার অবিরাম বৃষ্টির শেষে শুভ্রতা ও স্নিগ্ধতার অপার সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার প্রকৃতিতে আসে শরৎ। আকাশে তুলা পেঁজার মতো মেঘ, শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসের ওপর শিউলি ফুলের টুপটাপ ঝরে পড়ার শব্দ, শান্ত নদীর তীর ঘেঁষে বাতাসে মাথা দোলান কাশ ফুল, শরতের রুপমাধুর্য্যকে এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য দান করে। শরৎকালে মাঠের নয়নাভিরাম সবুজ ধানের শীষে দোল খায় কৃষক ভাইদের আগামী দিনের স্বপ্ন। এই শরৎকালই কোমলতায় ও নির্মলতায় প্রশান্তির পরশ বুলায় মানুষের মনে প্রানে।

কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। তবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজো, যা এই শরৎকালেই হয়। দীর্ঘ এক বছরের প্রতীক্ষার অবসান ঘটে বাঙালির মহালয়ার শুভ বন্দনাতে। বিভিন্ন মন্ডপে মন্ডপে দেবী দুর্গার মূর্তি, আলোক সজ্জা, মানুষের ভিড়, মাইকে পূজার গান ভেসে আসা, নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের মনের আনন্দকে আলাদা মাত্রা এনে দেয়। তবে ভালো মতোন লক্ষ্য করলে দেখা যায় এখনো পূজা মন্ডপগুলি থেকে পুরনো দিনের গানই বেশি ভেসে আসে।

বাঙালির সাহিত্য এবং সঙ্গীত জীবনের শেষ কথাই রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রনাথের গান বরাবরাই পূজায় আলাদা জায়গা করে নেয়। তবে পূজার গান এই কথাটির সাথে বাংলা সোনালি দিনের গান ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সময় সঙ্গীত জগতে জোয়ার এনেছিলেন মোহিনী চৌধুরী, গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় , সলিল চৌধুরী, সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ প্রমুখদের কথা ও সুর। তাঁরা প্রতিটি গানের সুর সৃষ্টিতে এতোটাই অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সেসব গান আজও শ্রোতাদের কানে বাজে। ১৯৪৯ সালে পূজার সময় সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ' কোন এক গাঁয়ের বধূ', ৫০ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 'অবাক পৃথিবী' রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল। ৫৫সালটি ছিলো আবার মহিলা শিল্পীদের দখলে। মধুকণ্ঠী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁশ বাগানের মাথার ওপর', উৎপলা সেনের 'ঝিকমিক জোনাকি' ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান মানুষের মুখে মুখে ফিরেছিল। এরপর ৫৬ সালে শচীন দেববর্মন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুরে ' আকাশ প্রদীপ জ্বলে ' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। পরের বছরটা আবার বাংলা গানের নবীন শিল্পীদের প্রতিভাকে সঙ্গীতের জগতের শ্রোতারা ভীষনভাবে স্বাগত জানালো। সুবীর সেনের ' এতো সুর আর এতো গান', শ্যামল মিত্রের 'সেদিনের সোনা ঝরা সন্ধ্যা', মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ' আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি', শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিল।

ষাট সত্তরের দশকে গানের কথাতো লিখে শেষ করা যাবে না। কে ছিলেন না তখন। পূজার গানে পুরানো শিল্পীদের সাথে জনপ্রিয় গানের তালিকায় নাম লেখালেন কিশোর কুমার, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, ভূপেন হাজারিকা, আরতি মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত , মৃনাল চক্রবর্তী প্রমুখ। বাংলা গানে সেই সময় বৈচিত্র্যের অভাব একদমই ছিল না। আধুনিক গান ছাড়াও অতুল প্রসাদি, নজরুল গীতি, বাংলার লোক সঙ্গীত, ভক্তি গীতি, কৌতুক গীতিতেও এসেছিল প্রানের জোয়ার।

আশির দশক থেকেই যেন বাংলা গানের টালমাটাল অবস্থা। এককথায় সেই সময়ের স্বর্নযুগের আজ অবসান ঘটেছে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন নতুন বাংলা গান নিয়ে কিছু শ্রোতা আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এখনকার দিনের কিছু শিল্পী অবশ্য দাবি করেন নতুন গানের কথা ও সুরের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে শ্রোতাদের।

তবে আমরা আশা করবো আগামী দিনে নতুন শিল্পীরা পুজোতে নিশ্চয়ই ভালো ভালো গান আমাদের উপহার দেবেন এবং আমরাও হয়তো ফিরে পাবো বাংলা গানের সোনালি দিনের স্বাদ।

আমি নিশ্চিত এবার পুজো ভালো কাটবে

শিবেশ ভৌমিক

(সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা, বিধান নগর)

শিলিগুড়ি মহকুমার শেষ প্রান্তে তথা এই জেলার দক্ষিন সীমানায় অবস্থিত একটি গ্রাম । অবশ্য গ্রাম বললে এখন ভুল বলা হবে, জেলার একটি ছোটোখাটো শহর বলাই যায়। যেখানকার আনারস বিশ্ব বিখ্যাত। ছোট বড় চা বাগানে সমৃদ্ধ এই এলাকা। এই সুন্দর গ্রাম বা ছোট শহর বা বন্দর এলাকার নাম বিধান নগর। এখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্নরুপে নির্ভর করে চা আর আনারসের বাজারের উপর। এবারও আনারসের গড় বাজার ভালোই ছিলো। কিন্তু চায়ের বাজার খুব ভালো চলছে না। ছোটো ছোটো চা বাগানের মালিকরা এক ধরনের পোকার (লোফার) জন্য নাজেহাল । তাই গড়পড়তা চা ও আনারসের বাজার খুব ভালো না হলেও মোটামুটি ছিল বা আছে। আমাদের এলাকায় ছোটো চা ও আনারস চাষী যেমন ভালো আছে তেমনই শ্রমিকরাও যথেষ্ট ভালো অবস্থায় রয়েছে (এখানে ঠিকা ও হাজিরা শ্রমিকদের কথা বলছি)। বড় চা বাগানের বিষয় আমার জানা নেই। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছোটো আনারস ও ছোটো চা বাগানের সাথে যুক্ত। আমাদের বাজারে রয়েছে ছোটো বড় মিলিয়ে প্রায় ছয় শত বিভিন্ন ব্যবসায়ী। সামনেই বাঙালিদের হৃদয়ের উৎসব তথা বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা পুজো। কাপড়, জুতোর দোকানে সাজ সাজ রব। মেতে উঠেছে নানারকম সম্ভারে। পুজো চলাকালীন বিভিন্ন মিষ্টির দোকান সহ নানারকম দোকানদার অধীর আগ্রহে আছে পুজোর কয়েকদিনের জন্য। করোনার চোখ রাঙানি আমরা গতবারই উপেক্ষা করেছি। করোনাতে আমাদের অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হয়েছে। ব্যবসায় যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরন করতে আমাদের আরো অনেক বছর লাগবে। এলাকাতে ছোটোবড় সব মিলিয়ে প্রায় ১৫--২০টা পুজো হয়, দুই একটা পুজো জেলার পুজোগুলোর সাথে প্রতিযোগিতায় আসে। পুজো আসছে যা আমাদের জন্য নিয়ে আসুক শান্তির বার্তা। চারদিকের অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মারামারি , হানাহানি , হিংসা, বিদ্বেষ বন্ধ হোক। মানুষের জীবনে শান্তির বাতাবরন তৈরি হোক। আমরা যেন একে অপরের ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার জায়গায় থাকি। সবশেষে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের প্রিয় সম্পাদক বাপি ঘোষ মহাশয়কে যার প্রেরনায় শুকিয়ে যাওয়া কলমে কিছুক্ষনের জন্য উথলে পড়েছে বিন্দু বিন্দু রস। আমি নিশ্চিত এবার পুজো ভালো কাটবে , ভালো থাকবে আমার প্রিয় ব্যবসায়ীরা, সাথে অবশ্যই ক্রেতাসহ জনসাধারণ। সকলের জীবনে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করুক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। বাংলা ও বাঙালির পক্ষ থেকে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে জানাই শুভ শারদীয়ার অগ্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

শিশু কিশোরদের জন্য বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরনের কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরনের কাউন্টার খুলে বস্ত্র বিতরন করা হলো শিলিগুড়ি চম্পাসারিতে। জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের কাছে ওই বিশেষ বস্ত্র বিতরনের কাউন্টার খোলা হয় মহালয়ার দিন। পাঁচ বছর থেকে কুড়ি বছর বয়সীরা সেই কাউন্টারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী জামাকাপড় সংগ্রহ করে । তবে বস্ত্র সংগ্রহ করার আগে সকলকে কূপন সংগ্রহ করতে হয়। যারা আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর তারাই সেই নতুন বস্ত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারে। পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পরিষদ সদস্য দিলীপ বর্মনের কাছ থেকে সেই কূপন সংগ্রহ করতে হয়। দিলীপবাবুর উদ্যোগেই পুজোর মধ্যে অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের মধ্যে হাসি ফোটাতে সেই বিশেষ উদ্যোগ। আবার বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিয়ে এবারই প্রথম পুজো পরিক্রমার আয়োজন করতে চলেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সমাজসেবী। ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও মানবিক কাজ করতেন। এখন সেই সামাজিক কাজ আরও বেড়ে গিয়েছে। এবারে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পুজো পরিক্রমার সময় তিনি সকলকে ধুতি ও শাড়ি বিলি করবেন বলে দিলীপবাবু জানিয়েছেন। তাছাড়া চম্পাসারির জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের তিনি সভাপতি। চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে এবারও সেই থিম পুজোর প্রস্তুতি চলছে। পুজো উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা বসে। প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় জমে সেই মাঠে। এবারও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে সেই পুজোর মাত্রা অন্য পর্যায়ে পৌঁছচ্ছে বলে দিলীপবাবু জানান। এরজন্য সেখানে বাড়তি নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মা এসেছে মোদের দ্বারে

রুপকথা চট্টোপাধ্যায়

(লেক টাউন, শিলিগুড়ি-- নবম শ্রেণী, বিড়লা দিব্যজ্যোতি)

পুজোর সময় ঢাকের বাজনা বাজলে সবাই আনন্দে মেতে ওঠে মায়ের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাসে, রঙের বাহারে আলোর ছটায় সমগ্র উৎসবটি আনন্দের একটি ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। শরতের নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, সবুজ মাঠে সাদা কাশ ফুলের সমারোহ বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ, ঘাসের ডগায় ও গাছের পাতায় সন্ধ্যেবেলা শিশিরের রুপোলি রেখা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে মা আসছেন। চারদিকে পুজোর আগমনীর আমেজ। সবার মনে তখন একটি অদ্ভূত অনুভূতি হয় যেটা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় পুজোর মন্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। দুর্গা পুজোই আমাদের জাতীয় উৎসব। এই উৎসবে সবারই মধ্যে আনন্দ ও প্রান চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে যায়। এই উৎসবের রুপটির বৈচিত্র ও মহিমা বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব।

এদিকে যেমন আমাদের আনন্দের সীমা নেই ওদিকে আবার যারা সারা বছর দারিদ্র্যে ভুগছে, সারা বছর কষ্ট পাচ্ছে, তাদের জন্যে পুজোর কোনো আনন্দ নেই। কারণ তারা এমনিতেই সারা বছর অনেক সময় ভালো মতো খেতে বা পড়তে পায় না। তাই ওদের কাছে পুজোর কোনো নতুন মানে নেই। যদি আমরা ওদের পুজোর সময় ওদের পাশে দাঁড়াই, তাহলে তারা পুজোর আনন্দটা উপভোগ করতে পারবে।

এই কথা ভেবে আমরা পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিক করি যে আমরা পুজোর সময় অনেকেই ৮/১০টা করে জামাকাপড় পাই । সেখান থেকে ২/৩টা করে জামা ওদের জন্য দেবো। পুজোর আগে একদিন সকালে আমরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাড়ার কাকুকাকিমাদের কাছ থেকে ছোটদের নতুন জামাকাপড় সংগ্রহ করি--পরে চতুর্থীর দিন দুশোর উপরে ছেলেমেয়েদের পোশাক আমাদের পুজোর মন্ডপে গিয়ে দাদাদের হাতে তুলে দিই এবং তারা পঞ্চমীর দিন বিকেল চারটের সময় সেই পোশাকগুলো গরিব ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরন করেন-- আমরাও মন্ডপে দাদাদের সাথে ছিলাম। খুব ভালো লাগল যখন আমাদের মতো ছোটো ছোটো ভাইবোনেরা নতুন জামা পেয়ে খুব খুশি হয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। পুজোর তিন দিন মন্ডপেই ওদের জন্য প্রসাদ খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সপ্তমী, অষ্টমীর দিনে উপোস করে নতুন জামা পড়ে সেজেগুজে পুজোর মন্ডপে এসে দিয়েছি মায়ের পায়ে অঞ্জলি--'' মা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরুপেন সংস্থিতা/নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ''। আবার নবমীর রাতে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি করে মন্ডপে মন্ডপে ঠাকুর ও আলোকসজ্জা দেখেছি। দশমীর দিনে সন্ধ্যায় সবাই মিলে যেতাম মহানন্দার ঘাটে ঠাকুর বিসর্জন দেখতে। পরে ঘরে এসে গুরুজনদের প্রণাম করে মিস্টি মুখ করতাম। তাই মায়ের কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করি,'' মা সবার মঙ্গল করো যাতে আমরা প্রতিবারের মতো সবাই মিলে শারদোৎসবের আনন্দে মেতে উঠতে পারি। বিজয়া দশমীর দিন সপরিবারে কৈলাশে ফিরে যান-- আমরা আবার এক বছর অপেক্ষা করি মায়ের শুভ আগমনের আশায় শুনতে পাবো--' দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবী পরং সুখম,/ রুপং দেহি, জয়ং দেহি,যশো দেহি, দ্বিষো দেহি।'

৭৫ বছর পূর্তিতে শিলিগুড়ির আর্য্য সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায় রয়েছে শহরের প্রাচীন ও ঐতিহ্যমন্ডিত সংস্থা আর্য্য সমিতি। সেই আর্য্য সমিতির ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব পালন শুরু হয়েছে গত বসন্ত পঞ্চমী থেকে। সেই ৭৫ বছর পূর্তিকে স্মরনীয় করে রাখতে সারা বছর ধরে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রসারে ব্যাপককর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে আর্য্য সমিতি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি খেলার আসর বসেছে আর্য্য সমিতি চত্বরে। তার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো রয়েইছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো নাট্য উৎসব। উত্তাল নাট্য গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গত ২৩ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আর্য্য সমিতি হল ঘর চত্বরে নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আর্য্য সমিতির উদ্যোগে এই নাট্য উৎসবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি। সেখানে উত্তাল এর প্রযোজনায় নাটক মনিকাঞ্চন, কালো ব্যাগ, এক সন্ধ্যায়, বাঁচার উপায়, চায়ের সঙ্গে চাই এবং ১৬ পাতা নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। ঋত্বিক এর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় শান্তি নাটকটি। বলাকা নাট্য গোষ্ঠীর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় পেশকারের বিচার। এছাড়া দর্পনের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় ক্যান্সার নামক নাটকটি। নাটকের সঙ্গে সঙ্গীত এবং নৃত্য অনুষ্ঠানও ছিলো। নাট্য উৎসব শুরুর দিন পুরসভার ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রশান্ত চক্রবর্তী, শরদিন্দু চক্রবর্তী, নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আর্য্য সমিতির সম্পাদক রানা দে সরকার জানিয়েছেন, তাদের এই বর্ষ ব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আগামী দিনে আরও অনুষ্ঠিত হবে। চারদিকে সুস্থ বাতাবরন তৈরি করতে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির প্রসারে তাদের এই ধারাবাহিক কর্মসূচি বলে রানা দে সরকার জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত প্রাচীন শিলিগুড়িতেও মিত্র সম্মিলনীর সঙ্গে এই আর্য্য সমিতি নাটক, যাত্রা প্রভৃতি সংস্কৃতির প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছিলো। সেই ধারাই বজায় রাখার চেষ্টা করছেন রানা দে সরকার সহ আর্য্য সমিতির সমস্ত ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনুরাগী সদস্যরা।

দুর্গা পূজার প্রসার এবং চন্দ্র যান--৩ এর সফল উৎক্ষেপন নিয়ে কিছু কথা

নির্মলেন্দু দাস
(বিজ্ঞানী ও কবি, শরৎ পল্লী , হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

প্রথমেই বলি ১) বৈদিক যুগে মূর্তি পুজোর রেওয়াজ ছিল না। কেবল যজ্ঞের শেষে পূর্ণাহুতি দেওয়ার পর ধ্যান করার নিয়ম ছিল।২) বৈদিক যুগে দেব-দেবীদের মন্দিরও ছিল না। শাস্ত্র মতে, দুর্গা-কালী-তারা-কমলা-জগদ্ধাত্রী এরা সকলেই ছিলেন বীজমন্ত্রগত ধ্যানের দেবতা। তন্ত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে, মা হলেন শতরুপা। জগতে যত সাধক, মায়ের রুপও তত রকমের। ৩) এই কারনেই ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন মন্দিরে দেবতার রুপবিগ্রহ মেলে না। সেখানে আছে প্রস্তর খন্ড। যেমন, কাশ্মীর অন্ন পূর্ণা আসলে একখন্ড পাথর মাত্র। সেই পাথরের মাথায় বসানো আছে সোনার মুখ। আর আছে দুই পাশে দুই খানা সোনার হাত। কালী ঘাটের মা কালীর দিকে তাকালেও এই রুপই প্রত্যক্ষ করি আমরা। ৪) মূর্তি পূজার প্রবর্তক বৌদ্ধরা। প্রতিমা শিল্পের সূচনাও হয় ওই বৌদ্ধদের আমলেই। ৫)আধুনিক যে প্রতিমা শিল্প, তার জন্ম কিন্তু মাত্র ৮০০ বছর আগে। এর নেপথ্যে ছিলেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ন। জানা যায়, তিনিই প্রথম মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রচলন করেন। এরপর ভাদুড়িয়ার মহারাজা জগৎ নারায়ন রায় ঘটা করে দুর্গা পুজো করেন।৬) অনেকেরই মতে, সম্ভবত মোঘল আমল থেকেই বাংলার ধনী পরিবারগুলিতে দুর্গা পুজো করা হোত। দুর্গা দেবীর পুজো সম্ভবত ১৫০০ শতকের শেষ দিকে প্রথম শুরু হয়। সম্ভবত দিনাজপুর-মালদার জমিদার স্বপ্নাদেশের পর প্রথম পারিবারিক দুর্গা পুজো শুরু করেছিলেন। তবে এই দুর্গার রুপ ছিল অন্যরকম। লোককথা মতে আদি দুর্গার চোখ গোলাকার ও উজ্জ্বল এবং দেবী সাদা বাঘ ও সবুজ সিংহের উপর বিরাজ করেন। ৭) কলকাতায় ১৬১০ সালে বরিশার রায়চৌধুরী পরিবার প্রথম দুর্গা পুজোর আয়োজন করেছিলেন বলে জানা যায়। ৮)১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর রাজা নবকৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সন্মানে কলকাতার শোভা বাজার রাজবাড়িতে দুর্গা পুজোর মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। ব্রিটিশ বাংলায় এই পূজা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুর্গা পুজো স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাগ্রত হয়। ৯) ১৯১০ সালে কলকাতায় প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বারোয়ারি পুজোর শুরু হয়। তারপর থেকে গোটা বাংলায় দুর্গা পুজোর প্রবল প্রচার হয় এবং বর্তমানে এটি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দুর্গা পুজো পশিতমবঙ্গে বাঙালিদের বৃহত্তম উৎসব। বর্তমানে প্রায় ১০০ দেশে প্রবাসীগণ দুর্গাপুজো করে থাকেন। ১০) সারা ভারতবর্ষে দুর্গা পুজো হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন নামে। যেমন কাশ্মীরে অম্বা, দাক্ষিনাত্যে

অম্বিকা। গুজরাটে হিঙ্গুলা ও রুদ্রানী। এরকম আরো উদাহরন আছে।

আসলে বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সভ্যতার অগ্রগতির হয়েছে। বৃহত্তর শক্তির প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাবান হয়েছেন। এমনিতেই এখন সময়ের বড় অভাব। মানুষের মনও বিভ্রান্ত হয়েছে নানা কারণে। অন্যায় অবিচারের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে। এই ধরনের অশুভ শক্তিকে দূর করবার জন্য উপায় অন্ত না পেয়ে মানুষ কখনো মায়ের প্রতি আসক্ত হন। মা হলো শক্তির আধার। বিশ্বের সৃষ্টি কর্তী। অনুভবের দোর গোরায় গিয়ে মানুষ নিজেকে সাময়িকভাবে শ্রদ্ধাবান হওয়ার চেষ্টা করেন। এর নাম পুজো। পূর্বে পুজোয় তেমন আড়ম্বর ছিল না। কারণ আড়ম্বরের দ্রব্যাদি তৈরিই হয়নি। বিজ্ঞানের উন্নতিতে আলোক সজ্জা ও বিভিন্ন উপকরনে মায়ের পূজা মন্ডপকে আকর্ষনীয় করে তোলা হয়। এমন উজ্জ্বল আলোকে মায়ের প্রতি ভক্তি কতটা জাগ্রত হয় তা আমার জানা নেই। কারণ বর্হিজগতে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ হয় না। এসব অন্তরের ব্যাপার। তবে আনন্দমুখর হয়ে ওছে কয়েকটা দিন।

এবারের দুর্গা পুজোয় চন্দ্রযান--৩ এর গঠনমূলক অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পূজা মন্ডপ তৈরি হচ্ছে বলে খবর পেয়েছি। চন্দ্র যান --৩ ভারতবর্ষের গর্ব। আজ পৃথিবীর সকল দেশ এই সফল উৎক্ষেপনে বাহবা জানিয়েছে। চাঁদের যে জায়গায় অন্ধকারাচ্ছন্ন, দক্ষিন মেরু যেখানে অত্যন্ত ঠান্ডা, ওখানের কি আছে, তেমন গবেষণাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্র যানের রোভার সালফার (এস) ছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম(এএল), ক্যালসিয়াম(সিএ), আয়রন (এফ ই), ক্রোমিয়াম(সি আর), টাইটানিয়াম (টি আই), ম্যাঙ্গানিজ(এম এন), সিলিকন(এস আই) এবং অক্সিজেন (ও) সহ অন্যান্য উপাদানও সনাক্ত করেছে। ক্ষণে ক্ষণে ছবি পাঠিয়েছে ইসরোতে। এই ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীগণ জানতে পেরেছেন বহু তথ্য। ২৩শে আগস্ট সন্ধ্যা ছটা চার মিনিটে চাঁদে অবতরন করেছে চন্দ্রযান। চন্দ্রযান--৩ মিশনে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন সাত জন বাঙালি বিজ্ঞানী। এরা হলেন--ক) বীরভূমের মল্লারপুরের দক্ষিণগ্রামের বিজয় দাই, চন্দ্র যান ৩ এর অপারেশন টিমে ছিলেন, খ) ইসরোর মিশনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের সৌম্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়,গ)চন্দ্রযান ৩ এর অপারেটর দায়িত্ব পালন করছেন বাঁকুড়ার কৃশান নন্দী ঘ) মুর্শিদাবাদের তুষারকান্তি দাসও ছিলেন চন্দ্রযান ৩ এর মিশনে ঙ)উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের অনুজ নন্দীও ছিলেন এই মিশনে। চ) চন্দ্র যান ৩ মিশনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের পীয়ূষকান্তি পট্টনায়েক ছ) জলপাইগুড়ির কৌশিক নাগ এই মিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

চন্দ্র যান --৩ চাঁদের দক্ষিন মেরুতে অবতরন করেছে। সেখানের নাম দেওয়া হয়েছে শিব শক্তি পয়েন্ট। চাঁদে যদি কখনো বসবাসের উপযোগী স্থান হয়ে উঠবে তখন দেখা যাবে ওখানেও মাতৃ পূজা এবং অন্যান্য ধর্মের পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু চাঁদে তেমন পরিবেশ তৈরি না করতে পারলে কিছুই হবে না। এখানের পরিবেশ পৃথিবীর মতো নয়। ওখানে সবুজায়ন নেই, নেই জীবের অস্তিত্ব। মহাকর্ষ বল পৃথিবী থেকে প্রায় ছয় গুন কম। পৃথিবীতে কোন পদার্থের ওজন ৫০ কেজি হলে চাঁদে হবে--

আমরা জানি W = ওজন = mg = ভর বা (m) x অভিকর্ষজ ত্বরন (g)।

=>W= (50x9.8)N (যেহেতু, g এর আন্তর্জাতিক মান = 9.8 ms^2)

=>W= 490 N সুতরাং, চাঁদে ওজন হবে, পৃথিবীর ওজন এর 6 গুন কম। চাঁদে হবে 490/6=81.67N

কিন্তু পদাথের ভরের কোন পরিবর্তন হবে না। তেমনি যে যেমনভাবে ঈশ্বরকে আকার বা নিরাকার হিসাবে পূজা করুন না কেন, ঈশ্বর ঈশ্বরই থাকবে, পরিবর্তিত হবে শুধু ভাবনার।

চরন তোমার ছুঁয়ে শপথ

সজল কুমার গুহ
(শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, সম্পাদক, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতি, শিলিগুড়ি শাখা)

চরন তোমার ছুঁয়ে শপথ
আশ্বিন মাস এলে শুনি মায়ের পদ ধ্বনি,
আনন্দে কাটবে ক'টা দিন হই যত গরিব ধনী।
শান্তি সুখ বইবে এই আমাদের প্রার্থনা,
দূর হবে হানাহানি, থাকবে না মৃত্যু যন্ত্রণা।
কিন্তু? মায়ের আসার আগেই যে ডেঙ্গি মড়ক,
আত্মহত্যা, ধর্ষনে মজেছে, ভাসছে পথঘাট
সড়ক।
এমন তরে চললে মা! বাঁচবো কেমনে?
রক্ষা করো মা! দাঁড়াও বিপদের সামনে।
তোমার দেওয়া শান্তি বিধান ক'জন
মোরা মানি?
দুঃখের কারণ এসব তাই বা ক'জন জানি?
পূজা তোমার হয় না মা শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে,
দুঃখ জ্বালায় ভুগি তাই সারা বছর ধরে।
এবার মায়ের চরণ ছুঁয়ে করি সবাই শপথ,
তোমায় স্মরে চললে পরে দূরে হবে আপদ বিপদ।

দূর্গা মা

পূজা রায়
(আইনজীবী ও লেখিকা, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি)

দশ ভুজা মাগো তুমি
তুমি যে মোদের 'মা'।
তোমার রুপে কী যে আছে
একটি বছর অপেক্ষা করি।
দশ-রুপি মাগো তুমি
দিশেহারা-র ' মা'।।
মাগো তুমি আসবে বলে
সবার কত আয়োজন।
অন্ন, বস্ত্র, খাদ্য তুমি
সকলকে প্রদান করো।
হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি
নিয়ে তুমি বিদেয় নিও।
মাগো তুমি জগৎবাসীর
সুমঙ্গল কামনা করো।।

শরৎ কন্যে

মিঠু ঘোষ
(নিউ টাউন পাড়া, জলপাইগুড়ি)

কাল সকালে ডাক পিয়নের কাছে একটি চিঠি
পেলাম,
অনেকদিন বাদে খামে মোড়া চিঠি খানি--
আজকাল খামগুলোও বদলে গেছে নিজেদের
রুপ বদলে ওরা অন্য রুপ নিয়েছে।
তারপর খামটি হাতে নিয়ে যেই খুলেছি দেখেছি--
তাতে লেখা ছিল আমি তোমাদের ঋতুর মিষ্টতা
ছড়ানো শরৎ কন্যা,
যার হাসিগুলো ঝরে পড়ে কাশ ফুলের শুভ্রতার
সাথে --
যার ইচ্ছেগুলি ভোরের আলোয় সুগন্ধি ছড়িয়ে
প্রাঙ্গনে শিউলি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
যার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হয়ে শরতের কমল
সৌন্দর্যে ভরে ওঠে কিংবা আগমনীর চরনে
নিবেদনের আশায় ফুটে ওঠে।
এভাবেই আমি শরৎ এসেছি আগমনীর
আগমনের ডাকে,
কেতকী ফুল ফুটে উঠবে সড়কের ধারে--
আর কাঁধে ঢাকের বাজনা নিয়ে ঢাকি চলবে
মায়ের গানে,
বাজনার ছন্দে বাজাতে বাজাতে ।
আবার এসেছি আমি আগমনী তোমাদের মাঝে
সুরেলা শরৎ রানী--
সত্যিই চিঠি খানি আমায় আজ পৌঁছে দিল
পুজোর মধু মাখা পরশের প্লাবনে--
যেখানে শুধুই হাসবে শরৎ কন্যে।

আসল রঙটা

দুলাল দত্ত
(শিবমন্দির , শিলিগুড়ি)

লোভী আমি তোমারই মত
মনে হাজার লোভ
গাইতে সাফাই পরকে দেখাই
যত্ত আমার ক্ষোভ।
পোশাকি করি রং বেরঙের
পরি লোক দেখানো বেশ
জানা ছাড়াই দেখনদারি
গুণের বিচার শেষ।
যতই সাজি বাইরে মেকি
সত্য ভরা গত্ত
আমি অদেখায় অন্যে দেখে
সঙে আমি মত্ত।
আর কত দিন ঢাকবো চাদর
দিলেম খোলস ছিঁড়ে
আসল রঙটা বেরিয়ে এল
সারা শরীর ঘিরে।

এক গ্রাম্য মেয়ের মনোস্কামনা

ধনঞ্জয় পাল

দু-চোখ খুলে যখন আমি
দেখি ভোরের আলো-
ভাবি, আজকে আমি বেঁচে আছি
লাগছে কি যে ভালো।
ও-ভগবান তোমায় আমি
এই বলে রাখি-
কাল সকালেও আমি যেন
ভোরের আলো দেখি।
কাল সকালেও এমনি যেন
পূবে সূয্যি ওঠে
ভোরের বেলায় এমনি যেন
ফুলগুলো সব ফোটে।
কাল সকালেও এমনি যেন
পাখি গায় গান
মনের আঁধার কাটিয়ে যেন
ভুলি অভিমান।

পুজোর ওপর সঙ্গীত

বিপ্লব সরকার
(পশ্চিম আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবারে পুজোর মুখে দেশবাসীর কাছে বড় খবর হলো চন্দ্রযান-৩ এর সফল উৎক্ষেপন। অর্থাৎ আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি সমানে এগিয়ে চলেছে। এও মা মহামায়ার কৃপা। মা মহামায়ার শক্তি ও কৃপা থাকলে আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরও এগিয়ে যেতে পারবো। তবে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে আমাদের যন্ত্র নির্ভর হলে চলবে না। তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। মা মহামায়ার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে সব কাজ করতে হবে। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে আমাদের মধ্যেকার অশুভ শক্তিগুলোকে দমন করা। আমাদের মধ্যেকার হিংসা, হানাহানি ইত্যাদি দূর করে আমরা পরস্পর প্রেম প্রীতি নিয়ে কাজ করলে আমাদের আরও উন্নতি হবে। আমি পুজোকে সামনে রেখে নিজে গান লিখি, নিজেই সুর দিই। সেইরকম দুটি গানের মধ্যে একটি গান এখানে মেলে ধরলাম--নতুন সুরে নতুন মাসে/এলোরে বছর পরে/শ্রাবন গেলো ভাদ্র এলে/ আশ্বিনে জোয়ার আসে।/ভোরের সুরে আমরা সবাই/শুনি যে কান পেতে/ওই আসছে মায়ের জ্যোতি/ দূরদিগন্ত ভেসে /অন্তরেতে জাগলো সবার/আনন্দের চেতনা/চৈতন্য করে দেখা/ সবার অন্তরেতে। / মা যে আমার কৃপাময়/বুঝিতে না পারি/ আমরা মায়ের অবুঝ ছেলে/তাইতো লাগে ভয়।

সবশেষে সকলকে বলবো, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

পুজোর মুখে মহানন্দা দূষন ঠেকাতে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নদী। শিলিগুড়িতে পুজোর পর সব প্রতিমা নিরঞ্জন হয় মহানন্দা নদীতে। ফলে আজকাল বহু ক্ষেত্রে নদী দূষনের প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। প্রতিমার মধ্যে থাকা বিভিন্ন রং, ফুল সহ পুজোর সরঞ্জাম নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ফলে নদী দূষনের প্রশ্ন আসছে। এই অবস্থায় বিভিন্ন পুজো কমিটি এবং প্রশাসনের কাছে নদী দূষনের বিষয়টি বিশেষভাবে চিন্তা করার আবেদন জানিয়েছেন মহানন্দা বাঁচাও কমিটির বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী জ্যোৎস্না আগরওয়ালা। জ্যোৎস্নাদেবীর আরও প্রস্তাব, সেরকম প্রয়োজন মনে করলে পুজো কমিটিগুলো পৌষ মেলার মাঠে প্রতিমা নিয়ে আসতে পারে। সেখানে দমকলের সাহায্য নিয়ে সব প্রতিমা অন্যভাবে বিসর্জন করা যেতে পারে। তাতে দূষনের পরিমান অনেকটা কমবে। প্রতিমা নিরঞ্জন ঘিরে দূষন কমাতে আরও কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন জ্যোৎস্নাদেবী। গত শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মহানন্দা বাঁচাও কমিটি নমামি গঙ্গের সঙ্গে যৌথভাবে মহানন্দা আরতি এবং এবং মহানন্দা পুজোর আয়োজন করে। বিগত কিছুদিন ধরেই প্রতি পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নাদেবীরা মহানন্দা আরতির আয়োজন করছেন যাতে মহানন্দার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়। সেদিকে তাকিয়ে শুক্রবার মহানন্দা আরতি এবং মহানন্দা পুজোর আয়োজন করে নমামি গঙ্গে এবং মহানন্দা বাঁচাও কমিটি। সেখানেই জ্যোৎস্নাদেবী মহানন্দা দূষন মুক্ত রাখা নিয়ে তাঁর ওই সব প্রস্তাব দেন। মহানন্দার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে তাদের ওই ধারাবাহিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জ্যোৎস্নাদেবী জানান।

With Best Compliments From :~

Ph. : 9434352330
৯৪৩৪৩৫২৩৩০

Tufan Cable

hathw@y
Broadband and DIgital Cable TV

Reliance Industries Limited
Broadband and Digital Cable TV

Pran Beverages Pvt. Ltd.

Subhrarish Enterprises

Arabinda Pally, Siliguri

স্থায়ী ফুল বাজার চাই

রনপদ সেন

(সম্পাদক, শিলিগুড়ি ফুল ব্যবসায়ী সমিতি)

সকলকে নমস্কার। আমি রনপদ সেন শিলিগুড়ি বিধান রোজ ফুল বাজার থেকে বলছি। সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। ফুল ছাড়া আমাদের শুধু দুর্গা পুজো কেন, যে কোনো অনুষ্ঠানই অসম্পূর্ন থাকে। যারা নিয়মিত বাড়িতে পুজো করেন, তারা প্রতিদিনই ফুলের খোঁজ করেন। তাছাড়া বিয়ে বাড়ি থেকে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, অন্ন প্রাশন সবেতেই ফুলের চাহিদা রয়েছে। আর দুর্গা পুজোর সময় সেই ফুলের চাহিদা যে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। দুর্গা পুজোর পর লক্ষী পুজো, কালী পুজো বা দীপাবলিতে ফুলের চাহিদা অন্যরকম। পাহাড় থেকে অনেকে শিলিগুড়ি আসেন ফুল কিনতে। এবারেও পুজোর মুখে আমরা ফুল নিয়ে তৈরি। একটু দামতো বেড়েইছে। সব জিনিসের দাম বেড়েছে। ফুলের দামতো বাড়বেই। তবে একটি কথা বলতে চাই, শিলিগুড়ি দিনকে দিন বড় হচ্ছে। উত্তরপূর্ব ভারতের প্রধান শহর। বাইরে থেকে প্রতিদিন নানা মানুষ এই শহরে আসেন ফুল সংগ্রহ করতে। অথচ শিলিগুড়িতে আজ পর্যন্ত একটি স্থায়ী ফুল বাজার হলো। বিধান রোডে আমরা যে স্থানে কয়েকজন ফুল ব্যবসায়ী বসি, আগে আমরা হাসপাতালের কাছে বসতাম। বাম আমলে যখন পুর মন্ত্রী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য সেই সময় আমাদের উচ্ছেদ করা হয়, তখন এস জে ডি এ চেয়ারম্যানও ছিলেন অশোকবাবু। তখন স্থির হয় আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। স্থায়ী ফুল বাজার তৈরি করা হবে। স্থায়ী ফুল বাজার তৈরি হবে বলে আমরা কিছু অর্থও এস জে ডি এতে জমা করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের স্থায়ী পুনর্বাসন হয়নি। আমাদের জন্য ভালো একটি ফুল বাজারও তৈরি হয়নি। ফলে অস্থায়ী ফুল বাজারে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হচ্ছে। এখনকার প্রশাসনের যারা রয়েছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করছি আমরা। আশা করি শিলিগুড়িতে ফুল ব্যবসায়ীদের কথা চিন্তা করে স্থায়ী ফুল বাজার নির্মানে নজর দেওয়া হবে।

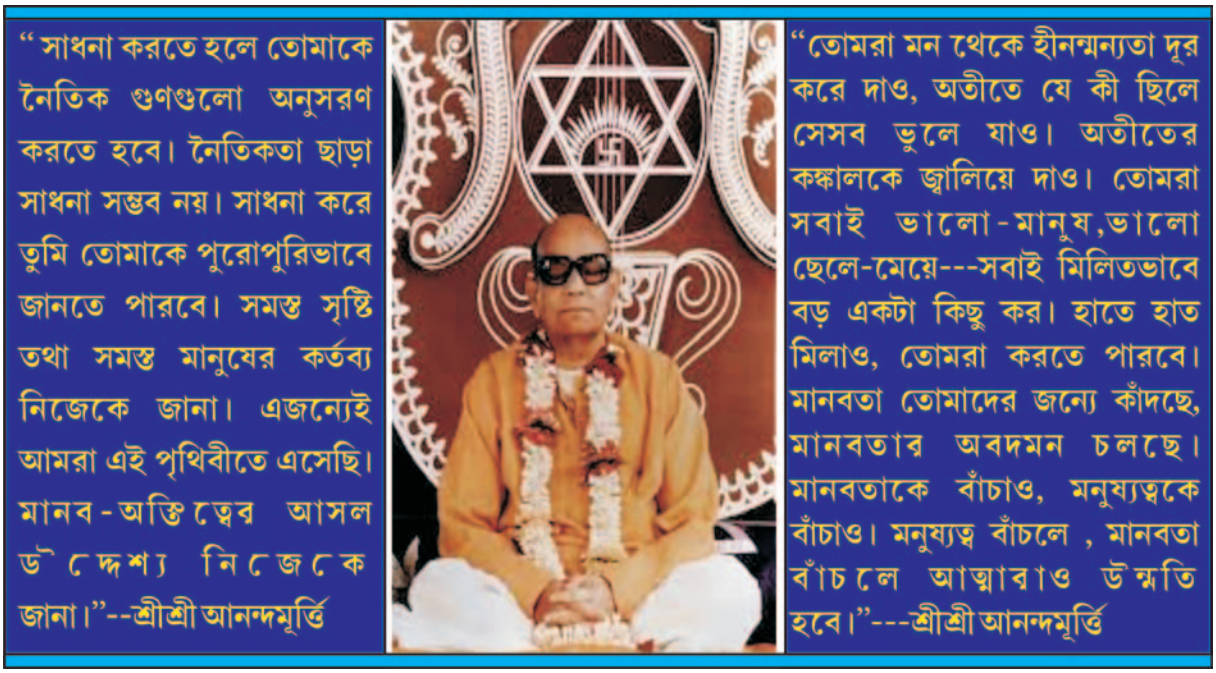

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন

পরিতোষ চক্রবর্তী
(অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক, শিলিগুড়ি লেক টাউন)

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা। বেশ কয়েকবছর হয়ে গেলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। চাকরি জীবনের সময় পার করা, আর আজকের সময় পার করা দুটোর মধ্যে অনেক ফারাক। চাকরি জীবন তাও আবার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অনেকরকম দায়িত্ব বা চাপ ছিলো। এখন সেটা নেই বটে। কিন্তু চাকরি জীবনেও বসে থাকতে পারিনি। এখনো বসে থাকতে পারি না। বয়স হয়েছে। আশি পেরিয়েছে। কিন্তু তাতে কি? যে কদিন এই শরীরে আছি মানুষের সেবা করে যাবো। তাই অবসর জীবনে সেবামূলক নানা কাজ , লেখালেখি করে সময় পার হয়ে যায়। সুরবিতান সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গীত শিক্ষক নির্মল গাঙ্গুলি, আমার কন্যা সঙ্গীত শিল্পী পাঞ্চালি চক্রবর্তী, নাতনি রুপকথা সহ আরও সবাই মিলে মহিষাসুর মর্দ্দিনী অনুষ্ঠান করছে। সংস্কৃতির প্রসারে তারা কাজ করছে। বিভিন্ন স্থানে পুজোর সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে তারা। তাদেরকে আমি উৎসাহিত করছি। এই সব সংস্কৃতি সাহিত্যর প্রচার প্রসার যত বাড়বে ততই সমাজের ভালো হবে। আমার বাড়িতেই কয়েকদিন ওদের রিহার্সাল হয়েছে। বেশ সুন্দর হচ্ছে ওদের মহিষাসুর মর্দ্দিনীর অনুষ্ঠান। সময় পেলেই কিছু লেখালেখি করি। সাহিত্য রচনা করতে ভালোবাসি। তারপর পুজোর মধ্যে পাড়ার পুজো সানরাইজ ক্লাবতো আছেই। সেখানে একটু সময় পেলেই আড্ডা দিই। সকলের খবরাখবর নিই। বাঙালির এটাইতো আছে। পুজো উৎসব আমাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। আর একটি কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি। দার্জিলিং জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি আমি। সেই সূত্রে বিভিন্ন প্রতিভাবান মেয়েদের খেলাধূলার জন্য উৎসাহ দিই। কোথাও কেউ আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর থাকলে তাদের পাশে দাঁড়াতে ভালোবাসি। কোথাও কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, আর্ত মানুষ দেখলে সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করি সাধ্য অনুযায়ী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অনুরাগী ভক্ত আমি। ফলে দুঃস্থ অসহায় আর্ত মানুষের কান্না সবসময় হৃদয়ে ধাক্কা দেয়। শিলিগুড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত আনন্দময়ী কালিবাড়ির সঙ্গেও রয়েছি। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সারা বছর ধরে মানুষের সেবায় নানা কাজ করে। সবসময় সেই সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারি না বয়সের কারনে। কিন্তু খবরাখবর শুনে ভালো লাগে। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতি মানুষের সেবায় সত্যিই ভালো কাজ করছে। সবশেষে বলবো, পুজো ভালো কাটুক সকলের। দরিদ্র অসহায় মানুষদের মুখে যাতে এই সময় হাসি থাকে তা দেখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আবারও সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

প্রয়াত কবিতা পাল স্মরনে শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে সেবামূলক কাজের উদ্যোগ। এবারেও পুজো দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল বিতরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে কেউ অসুস্থ হলে প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সৌজন্যে : নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক
হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব
সমাজসেবী , হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

আনন্দময়ী কালী বাড়িতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ

ভাস্কর বিশ্বাস
(সাধারণ সম্পাদক, আনন্দময়ী কালী বাড়ি সমিতি, ডি আই ফান্ড মার্কেট, শিলিগুড়ি)

সকলকে আনন্দময়ী কালী বাড়ি সমিতির তরফে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রতি বছরের মতো নিয়ম মেনে এবারও নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে আনন্দময়ী কালিবাড়িতে শারদীয়া দুর্গা পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সকলকে পুজোর কটা দিন আনন্দময়ী কালিবাড়িতে আমন্ত্রণ রইলো।

আমাদের এই কালিবাড়ি নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। সকলেই জানেন এই কালী বাড়ির ঐতিহ্যের কথা। তবুও আমি দু একটি কথা বলছি। চারন কবি মুকুন্দ দাস পরাধীন ভারতে শিলিগুড়িতে আসতেন চারন গান গাইতে। তিনি শিলিগুড়ি ডি আই

ফান্ড এলাকাতে আসতেন চারন গান গাইতে। সেই গানের ফাঁকেই তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামকে উস্কে দিতেন পরোক্ষভাবে। আনন্দময়ী কালিবাড়িতে মা কালীর মূর্তি স্থাপনে তিনি বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। চারন গান গেয়ে যে অর্থ চাঁদা উঠেছিল সেই অর্থ তিনি মূর্তি প্রতিষ্ঠার সময় দান করেছিলেন। তখন আনন্দময়ী কালীবাড়ির আড়ালে কিছু বিপ্লবী ইংরেজ হটাতে লাঠি খেলা শিখতেন এখানে, এমনটাই শোনা যায়। মা কালীর ভক্তির সঙ্গে শক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন বিপ্লবীরা। তাদের প্রার্থনার উদ্দেশ্য একটাই ছিলো, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করা। সেই দেশ প্রেমের ধারাকে বজায় রেখে আমরা আজও আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির তরফে দেশ ও সমাজের সেবা করে চলেছি। সারা বছর ধরে আমরা নানান সেবামূলক কাজ করে থাকি। আনন্দময়ী কালিবাড়ি সমিতির সকল সদস্য এই সেবামূলক কাজকে সফল করতে সহযোগিতা করছেন। কখনও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চোখ পরীক্ষা শিবির করা হচ্ছে। তার সঙ্গে বিনামূল্যে ওষুধও বিলি করা হচ্ছে। দুঃস্থ মানুষদের বিশেষভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে এই সব শিবিরের মাধ্যমে। আমরা মনে করি, মানুষের সেবাই হলো ঈশ্বর সেবা। সেই দিকে তাকিয়ে এই সব সামাজিক ও মানবিক কাজ। তার পাশাপাশি প্রায়ই আমাদের এখানে রক্ত দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কালিবাড়ি সমিতির সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্ত দান শিবিরে সামিল হন। আশপাশের সাধারণ মানুষও তাতে অংশ নেন। কালিবাড়ির তরফে আমরা দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার চালু করেছি। অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা টাকার অভাবে ভালোভাবে কোচিং নিতে পারে না মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। তাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক কালিবাড়ি চত্বরে পালা

করে এসে বিনামূল্যে শিক্ষা দান করে থাকেন, যা সত্যিই উল্লেখ করার মতো। শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতির প্রসারেও আমরা কাজ করছি।আমাদের এখানে বিনামূল্যে অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয়, বিনামূল্যে যোগা প্রশিক্ষন হয়।এরকম নানান কর্মকান্ড চলছে। দুর্গা পুজো এবারে মাটির প্রতিমাতে হলেও আগামীতে স্থায়ী দুর্গা প্রতিমা বসতে চলেছে। তার জন্য এখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। মোটামুটি স্থির হয়ে আছে, আগামী বাসন্তী পুজো তিথিতে স্থায়ী দুর্গা প্রতিমা স্থাপনের। তারজন্যও এখন আমাদের প্রস্তুতি চলছে। এই স্থায়ী দুর্গা প্রতিমা নির্মানের জন্য অনেকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখনও যারা মনে করবেন সহযোগিতা করবেন কালিবাড়িতে এসে সহযোগিতা করতে পারেন। কেননা এই স্থায়ী দুর্গা প্রতিমা স্থাপনে যত বাজেট ধরা হয়েছিল এখন সেই বাজেট আরও বেড়ে গিয়েছে।

এবারে আসি দুর্গাপুজোর কথায়। এবারেও প্রথা মেনে রথ যাত্রার দিন কালীবাড়ির দুর্গা প্রতিমা নির্মানের কাজ শুরু হয় কাঠামো পুজোর মাধ্যমে। আমাদের এই পুজোর বিশেষত্ব হলো নিষ্ঠা ও ভক্তি। মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে দূর দূরান্তের মানুষ বা ভক্তরা এখানে ভিড় করেন। সকলেই ধৈয্যের সঙ্গে অঞ্জলি প্রদান করেন। আর পুজো দেখতেও এখানে ভিড় উপছে পড়ে। পুজোর কদিন আমরা সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরন করি। এবারেও সেই প্রসাদ বিতরনের আয়োজন হচ্ছে। তবে একটি কথা বলতে চাই, মন্দির চত্বরে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। কাজেই পুজোর সময় ফুল বেলপাতা কেউ যাতে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগে না নিয়ে আসেন তারজন্য আবেদন করা হচ্ছে।

পরিবেশের কথা চিন্তা করেই আমরা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। পুজোর প্রসাদ মাটির হাড়িতে বিলি করা যায় কিনা তার চিন্তাভাবনা করছি। আসলে অত পরিমান মাটির হাড়ি পাওয়া যায় না বলেই সমস্যা। তবুও আমরা বিষয়টি ভাবছি। পুজোকে কেন্দ্র করে আমরা সাংস্কৃতিক দিক প্রসারের চেষ্টাও করি। পুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। মহালয়ার দিন ফুলেশ্বরী নন্দিনীর শিল্পীরা মহিষাসুর মর্দ্দিনী পরিবেশন করবেন। সবশেষে সকলকে আবারও শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের পুজো ভালো কাটুক।

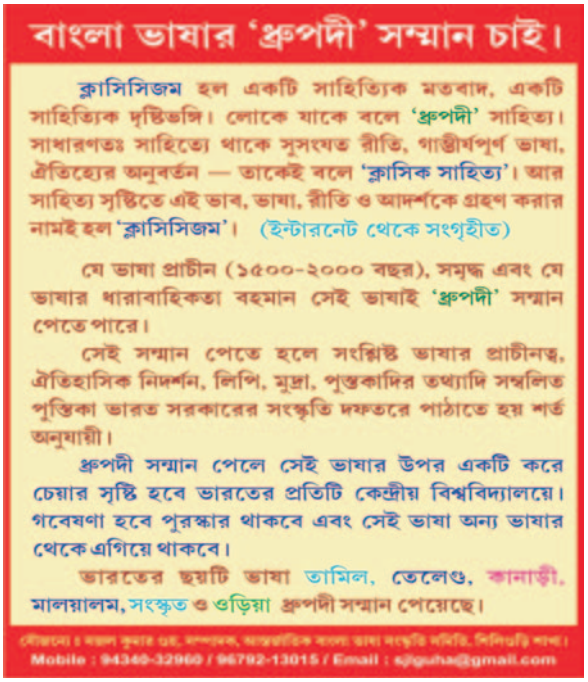

সব সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়েই আমাদের উৎসব

দিলীপ বর্মন

(ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড--মেয়র পরিষদ সদস্য, শিলিগুড়ি পুরসভা)

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি পুরসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হলো চম্পাসারি। গোটা চম্পাসারির বিস্তীর্ন এলাকা নিয়ে পুরসভার ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড। এখানে সবচেয়ে বড় পুজো হলো জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাবের পুজো। চম্পাসারির শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের মাঠে সেইপুজো হয়। গোটা শিলিগুড়ির মানুষ চম্পাসারির মাঠে আসেন প্রতিমা দর্শনের জন্য। পুজো উপলক্ষ্যে মাঠে মেলাও বসে। আমি সেই ক্লাবের সভাপতি। পুজোর জন্য সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এবারেও তা হবে। পঞ্চমীতে সেখানে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে। একদিকে ক্লাবের সভাপতি আবার অন্যদিকে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ফলে পুজোর মধ্যে বাড়তি চাপতো চলেই আসে। তাছাড়া উত্তরের অভিযান নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাজও দেখতে হয়। ওয়ার্ড কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার আগে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নামে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে আসছি।সেই সেবার কাজ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্ড কাউন্সিলর হওয়ার পর। সারা বছর ধরেই নানারকম সেবামূলক কাজ করে থাকি। পুজোর সময় তা যে আরও বেশি হবে তাতো বলাই বাহুল্য। এবারেও পাঁচ বছর বয়সী থেকে কুড়ি বছর পর্যন্ত অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরন করবো। এরজন চম্পাসারি মাঠের কাছে বস্ত্র বিতরন করতে কাউন্টাল খুলছি মহালয়ার দিন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সেই কাউন্টার থেকে বিনামূল্যে বস্ত্র বিতরন করা হবে। তবে যারা বস্ত্র সংগ্রহ করবে তারা আগে

আগমনী শরৎ মা

শিপ্রা পাল

(ত্রিবেনী এপার্টমেন্ট, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি , জেলা -- দার্জিলিং, পিন কোড --৭৩৪০০৪)

আকাশে বাতাসে গন্ধ ভাসছে
ভোরের শিশির শিউলি হাসছে,
এসেছে শরৎ মার আগমনে
কাশবনের হাওয়ার নিবেদনে।
সাজো সাজো প্রকৃতির দানে
অকৃপন মহিমার আকুল আহ্বানে,
বাদ্যিবাজে ফলে ফুলে কুঞ্জে
দূর্বাঘাসে পল্লবে অলির গুঞ্জে।
রংবেরঙের অনুপমে কুমার পাড়ায়
সাজিয়েছে পশরার মেলায় সওদায়,
নতুন দোলায় নবো জাগরণে
দিকে-দিকে স্রোতের আলোড়নে।
মহাক্ষণে নবারুন আলো ভরিয়ে
আমলকি বনে পাতার শিরশিরিয়ে,
প্রভাতে দুয়ারে জোয়ার ভাসিয়ে
শারদীয় সুমধুর সুর ছড়িয়ে।
মোদের সকল চাওয়ার অন্বেষণে
সকল পাওয়ার উচ্চ শিরোভূষণে,
তাইতো বরন ডালায় মালা চন্দনে
পুজিবে মাগো তোমার চরণ বন্দনে।

আমাদের কাছ থেকেকূপন নিয়ে যাবে। কূপন দেখালেই বস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে। এবারেই প্রথম আমরা শুরু করছি বয়স্কদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা। বয়স্কদের নিয়ে পুজো পরিক্রমা শুরুর আগে তাদের ধুতি ও শাড়ি দেওয়া হবে। বাসে চাপিয়ে তাদের প্রতিমা দর্শন করা হবে। পুজোতে শিশুরা যেমন আনন্দ করুক তেমনই বয়স্করাও আনন্দ করুক। পুজো সবাই ভালোভাবে শান্তিতে কাটাক এমন প্রার্থনাই করি।

আমাদের এই চম্পাসারি বিরাট এলাকা। গত পুর ভোটেই এই ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা ছিলো ২৩ হাজার। এবারে লোকসভা ভোটে সেই সংখ্যা পঁচিশ হাজার হয়ে যাবে। আর জনসংখ্যার কথা যদি বলেন, সেটা হলো প্রায় আশি হাজার। একটি বিধানসভা এলাকার মতোই জনসংখ্যা। সব জাতির মানুষ এখানে বসবাস করেন। রাজবংশী থেকে শুরু করে আদিবাসী, নেপালি, বিহারী, বাঙালি সবাই এখানে বসবাস করেন। আর সবাই মিলেমিশেই বসবাস করেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান সম্প্রীতি। একই ভাবে আমাদের মাননীয় মেয়র গৌতম দেবও চান পরস্পর মেল বন্ধন, সম্প্রীতি। পুজোতে আমরা তাই সকলের মেলবন্ধন চাই। সকলকে নিয়েই আমাদের পুজো। আমরা চাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই পুজোতে অংশ নিক।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি বসিয়েছি, আবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করে আমরা আমাদের ওয়ার্ডে বীরসা মুন্ডার মূর্তি বসিয়েছি। এই ওয়ার্ডে নেপালি সম্প্রদায়ের ভাবকে শ্রদ্ধা জানাতে জর্জ মবার্টের মূর্তি বসেছে। এরপর বসতে চলেছে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের মূর্তি। এভাবেই আমরা সকলকে নিয়েই চলতে চাই। সকলকে নিয়ে চলার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ। আর দরিদ্র আর্ত অসহায় মানুষকে সেবার করার মধ্যে আমি আলাদা আনন্দ পাই। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের থেকে কিছু চাই না। কিন্তু তাঁরা যে অকৃত্রিম ভালোবাসা বা আশীর্বাদ দেয় সেটা খুবই মূল্যবান। তাই সবসময় গরিব অসহায় দুঃখী মানুষদের পাশে ছিলাম, আছি , থাকবো। পুজো সকলের ভালো কাটুক, সবাই ভালো থাকুন এটাই আবারও বেশি বেশি করে বলবো।

আরও কিছু কথা বলতে চাই। চম্পাসারির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া জাতীয় সড়ক সম্প্রসারন হচ্ছে, আপনারা সকলে জানেন। রাস্তা বড় হোক, ভালো কথা। কেননা যানবাহন খুব বেড়েছে। কিন্তু রাস্তা বড় করতে গিয়ে অনেক গাছ কাটা পড়ছে। কিন্তু বৃক্ষ ছেদন মেনে নেওয়া যায় না। কেননা গরম বাড়ছে। সেই কথা চিন্তা করে কিন্তু আমরা চম্পাসারি এলাকাতে প্রচুর গাছ রোপন করেছি। আগামীতেও প্রচুর বৃক্ষ রোপনের কর্মসূচি রয়েছে আমাদের। আমরা চাই সবুজায়ন। উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন তেমনই পরিবেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ির মাননীয় মেয়র গৌতম দেব মহাশয়ও তেমনটাই চান। সেই দিকে তাকিয়েই আমরা কাজ করছি।

সবার পুজো ভালো কাটুক

মৃনাল পাল

(শিল্পোদ্যোগী, সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজ, শিল্প তালুক, শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, দুই মাইল সেভকরোড)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সচিত্র গ্রুফ অফ কোম্পানিজের তরফে। পুজোর এই বিশেষ উৎসবকে সামনে রেখে বিশেষ কিছু বলার নেই। যুগ যুগ ধরে এই পুজো আসছে আমাদের কাছে। আর আসতেই থাকবেন। শারদীয়া উৎসব বাংলার জীবনে অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শারদীয়ার পর আসবে আলোর উৎসব। তারপর রয়েছে ছটপুজো। পুজো উৎসব মানে আমাদের ভিতরের শুদ্ধিকরন। যাতে আমরা শুদ্ধ থেকে আরও শুদ্ধ হই তার জন্য প্রার্থনা করা। আর সকলে মিলেমিশে বসবাস করা। করোনার পর থেকে অনলাইন হওয়াতে মানুষ আজকাল আরও বেশি করে সব অনলাইনে কাজ করছে। তারপর কাজের চাপও বেড়েছে। ফলে একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা কমই হয়। পুজো উৎসব কিন্তু আমাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের দেখা করিয়ে দেয়। সেদিক থেকে এই উৎসব কিন্তু আমাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসি। উৎসবের মধ্যে একটাই বিশেষ বার্তা, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। চারদিকে পরিবেশ ভালো থাকুক। এই থাকলো প্রার্থনা।

পুজো সকলের ভালো কাটুক

সুজিত ঘোষ

(বাপি-সাধারণ সম্পাদক , হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, যুগ্ম সম্পদক, বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুধু পুজো বলে নয়, আমরা সারা বছর ধরেই মানুষের সঙ্গে আছি। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া এলাকাতে পুজো উৎসব পর্বে ব্যাপক ভিড় হয়। তাছাড়া হায়দরপাড়া ক্লাবের সামনে যানজট হয়। এরজন্য অনেক ব্যবসায়ীও সমস্যায় পড়েন। এই যানজট কিভাবে কমতে পারে তারজন্য আমরা ট্রাফিক পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। পুলিশ থেকে আমাদের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরাও পুজোর সময় কাজে নামবেন। আমরা চাই চারদিকে সুস্থ পরিবেশ বজায় থাকুক। বাজারের পরিবেশ যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তারজন্য সব ব্যবসায়ীর কাছে আমরা আবেদন করেছি যাতে পরিবেশ পরিস্কার থাকে। পুরসভার তরফেও আমাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। পুজোর মধ্যে সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এটাই প্রার্থনা করবো।

পুজো সকলের ভালো কাটুক

পুষ্পজিৎ সরকার
(সম্পাদক, শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি)

প্রথমেই সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি মহকুমার শেষ প্রান্ত ভারত নেপাল সীমান্তে অবস্থিত খড়িবাড়ি গ্রাম। সেই খড়িবাড়ির প্রত্যন্ত এলাকা হলো বুড়াগঞ্জ, তার সঙ্গেই রয়েছে দুধা জোত। পিছিয়ে পড়া বহু মানুষের বসবাস সেখানে। আদিবাসীরা যেমন রয়েছেন তেমন রাজবংশী এবং অন্য সম্প্রদায়ের বসবাস। চা বাগান ছাড়াও কৃষি কর্মই সেখানকার প্রধান জীবিকা। সেই শৈশব থেকে আমার বড় হয়ে ওঠা খড়িবাড়িতে। ফলে গ্রামের মানুষের দুঃখকষ্ট আমার মনকে সবসময় নাড়া দেয়। এখন স্কুলে শিক্ষকতা করছি বটে। কিন্তু তারমধ্যেই সবসময় মনে ভাবনা থাকে, গ্রামের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের কিভাবে এগিয়ে দেওয়া যায়। কিভাবে এলাকাতে শিক্ষার বিস্তার ঘটতে পারে, কিভাবে ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের সুনাগরিক হতে পারে, কিভাবে এলাকার বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান হতে পারে সেই দিকে তাকিয়ে আমরা কাজ করছি। গ্রামের ছেলেমেয়েদের সার্বিক বিকাশ চাইছি আমরা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলাতে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার দিকেও আমরা নজর দিয়েছি। এখানে অনেক প্রতিভা রয়েছে খেলাধূলাতে। কয়েকজনতো জাতীয় স্তরেও খেলে এসেছে। সেই সব প্রতিভাবে আমরা এগিয়ে দিতে চাইছি। তার বাইরে সবদিক থেকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে নজর দিয়ে আমরা তৈরি করেছি শিলিগুড়ি তরাই এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। তার তত্বাবধানে চলছে শিলিগুড়ি তরাই বি এড কলেজ, শিলিগুড়ি তরাই নার্সিং ইন্সটিটিউট। শান্তিনিকেতনের ধাঁচে সেখানে চলছে স্কুলও। তাতে রয়েছে হস্টেলও। অনেক অনাথ শিশুও রয়েছে সেই হস্টেলে। তারা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। সবমিলিয়ে মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন বিচার করে আমরা কাজ করছি। এলাকার বহু মানুষ ইতিবাচক ভাবনার মন নিয়ে আমাদের সঙ্গে সমর্থন করতে এগিয়ে আসছেন। এবং সব নিয়ম মেনেই আমরা আমাদের সোসাইটি পরিচালনা করছি। বহু শিক্ষক শিক্ষিকা এখান থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে আজ অনেক স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি করছেন। তারা সবসময় আমাদের তরাই বি এড কলেজের নাম উল্লেখ করছেন। ভবিষ্যতে সামাজিক, মানবিক, কর্মসংস্থান, খেলাধূলা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে সামগ্রিক উন্নতিতে আরও পরিকল্পনা গ্রহন করতে চাই। প্রশাসনের তরফে সর্বস্তরের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা আমাদের সহযোগিতা করছেন। প্রশাসনও চাইছে গ্রামের মানুষ এগিয়ে যাক। গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের পরিবেশ তৈরি হোক। গ্রামে শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ তৈরি হোক। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক। পুজোর এই সময় বলবো, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের পুজো ভালো কাটুক। কোথাও জল জমতে দেবেন না। জমা জলে ডেঙ্গু মশার আবির্ভাব ঘটে। ফলে সতর্কতা দরকার। সকলকে আবারও শারদীয়ার শুভেচ্ছা।

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ঃ
শিলিগুড়ি সাব-আর্বান
লোকাল অ্যাসোসিয়েশন

দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট-অ্যাসোসিয়েশন
ভারত স্কাউটস এ্যাণ্ড গাইডস্
খড়িবাড়ী, দার্জিলিং

উৎসবে চিন্তা করুন পরিবেশ নিয়ে

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি--কর্ণধার, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অপটোপিক)

প্রথমেই সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া দুর্গাপুজো আসছে। আমাদের শিলিগুড়ি শহরেও দারুনভাবে এই উৎসব পালিত হয়। এই সময় প্রথমেই যে কথা জোর দিয়ে বলবো তা হলো শব্দ বাজি। মহালয়ার রাত থেকেই শুরু হয় বাজি ফাটানোর পর্ব। দীপাবলীর রাতেও ভয়ঙ্করভাবে ফাটে শব্দ বাজি। দুর্গা পুজোতেও বাজিপোড়ে। কিন্তু বাজি ফাটানোর আগে চিন্তা করুন, আপনার বাড়ির আশপাশে বৃদ্ধ মানুষ, অসুস্থ মানুষ আছেন কিনা। বাজির শব্দে অনেকের হার্টে সমস্যা হয়। বাজির আওয়াজে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আপনার চারপাশে অনেক পথকুকুর রয়েছে। অনেক পাখি রয়েছে। পুজোর সময় পথ কুকুরকে দেখা যায় না। ওরা বাজির শব্দ নিতে পারে না। ওরা কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে। ওদের খুব কষ্ট হয়। পাখিগুলোরও খুব কষ্ট হয়। আমরা দাবি করি, আমরা মানুষ, আমরা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান বলে আমরা প্রচারকরে থাকি। কিন্তু বাজি ফাটানোর জেরে আমাদের পরিবেশের যে ক্ষতি হয় তার কথা কেন আমরা চিন্তা করছি না? পুজোতে আনন্দ করুন। কিন্তু পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয় সেটা দেখা দরকার। আপনার আনন্দের জন্য অন্যের নিরানন্দ যাতে না হয় তা দেখা দরকার। বায়ু দূষন যাতে না হয়, শব্দ দূষন যাতে না হয় তা আমাদের গুরুত্ব দিয়ে ভাবা দরকার। পরিবেশের ক্ষতি হলে কিন্তু আমাদেরও ক্ষতি হবে বা হচ্ছে। সমাজের প্রতি আমাদের সকলের দায়িত্ব রয়েছে। আর একটি কথা বলবো নদী নিয়ে।

বিগত দুবছর ধরে প্রশাসনকে বেশ কাজ করতে দেখেছি। শিলিগুড়িতে পুর প্রশাসন কিন্তু মহানন্দার বিসর্জন ঘাটকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলে। ঘাটের ধারে বিরাট ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে পুজো কমিটিগুলো ফুল বেলপাতা সহ পুজোর সামগ্রী জড়ো করে। নদীতে কিন্তু অনেকেই ফুল বেলপাতা ফেলছেন না।তাতে নদী দূষন অনেকটা কমানো যায়। এটা নদীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। এরজন্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ দিতে হবে। তবে আরও সচেতনতনা জরুরি। নদীতে অনেক পোকামাকড় হারিয়ে গিয়েছে দূষনের জেরে। নদীর দূষন বাড়তে থাকলে পোকামাকড় অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। তাতে পরিবেশের ক্ষতি হবে। পরিবেশের ক্ষতি হলে আমাদেরই ক্ষতি। নদী ভালো থাকলে আমরাও ভালো থাকবো।

আরও একটি কথা।পুজোর সময় অনেক পথ শিশু কষ্টে থাকে। তাদের মুখে হাসি থাকে না। তাই আমাদের পুজোর বাজেট থেকে কিছুটা কমিয়ে যদি এই সব দুঃস্থ অসহায়দের পাশে থাকতে পারি , তবে অনেক অকৃত্রিম ভালোবাসা পেতে পারি। আর আমরা এই সব অসহায় দুঃস্থ শিশুদের পাশে থাকলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতা শিখতে পারবে। তাতে সমাজেরই ভালো হবে।

সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মা সারদা এবং স্বামীজির ভাবকে সামনে রেখে আমরা এবারও শারদীয়া দুর্গোৎসবে ব্রতী হয়েছি সকলের জন্য রইলো সাদর আমন্ত্রন

বিশেষ আকর্ষন ঃ
মহাষ্টমীতে কুমারী পুজো শুরু সকাল নটায়
পুজোর কদিন প্রসাদ বিতরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন

যে কোনো রকম যোগাযোগের জন্য ফোন করুন ঃ

ডাঃ অরুপ কুমার দাস (সভাপতি) ঃ
৯৮৩২০৪৬৩১২

কমল মজুমদার (সম্পাদক) ঃ
৭৯০৮৪৪৩১০১

তাপস কুমার সিং ঃ
৯৪৩৪৬৭৯৯৯২

পরিতোষ ভৌমিক (কনভেনর) ঃ
৮৬৩৭৩৩৩৫৯৫

এবারেও শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে কুমারি পুজো

কমল মজুমদার
(সাধারণ সম্পাদক, শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, জ্যোতিনগর, শিলিগুড়ি)

সকলকে শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির তরফে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি সেভক রোড দুই মাইল পাওয়ার হাউসের পাশে রয়েছে জ্যোতিনগর। সেখানেই রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি। সেখানে প্রতিবছরের মতো এবারেও আমরা দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হয়েছি। এবারে আমাদের পুজো ৪২ বছরে পা দিচ্ছে। প্রতিবছর যেভাবে পুজো হয় এবারেও সেই ভাবে হবে। এবারেও বিশেষ আকর্ষন থাকছে মহাষ্টমীতে কুমারি পুজো। সকাল নটাতে শুরু হবে কুমারি পুজো। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিয়ম মেনে নিষ্ঠা সহকারে আমাদের এখানে পুজো হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিনই প্রসাদ বিতরনের ব্যবস্থা থাকছে ভক্তদের মধ্যে। পুজো উপলক্ষ্যে আরও কিছু বিশেষ অনুষ্ঠান থাকছে। মহালয়া উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। ছোট শিশুরা তাতে অংশ নিতে পারবে। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতাও থাকছে। প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থদের সেবার ব্যবস্থা থাকছে। থাকছে বস্ত্র বিতরন। সকলের কাছে অনুরোধ, শিলিগুড়ি ও তার আশপাশে যত ভক্ত রয়েছেন সকলেই আসুন এই আশ্রমে। পুজোর আনন্দ উপভোগ করুন। নিষ্ঠার পুজো দেখতে হলে এই আশ্রমে আসুন। প্রসাদ গ্রহন করুন সকলে। আমাদের সভাপতি ডাঃ অরুপ কুমার দাস, পুজো উপলক্ষ্যে কনভেনর হলেন পরিতোষ ভৌমিক।

সকলকে শুভ শারদীয়া

কাশ ফুলের আনাগোনা,শিউলি ফুলের গন্ধ মনে পড়ে। আবারও এসে গিয়েছে মা দুর্গার পুজো।
সকলের ভালো মতোন পুজো কাটুক, সকলের জীবন সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।
সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন-- মায়ের কাছে এটাই রইলো প্রার্থনা

প্রতাপ জুয়েলার্স

হায়দরপাড়া বাজার, শিলিগুড়ি --০৬
প্রতাপ কর্মকার :
9832453477
অনন্ত কর্মকার :
9851224329

HUID
HALLMARK
গহনার
নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান

শিলিগুড়ি হায়দার পাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের থিম কল্প লোকের ভাবনা

নির্মল কুমার পাল
(সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, শিলিগুড়ি)

সকলকে আমরা শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের তরফে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। এবারে আমাদের পুজো ৫৪ তম। এবারে আমাদের থিম, কল্প লোকের ভাবনা। এই থিমের মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চাইছি, দেবতাদের একটা আকার আমরা আরাধনা করি, আরেকটি আকার দেখতে পাই না, নিরাকার। কিছু দেবতা দেখতে না পারলেও তাদের পুজো আমরা করি। আবার মানুষের মধ্যেই হলো ভগবান। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে। আমাদের মায়ের প্রতিমার পিছনে ১৫ ফুটের শিব মূর্তি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকবে, সেই শিব মানুষরুপে দেবতা হিসাবে থাকছেন। দেবতার আকার একটা দেখানো আছে তাতে মন্ডপে প্রবেশের মুখে বাম দিকে দেখানো হবে আগুন জ্বলছে অর্থাৎ ব্রহ্মা। অর্থাৎ নিরাকার দেবতার রুপ। তারপর মন্ডপে প্রবেশ করলে দেখবেন, বিষ্ণুর মূর্তি। তার সঙ্গে মাঝখানে নর্তকীদের একটি মঞ্চ থাকছে। তারপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সেই সিঁড়ি ওপরে উঠেছে মানে স্বর্গে গিয়েছে। স্বর্গ , নরক বলে আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। কিন্তু চাক্ষুষ আমরা দেখি নি কোনটা স্বর্গ। যুগ যুগ ধরে সবাই স্বর্গের নাম শুনে আসছেন। আসলে স্বর্গ হলো আমাদের একটা কল্পনা বা ভাবনা। এর থেকেই কল্প লোকের ভাবনা। সেই ভাবনাতেই তুলে ধরা হয়েছে। সেই সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা আলোর রে দেখা যাবে। একটা নিরাকার ভাব। সেই আলোর রশ্মিটা ঈশ্বরেরই কোনো শক্তি বা আলো। স্বর্গ নিয়েই পুজোর ভাবনা। দেবতাদের আকার,নিরাকার নিয়ে ভাবনা। ব্রহ্মা , বিষ্ণু, মহেশ্বরের ভাব ফুটে উঠেছে মন্ডপে। ঈশ্বরের আকার এবং নিরাকার দিক প্রতিফলিত হয়েছে মন্ডপে।

দেবী দুর্গার রুপ দেখলে মনে হবে মানুষরুপী দুর্গা। দেবী দুর্গা সেখানে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে থাকবে না। দেবী দুর্গা তাঁর ছোট ছেলে কার্তিককে নিয়ে বসে রয়েছেন। মা এর রুপ বা প্রতিমা দেখলে মনে হবে, কোনো মানুষের রুপ। উমা মায়ের সংসার। পদ্ম ফুলের ওপর উমা মা বসে রয়েছেন তার পরিবার নিয়ে। মৃৎ শিল্পী শিবু সূত্রধর তৈরি করছেন। মন্ডপ সজ্জায় রয়েছেন কৃষ্ণ সাহা। আলোর প্রদর্শনীর মাধ্যমে সব ফুটিয়ে তোলা হবে। দর্শনার্থীদের সব থিম বুঝিয়ে দেওয়া হবে অডিও ভয়েজের মাধ্যমে।

পুজোর বাইরে অনুষ্ঠানের মধ্যে বস্ত্র বিতরন কর্মসূচি রয়েছে। এই প্রথম আমরা কুমারি পুজোর আরাধনাতে ব্রতী হয়েছি। মহানবমীতে সেই কুমারি পুজো হবে। পুজো উদ্বোধন হবে তৃতীয়াতে, ১৭ অক্টোবর। একাদশীর দিন প্রতিমা বিসর্জন হবে। পানীয় জল বিতরনের স্টলও হচ্ছে। আমি আমার স্ত্রী প্রয়াত কবিতা পাল স্মরনে আমি ব্যক্তিগতভাবে পুজো দর্শনার্থীদের মধ্যে পানীয় জল বিতরনের উদ্যোগ নিচ্ছি। তার সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসার বন্দোবস্তও করা হবে। সহমর্মী ওয়েলফেয়ারের সঙ্গে আমি কথা বলছি। চেষ্টা করছি মন্ডপের কাছে কেউ অসুস্থ হলে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা বা ব্লাডপ্রেসার ইত্যাদি পরীক্ষার। সবমিলিয়ে পুজোকে কেন্দ্র করে আমরা সেবামূলক কাজেও রয়েছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এই থাকলো প্রার্থনা।

শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ির পুজো

শ্রাবনী চক্রবর্তী
(নৃত্য মঞ্জিল মিউজিক একাডেমি)

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়ায় আমাদের নৃত্য শিক্ষার স্কুল রয়েছে। তার নাম নৃত্য মঞ্জিল মিউজিক একাডেমি। সেখানেই আবার আমাদের প্রি নার্সারি স্কুল মাদার্স কেয়ার রয়েছে। এখানেই আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির ঐতিহ্যমন্ডিত পুজো হয়। চক্রবর্তী বাড়ির পুজো হলেও আশপাশের সকল মানুষ তাতে অংশ নেন। বাড়ির পুজো হলেও এই পুজো সার্বজনীনরুপ নিয়েছে। এটা আমাদের ১২৩ বছরের পুরনো পুজো। আগে বাংলাদেশে এই পুজো হোত। মাঝে এই পুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নবছর ধরে আমাদের এখানে এই পুজোটা আমরা করছি। মাঝে এক বছর করোনার জন্য পুজো বন্ধ ছিলো। রথ যাত্রার দিন কাঠামো পুজো করে প্রতিমা তৈরির বায়না দেওয়া হয়। পঞ্চমীর সকালে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়। মৃৎ শিল্পী সুশান্ত পাল এই প্রতিমা তৈরি করেন। মহালয়াতে একটা পুজো হলেও মূল পুজো শুরু হয় পঞ্চমী থেকে। পঞ্চমীতে মা আসার পর সবাই মিলে সেদিন মাকে আলাদাভাবে বরন করে নিই। তারপর অস্ত্র প্রদান করা হয়। সেদিন সন্ধ্যা আরতি হয়। তারপর আগমন অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৌমির শিল্পীরা তাতে সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ নেয়। আট বছর পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতাও হয়। গত বছর থেকে এই ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । মা দুর্গার পরিবার যেমন কেউ গনেশ, কেউ কার্তিক, কেউ লক্ষী বা সরস্বতী সেজে ফ্যান্সি ড্রেস প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের নিয়ম মেনে আমাদের বাড়ির এই পুজো হয়। সাত নদীর জল আনা হয়। বিভিন্ন স্থানের মাটি সংগ্রহ করা হয়। নবপত্রিকাতো রয়েইছে। নরকম গাছ সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেকদিন আলাদা আলাদা ভোগ দেওয়া হয়। সপ্তমীর দিন খিচুড়ি ভোগ, অষ্টমীর দিন অন্ন ভোগ,নবমীর দিন পোলাও বা ফ্রায়েড রাইস। আর দশমীর দিন পান্তাভাত , সাপলা শাক, কচু শাক, পুঁটি মাছ ভাজা দিয়ে মাকে বিদায়। দশমীতে সিঁদুর খেলাও হয় বিশেষভাবে। পুজোর কদিন সন্ধ্যেবেলা ঘরোয়াভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ভক্তিভরে প্রতিদিন আরতি হয়। প্রয়াত শ্রীজীব ভট্টাচার্যের বাড়ির প্রতিনিধিই এবারে পুজো করবেন। ঢাক আসছে মালদা থেকে। বাইরে থেকে অনেক অতিথি আসেন। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বাংলাদেশ, কলকাতা থেকে সকলে আসেন। তাছাড়া বিশিষ্ট অভিনেতা সব্যসাচি চক্রবর্তী, বৌদি, বিশিষ্ট নাট্যকার চন্দন সেন, অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বরা আসেন আমাদের এই পুজোতে। তারা এখানে এসে সেলিব্রিটি হিসাবে আসেন না বা সেলিব্রিটি হিসাবে থাকেন না। সাধারণ সকলের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁরা পুজোয় অংশ নেন। সব্যসাচী চক্রবর্তীর স্ত্রী মিঠু বৌদি ধুনুচি নাচ করবেন তারপর আমাদের প্রতিমা বিসর্জন হয়।

গতবছর আমরা পুজোর সময় গাছ বিতরন করেছি। এবারও গাছের চারা বিতরন করা হবে পুজোর কদিন। সবুজায়নের কথা চিন্তা করে গাছের চারা বিলি হয়। পুজোর সময় সকলে মধ্যে প্রসাদ বিতরন করা হয়।পুজো উপলক্ষ্যে আমরা কিছু মানবিক ও সামাজিক কাজ করি। দৃষ্টিহীনদের পাশে থেকেছি অতীতে।

প্রতিমা হয় একচালা, ডাকের সাজের। পুজো উৎসবের সময় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে রক্তের সঙ্কট দেখা যায়। সেই কথা চিন্তা করে আমরা পুজোর আগেই রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সৌমির তরফে। সৌমির মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরাও তাতে রক্ত দান করেন। সংগৃহীত রক্ত লায়ন্স ক্লাবকে দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে আমরা পুজোকে সামনে রেখে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশ, মানবিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক বিচার করেই কাজে নামি। ফলে চক্রবর্তী বাড়ির এই পুজো সকলের কাছে অন্যরকম এক পরিবেশ তৈরি করছে শিলিগুড়িতে।

আর একটি কথা আমরা কিন্তু মন্ডপে মন্ডপে প্রতিমা দর্শনে বের হতে পারি না। বাড়ির পুজো নিয়ে এত কাজ থাকে যে আর মন্ডপে মন্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শনে বের হওয়া যায় না। মহালয়ার পর থেকেই নাড়ু, মোয়া ইত্যাদি তৈরির কাজ শুরু হয়। পাড়ার সকলে তাতে অংশ নেন। যারা সেই ভোজার কাজ করেন উপোস করে কাজ করেন। লক্ষীপুজো পর্যন্ত চলতে থাকে আমাদের কাজ। এত লোক বা অতিথি আসে তাদের আপ্যায়ন করা, তাদের সঙ্গে সময় দিতে দিতেই সময় চলে যায় পুজোর সময়। আমাদের একটি রিসর্ট রয়েছে পঞ্চবটিতে। সেটা লাটাগুড়িতে অবস্থিত। পুজোতে আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে লাটাগুড়ির সেই রিসর্টে গিয়ে পর্যটকদের সঙ্গে সময় দিতে পারি না। তবে লক্ষী পুজোটা আমরা পঞ্চবটীতে গিয়েই করি। সেখানে ওই সময় যেসব পর্যটক আসেন তারা বাড়ির পরিবেশ মিস করেন। তাই লক্ষীপুজোতে আমরা সেখানে সময় দিই।

পুজোতে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি আবারও শুভেচ্ছা রইলো।

পুজো এবং পুজোর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

আশীষ ঘোষ
(শিক্ষক, পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি)

সকলকে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব ১৪৩০ এর দুর্গাপুজোর অভিনন্দন। দুর্গা পুজো শরৎ কালের উৎসব। কিন্তু এবছর দুর্গা পুজো হচ্ছে কার্তিক মাসে। অর্থা হেমন্ত কালে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পুজো অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতেও জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। যেমন বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, অসমের বরাক উপত্যকা, ঝাড়খান্ডের বাংলা ভাষী অঞ্চল। এছাড়া অসমের ধুবড়ি জেলা-- এইসকল অঞ্চলগুলিতে অনেক আগে থেকেই দুর্গা পুজো হয়ে আসছে। বর্তমানে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু , উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন শহর এবং বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আন্দামানে দুর্গাপুজো হয়ে থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিরা অনেক দিন থেকেই দুর্গা পুজো করছেন। ইউরোপের জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশেও দুর্গাপুজো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডেও দুর্গা পুজো হয়ে থাকে। এইসকল অঞ্চলের প্রবাসী বাঙালিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে সোলার দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যান। দুর্গা পুজো শুধু উৎসবই নয়, ধর্মীয় এবং আনন্দ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও হয়ে থাকে এর সঙ্গে। ঢাকি, পুরোহিত, প্রতিমা শিল্পী , প্যান্ডেল প্রস্তুতকারক, ডেকোরেটররা প্রত্যেকেই দুর্গা পুজো উপলক্ষ্যে উপকৃত হয়। দুর্গাপুজোর ছুটিতে বাঙালিরা ভ্রমনে বের হন। এর ফলে পরিবহন শিল্প এবং হোটেল শিল্পেরও উন্নতি হয়। পুজোর সময় অনেক নতুন পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হয় বলে মুদ্রন শিল্পেরও অথনৈতিক দিক থেকে সুবিধা হয়। যাই হোক বর্তমানে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সকলের ভালো নয়। বিশেষত বেকার যুবক যুবতীদের। কাজেই দুর্গাপুজোর আনন্দ অনুষ্ঠানের পর বেকারদের খেয়াল রাখতে হবে তারা যাতে সরকারি চাকরির পরীক্ষাগুলোতে সফল হতে পারে। তারজন্য তাদের মন দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি সকল চাকরির পরীক্ষাগুলো দিয়ে যেতে হবে। ধৈর্য্য ধরে তারা যদি লেগে থাকে তাহলে প্রথমবার সফল না হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে তারা সফল হতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা সরকারি চাকরি করে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই অন্য রাজ্যের লোক (কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিগুলোর ক্ষেত্রে)। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে পুজো যেহেতু বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব সেই জন্য পুজোর প্যান্ডেলগুলোতে বাংলা গানই বাজানো উচিত। এবং পুজোর বিজ্ঞাপনগুলোও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলাতেই লেখা উচিত।

পুজোর ওপর সঙ্গীত

কথা ও সুর বিপ্লব সরকার
(পশ্চিম আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

ঢাকের তালে মনের দোলে
আগমনীর সুর বাজে
দুর্গা মায়ের গান
কাশ ফুলের দোলা লাগে
সেই মায়ের নাম

এসো এসো এসো মা
বসো আমার ঘরে
শাঁখ বাজে শঙ্খ বাজে
আমরা বরন করি
চারটে দিনের জন্যে মাগো
বাপের বাড়ি আসে
উমা নামে মিষ্টি ঝড়ে
মা বলে ডাকিব তোমায়
লোকে বলে পাগল ছেলে
বলুক না কি যায় আসে

বার্ণেসে সতীমাতা জগদম্বা দুর্গাপূজা

উমেশ শর্মা

ইউনেস্কো বাংলার দুর্গাপূজাকে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। এ সুখবরে খুশির জোয়ার বাংলার আকাশে বাতাসে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্গা মাতা হিসেবে পূজিতা হন। বাংলার দুর্গা প্রতিমা, পুরোহিত, ঢাকি বিমানে চড়ে পাড়ি দেন বিদেশের নানা প্রান্তে। দুর্গাপূজার এক মাস আগে কলকাতার রেড রোডে ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সুবিশাল সমাবেশ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্তরের মানুষ। এমনকি মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলীও বাদ যাননি। জেলায় জেলায় তেমন সমাবেশে মাতোয়ারা আমজনতা। এক মাস আগে ১লা সেপ্টেম্বরেই কার্যত দুর্গাপুজোর উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। তা চলবে কালীপূজা, ছটপূজা পর্যন্ত।

দুর্গাপূজার কতোই না রকমভেদ! কোথাও বিজয়া দশমীর পরের দিন থেকে শুরু হয় ভান্ডানী দশভুজা দুর্গাপূজা, কোথাও লক্ষীপূজার দিন হয় ভান্ডারি দুর্গাপূজা। আবার কোথাও বা পৌষী পূর্ণিমা তিথিতে হয় বনদুর্গা পূজা। জলপাইগুড়ি জেলার বার্ণেশে ১৯৬৩ সাল থেকে এমন একটি দুর্গাপূজার কথাই আমরা জানবার চেষ্টা করবো। ইনি হচ্ছেন সতীমাতা জগদম্বা মাতা, দুর্গা রুপে হন পূজিতা।

বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলের বার্ণেশ জংশনে ব্যবসা সূত্রে রাজস্থান থেকে এসেছিলেন পাটোদিয়া পরিবার। দেশে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ায় বার্ণেশে সতীমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। ওই প্রজন্মের তৃতীয় বংশধর বনোয়ারিলাল পাটোদিয়া (৭৯ বৎ) ১৯৬৩ সালে বার্ণসে প্রতিষ্ঠা করেন জগদম্বা মন্দির। ইনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবী। তিনিই সতীমাতা জগদম্বা।

মন্দিরটি বড় ও সুসজ্জিত । চার পাঁচ বিঘা জমির ওপর মন্দির এবং পাশেই তিনতলা একটি ধর্মশালা। ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সেখানে সাময়িকভাবে থাকতে পারেন। আমিষ নিষিদ্ধ। লোকবিশ্বাস, এটি একটি সিদ্ধপীঠ। বনোয়ারিলালের ঠাকুরদা এখানে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আর্তি নিয়ে এলে এ মন্দিরে কেউ নিরাশ হন না। অবশ্য বিশ্বাসে মেলায় বস্তু।

শ্রাবণ মাসে এখানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয় ।জল্পেশ মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে এখানে এসে মাতৃ প্রণাম করেন। দুর্গা পূজার সময় এখানে নবরাত্রি ব্রত পালন করা হয়। মাতৃমূর্তি দ্বিভুজা। দুর্গাপূজার সময়ে প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে। বর্তমান পুরোহিত শ্রীরাধেশ্যাম পান্ডে।

বাংলার ঘরে ঘরে মা যে কতোভাবে পূজিতা হন , কে জানে।

(লেখক জলপাইগুড়ি নিবাসী উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট একজন গবেষক)

আগমনীর আগমন

অর্পিতা দে সরকার

(বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি, সহ-সম্পাদিকা,খবরের ঘন্টা)

মাগো তুমি আবারও আসছো আমাদের কাছে ঠিক একটি বছর পার করে। তাই চারিদিকে হাজারো প্রস্তুতি চলছে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে। পুজো মন্ডপগুলি প্রতিবারের মতো তোমায় আসনে বসাতে জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

তোমার আগমন বার্তা প্রকৃতি দিতে শুরু করেছে। সারা বছরের কাজ, দুঃখকষ্ট হারানোর বেদনা ভুলে সবাই অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি তোমার দর্শনের। এ যে কি আনন্দ তা বাচ্চা বড় সবাই অনুভব করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে। সবার একটাই বিশ্বাস ভালো রাখো মা,সবাইকে ভালো করে দাও।

মাগো তুমি মানেই পেঁজা তুলোর মেঘ। শিউলি ফুল, পদ্ম ফুল, কাশফুল---ঢাকের আওয়াজে চতুর্দিক ভরে ওঠা। পঞ্চমীর দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত ঢাকের তালে তালে সবাই একাকার হয়ে যাওয়া মন। সব কাজ ভুলে সবার একাকার হয়ে আনন্দে মেতে ওঠার মন। তুমি মানেইতো আনন্দের বন্যা, প্রকৃতিও অদ্ভুতভাবে বার্তা বহন করে জানান দিতে থাকে মায়ের আগমনের।

কত দূর সম্পর্ক নিকট হয়ে যায়,কত কষ্ট ভুলে গিয়ে মানুষ তোমার আসার আনন্দে নিজেকে গা ভাসিয়ে দেয়। নতুনরুপে নতুন সাজে সেজে উঠবে সবার মন। পুজোর প্রতিটি দিন সবাই সবার সাথে হেসে খেলে কাটিয়ে দেবে সারাক্ষন। মা আসা মানেই আনন্দে জাতধর্ম ভুলে সবার একাকার হয়ে যাওয়ার দিন। মাগো তোমার করুনায় বিশ্ব আনন্দে ভরে উঠুক। শেষ হোক শিশু কন্যা ভ্রুণ হত্যার প্রবণতা। বিনাশ হোক সমাজে বিকৃত মানসিকতা। মাগো তুমি মেয়েদের শক্তি দাও। সবাই যেন তোমার রুপে মতো দশভুজা হয়ে উঠতে পারি। এবং নিজেরা নিজেদের রক্ষী হয়ে উঠতে পারি। তোমার দশভুজার রুপ নিয়ে প্রতিটি নারী যেন সমাজ থেকে অপরাধপ্রবণ কীটগুলোকে অসুরের মতো দমন করতে পারি।

মাগো সবাই যেন আমরা তোমার একেকটি রুপ হয়ে উঠতে পারি। একটাই প্রার্থনা, বিশ্বে শান্তি ফিরে আনো মা। দুষ্ট আত্মার দুষ্ট ইচ্ছা দমন করো মা। জয় মা দুর্গা, জয় জয় মা দুর্গা। নমস্কার।

(লেখিকা একজন নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী।খবরের ঘন্টার সহ সম্পাদিকা)

ভ্রমন

চলো যাই বেনারস

অদিতি পি চক্রবর্তী

(বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, ঠিকানা ভক্তিনগর চেক পোস্ট, শিলিগুড়ি)

উত্তরপ্রদেশের সব থেকে বিখ্যাত শহর বারানসী, একে বেনারস বা কাশীও বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত পবিত্র বেনারসের ভূমি,গঙ্গার পবিত্র ধারা বয়ে চলেছে, বাবা বিশ্বনাথের চরন খানি ছুঁয়ে। হর হর মহাদেব-- ভক্তের প্রাণভরা ডাক যেন হাজার শঙ্খ একসাথে বেজে ওঠে। তাইতো সদা জাগ্রত এখানে মহাদেব!

বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াটি সোনায় মোড়া।অপরুপ তার জ্যোতি।

বিশ্বনাথ মন্দিরের একদিকে রয়েছে জ্ঞানব্যাপি মসজিদ। যা বর্তমানে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা দাবি করছেন এই মসজিদে শিবলিঙ্গ রয়েছে, আর নন্দী মহারাজ ওই দিকেই চেয়ে বসে রয়েছেন তার প্রভু মহাদেবের প্রতীক্ষায়। বিষয়টি এখন আদালত দেখছে। বিশ্বনাথের

মন্দিরের কাছেই রয়েছে মা অন্নপূর্ণার মন্দির।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এখানে এসেছেন, মহামিলনের এ আঙিনায় মহামিলনের বানী তারা প্রচার করে গেছেন। ‘‘সম্পূর্ণ সমর্পন’’ জীবাত্মার মুক্তির পথ--শেষ আশ্রয়-- তাই বুঝি ‘‘বার্ধক্যের বারানসী’’।

বেনারসে প্রত্যহ গঙ্গার বুকে সন্ধ্যা আরতি অপূর্ব ও অতুলনীয়। এখানে অনেক ঘাট রয়েছে। তারমধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট প্রধান। এখানে মনিকর্নিকা ঘাট হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। দেবী সতির কর্ণ কুন্তল এই ঘাটেই নাকি পতিত হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় কর্ণ-কুন্তলকে মনিকর্ণ বলা হয়।হিন্দুরা বিশ্বাস করেন এই ঘাটের শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করলে মুক্তি লাভ হয়।

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পীঠস্থান বেনারস-- হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বেনারস ঘরানার উৎপত্তি এই শহরে। বেনারসে কাশি-বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি।

বেনারসের বেনারসী শাড়ি খুবই বিখ্যাত, বাঙালিদের বড়োই প্রিয়। বেনারসি শাড়ির অনেক কারখানা বা লুম রয়েছে বেনারসে। অপূর্ব জরির কারুকাজ, নানারকম নকশা, নানা রঙের যা কিনা শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় অপরুপ হয়ে ওঠে। আগে সোনারুপোর কাজ দেখা যেতো শাড়িতে। এই শিল্পকে রক্ষা করতে সরকার বর্তমানে অনেক উদ্যোগ গ্রহন করেছেন। এছাড়া বেনারসের পান রাবড়ি কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বিখ্যাত। বহু দর্শনীয় স্থান এখানে রয়েছে--

বিস্তারিত জানতে এবার পুজোয় বেনারস যাওয়া যেতেই পারে।

জয় বিশ্বনাথের জয়---

হর হর মহাদেব।